# নবীন সন্ন্যাসীর গুপ্তকথা।

(অতি আশ্চর্য্য উপন্যাস।)

শ্রীপঞ্চানন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড্ "শ্রীহরি" লাইব্রেরী হইতে
শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৩ নং রামচাঁদ নন্দীর লেন, কো-অপারেটিভ প্রেসে
শ্রীভূতনাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

এই পুস্তক ১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে
রেজিষ্টরী করা হইল।

# ভূমিকা।

বেগবতী নদী পর্ব্বত শৃঙ্গ ত্যাগ করিয়া যখন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তখন তাকে রুদ্ধ করা যেমন অনায়াসসাধ্য নহে, তেমনি আমার অন্তরার্ণবের এই চিন্তালহরীর বেগ সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; তা না হইলে আজ কালের দিনে মাদৃশ সামান্য ব্যক্তি গ্রন্থকাররূপে পাঠকদের সমীপে উপস্থিত হওয়া দুরাশার আতিশয্য ও বিড়ম্বনার পরাকাষ্ঠা। পঙ্গু যেমন উচ্চ গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করে, মূকের অন্তরে যেমন গীত গাইবার বাসনা প্রবল হয়, তেমনি আমি উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু কতদূর যে কৃতকার্য্য হইলাম, তাহা গুণগ্রাহী নিরপেক্ষ পাঠক মহাশয়দের বিবেচনা সাপেক্ষ। আমার এই দুর্ব্বল লেখনী প্রসূত গ্রন্থে যে ভাবুকের হৃদয়ে ভাবের লহরী ক্রীড়া করিবে, সামান্য নীরদপুঞ্জে যে সুধাকরের সুধাময় কান্তি, আচ্ছাদিত হইবে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে; সুতরাং আমার উপর যে কৃপাময় পাঠকমহাশয়দের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইবে, তাহা সুদূরপরাহত বলিয়া অনুমিত হয়।

আমাদের এই নবীন সন্ন্যাসী সম্পূর্ণরূপে কল্পনাসম্ভূত নহে, ইহার মূল ভিত্তি ঐতিহাসিক ঘটনা ও স্থানীয় কিম্বদন্তীর উপর স্থাপিত। ইহাতে উৎকট প্রেমের বিকট চিত্র বা অলৌকিক ঘটনা পরম্পরা নাই; ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে পাঠক মহাশয়েরা যে আহার নিদ্রা অবধি বিস্মৃত হইবেন, কিম্বা ভাবের তরঙ্গে গা ভাসান দিয়া স্বর্গ নরক প্রভৃতি চৌদ্দভুবন দর্শন করিবেন, তাহাও সম্ভাবিত নহে। তবে দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালার আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিতে যদি ইচ্ছা হয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের প্রকট মূর্ত্তি, সেই সময়কার সামাজিক রীতি নীতি, পুলিস ও বিচার পদ্ধতি জ্ঞাত হইবার বাসনা থাকে, যদি মুসলমান রাজত্বের সেই অন্তিমকালের ও ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতে এই স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গলাদেশে অরাজকতা, অত্যাচার ও পীড়নের কিরূপ প্রাবল্য ছিল, তাহা জানিবার স্পৃহা হয়, তাহা হইলে আমাদের এই নবীন সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করুন, বোধ হয় কখনই অতৃপ্ত হইবেন না।

বাইশ বৎসর বয়সের সময় আমাদের নবীন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া সংসারের নিকট সম্পূর্ণরূপে বিদায় গ্রহণ করিলেন ও লাহোরে স্বীয় গুরুর যোগাশ্রমে আরো বাইশ বৎসর বাস করিয়া নানাপ্রকার সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি সমগ্র হিন্দুস্থান তীর্থযাত্রাচ্ছলে ভ্রমণ করেন ও প্রায় নব্বই বৎসর বয়ক্রমে তিনি তাহার যোগ্যধামে গমন করিয়াছিলেন; [illegible]প্রদেশে তাহার যশঃপ্রভা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় চতুর্দ্দিকে [illegible]ছিল। তাহার সেই আটষট্টি বৎসর সন্ন্যাস জীবন নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা পরিপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক ভাবময়। যদি সৌভাগ্য বশতঃ আমরা পাঠক মহাশয়দের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের নবীন সন্ন্যাসীর প্রবীণ কালের লীলাসকল প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ইতি

শ্রীপঞ্চানন রায় চৌধুরী।

# সূচীপত্র।

# অতি আশ্চর্য্য

# নবীন সন্ন্যাসীর গুপ্তকথা।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### হরিকিশোর আগরওয়ালা।

[library stamp]

সংসার-অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের শিক্ষার উদ্দেশে, পাপের শোচনীয় পরিণাম ও পুণ্যের সুধাময় ফল দেখাইবার অভিপ্রায়ে শত শত ভয়াবহ ঘটনায় পূর্ণ আমার এই দুঃখময় জীবনী আমাকেই লিখিতে হইল। আমি বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া কপটী, স্বার্থপর মনুষ্যের ষড়যন্ত্রে ও নিজের ভাগ্যের অকূপার বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের ন্যায় নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলে অনেকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে পারে এবং তাঁহারা জগৎকে চিনিয়া সাবধানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন। এই অসার সংসারে অর্থের কতদূর মোহিনী মায়া, রাজার মঙ্গলময় রাজনিয়ম সকল অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারী ও প্রবল পরাক্রান্ত প্রজার নিকট কিরূপ অকিঞ্চিৎকর, লোভপরায়ণ স্বার্থান্ধ কপটী মনুষ্যের হৃদয়াভ্যন্তর কীদৃশ বিভীষিকাময়, তাহা আমার এই ঘটনাবৈচিত্র্যময় জীবনী পাঠে বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন; আমোদের সহিত প্রচুর পরিমাণে জ্ঞানলাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই জগতে আমার অপেক্ষা কেহই অধিক দুঃখ ভোগ করে নাই; প্রাণসঙ্কট শত শত বিপদে আমার ন্যায় কেহই পতিত হয় নাই; কিন্তু উষার উদয়ে অন্ধকারে[illegible] সেই পতিতপাবনের পবিত্র নামের গুণে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছি। সংসারের প্রলোভনে আমারও হৃদয়হ্রদ পঙ্কিল হইয়া পাপরূপ কমলদলে পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু সাধুসঙ্গ রূপ শিশিরপাতে

কিরূপে সেই সকল পদ্মবন সমূলে উন্মূলিত হইল, তাহা বাস্তবিক অনেকের শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে; ঘোর নাস্তিকের নীরস অন্তর আমার জীবনের ঘটনাবলীতে কৃপাময়ের অপার কৃপা দেখিয়া যে মুগ্ধ হইবে তাহা নিশ্চয়; কাজেই অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ আমার জীবনী আমি নিজেই লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমার জ্ঞানের সঞ্চার হওয়া অবধি আমি জানি যে, আমি মুর্শিদাবাদে হরকিশোর আগরওয়ালার বাটীতে থাকি; বাড়ীর কর্ত্তা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন; বাড়ীর সকল ভৃত্যেরা আমাকে সম্মান ও আদর করিয়া থাকে; সুতরাং আমি পরম সুখে সেইখানে বাস করি।

হরকিশোর বাবুর বাড়ীটি সহরের খুব প্রান্তভাগে ও একটা খুব সরু গলির মধ্যে। গলিটি এ প্রকার সঙ্কীর্ণ যে একজন ব্যক্তি অতি কষ্টে গমন করিতে পারে; মুরগির পালক, মরা ইন্দুর, পচা ছুঁচো, সেই গলির চারিদিকে বিকীর্ণ ও এক প্রকার বোট্‌কা গন্ধে পরিপূর্ণ। সহরের কোন ভদ্রলোক বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সেই কদর্য্য গলির মধ্যে প্রবেশ করে না। গলির উভয় পার্শ্বে জীর্ণ অট্টালিকাশ্রেণী এবং সেই সকল গৃহে অনেক বিখ্যাত বদমায়েস ও পতিতা স্ত্রীলোক বাস করিয়া থাকে; ফলতঃ বিপদের আশঙ্কায় কোন নিরীহ ভদ্রলোক সেই ভয়ানক স্থানে দিবসেও প্রবেশ করিতে সাহস করে না।

সেই গলিটির শেষভাগে একটী জীর্ণ দ্বিতলগৃহে হরকিশোর বাবুর আবাসস্থান। বাড়ীটি বহুদিনের পুরাতন ছাদের উপর ২। ৪টী অশ্বত্থবৃক্ষ নিজের ডাল পালা বিস্তৃত ক'রে আছে; দেয়ালের স্থানে স্থানে লোণাধরা; ফলতঃ বাড়ীটির অবস্থা দেখিলে জনমানব পরিশূন্য ব'লে বোধ হয়।

বাড়ীটির নীচের ঘরগুলি অন্ধকূপসদৃশ ও মনুষ্যের ব্যবহারের নিতান্ত অনুপযুক্ত; কেহই তথায় বাস করে না, বাবু সপরিবারে উপরতলায় বাস করেন।

উপরে উঠিলেই প্রথমে বাবুর বৈঠকখানা। বাড়ীটি খুব জীর্ণ ও পুরাতন; কিন্তু এই ঘরটী খুব পরিস্কাররূপে সাজান, দেখিলেই হঠাৎ বোধ হয় যেন গোবরগাদায় পদ্মফুল ফুটিয়া আছে।

বৈঠকখানাটির মেজে উত্তম গালিচা দিয়া মোড়া, তাহার উপর বড় বড়

তাকিয়া শোভা পাচ্ছে, দেয়ালে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি রয়েছে ও ঘরের মাঝখানে একটা চারডেলে ঝাড় ঝুলছে। এ সওয়ায় সুনিপুণ চিত্রকরের শ্রমপ্রসূত ৪।৫ খানি উৎকৃষ্ট ছবি বৈঠকখানার সম্পত্তিস্বরূপ ছিল; ফলতঃ সেই ঘরটী সৌখীন বাবুর উপযুক্ত উপকরণে সজ্জিত। বৈঠকখানার পাশে একটী ছোট কুঠারী; সে ঘরটি প্রায় চাবিবন্ধ থাকে, তবে মধ্যে মধ্যে বাবুর বিশেষ আবশ্যক হইলে বিশেষ বিশেষ লোকের সহিত তথায় কি পরামর্শ করেন। সেই ঘরটির মধ্যে আমার কি বাটীর অন্য কোন ভৃত্যের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। সেই ছোট কুঠারীর পশ্চাদ্ভাগে বাবুর অন্দরমহল।

বাবুর পরিবারের মধ্যে তাঁহার পত্নী, একাদশবর্ষ বয়স্কা এক কন্যা, আমি, একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুই জন খানসামামাত্র। খানসামাদ্বয়ের মধ্যে একজন দরোয়ান, কারণ রাত্রিদিন তাহাকে সদর দ্বারের নিকট থাকিতে হয়; কোন ব্যক্তি দ্বারে আঘাত করিলে তাহার পরিচয় লইয়া বাবুর অনুমতিক্রমে তাহাকে গৃহ প্রবেশ করিতে দেয়; সদর দরজা ২৪ ঘণ্টাই বন্ধ থাকে। কিজন্য যে বাবু এত সাবধানে ঈদৃশ ভয়ানক পল্লীতে বাস করেন, তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই।

এ সময় আমার বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক হইবে না; বাবু আমার শিক্ষার জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বৈকালে বৈঠকখানার বারাণ্ডায় মৌলবী সাহেবের নিকট দুলে দুলে আলেফ, বে প্রভৃতি পারসী অক্ষর সুর করিয়া পড়িতেছি, এমন সময় দ্বারে কাহার করাঘাতের শব্দ শ্রুত হইল; প্রথমত সেই ভৃত্য দ্বার খুলিয়া বাবুর অনুমতি না লইয়াই একটা লোককে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল, কারণ আগন্তুক বাবুর বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি, প্রায় আমাদের বাটীতে যাতায়াত করে; কিন্তু কি জন্য সে যে আমাদের বাটীতে আসে, তা আমি তখন কিছুমাত্র জানি না।

প্রবেশকারী বরাবর উপরে এসে সেই বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিল; বাবু সে সময় তথায় ছিলেন, তিনি খাতির ক'রে সেই লোকটাকে নিকটে বসালেন।

আগন্তুকের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। বর্ণ কাল, কিন্তু ততদূর পালিস করা নয়; হাত পা গুলি বেঁটে বেঁটে, মুখখানা গোল, চোথ দুটার মধ্যে একটা অন্যটার অপেক্ষা ছোট, নাকটা একটু বসা, ঠোঁট দুখানি পুরু পুরু ও বদন-

মণ্ডল মা শীতলার অনুগ্রহের চিহ্নে চিহ্নিত। ফলতঃ যে যে লক্ষণ দেখিলে লোকে দুষমন চেহারা বলে, এ লোকটার সর্ব্বাঙ্গে সেই সেই লক্ষণ বিরাজমান। গোঁফটি প্রায় আকর্ণবিস্তৃত এবং গালপাট্টা সমেত দাড়িতে মুখের চেহারা আরও ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে।

লোকটা হিন্দুস্থানী ধরণের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরেছে, গায়ে একটা পাতলা নিমুর মেরজাই, পায়ে একজোড়া আধমন ওজনের নাগরা জুতা ও মাথায় আধথান কাপড়ের একটা বৃহৎ পাগ্‌ড়ি। আমি লোকটাকে পূর্ব্ব হতেই চিনি, তার নাম মোহনলাল বক্সী।

মোহনলালের কোন পুরুষে কেহ কখন বক্সীগিরি চাকরী করিয়াছিল কি না জানি না; তবে সকলে তাহাকে ঐ নামে ডাকে। তিনি যে কি জাতি, তাহা আমি এক্ষণে জানিতে পারি নাই। কারণ তিন চারি সময়ে তিনি তিন চারি রকম জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বক্‌সীজি উপবেশন ক'ল্লে বাবু হেসে হেসে কথা কইতে লাগ্‌লেন; যদিও বাবু সে সময় হিন্দুস্থানি আগরওয়ালা বেণে বলে সকলের নিকট পরিচিত, কিন্তু কথাবার্ত্তা প্রায় চাঁচাছোলা বাঙ্গালাভাষায় কন। এখন বাবুর বয়স চল্লিশের কিছু উপরে হইবে; বর্ণ ফিট গৌর, গড়ন মাঝামাঝি, চোখ দুটী ভাসা ভাসা, ভ্রূ জোড়া, ললাটদেশ প্রশস্ত, দেখ্‌লে খুব বুদ্ধিমান ব'লে বোধ হয়।

বাবু মোহনলালের সহিত দু একটা বাজে কথা কয়ে তার পর এক গাল হেসে জিজ্ঞাসা কল্লেন "তবে বক্‌সীজি! কিছু নূতন খবর থাকে তো বল; অমন শুধু নাটাই আর রোজ রোজ ঘোরাণো ভাল লাগে না।"

বক্‌সীজি বাবুর কথা শুনে সেই লম্বা গোঁফে তা দিয়ে, ছোট চোখ্‌টা বুজিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর কল্লে, "হুজুর, চারে বড় মাছ আছে, এখন আমি খেলিয়ে তুল্‌তে পার্‌লে হয়।" বাবু বক্‌সীর কথায় বাধা দিয়ে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কে হে লোকটা কে, স্পষ্ট করে বল।"

বক্‌সী সেই রকম ভাবে একটু মুচ্‌কে হেসে ব'ল্লে, "আজ্ঞে সে খুব একটা বড় দাঁও, হাতে যদি লাগে, তা হলে খাসা মজুরি পোষাবে।" বাবু আরো অধৈর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "আর বাজে কথায় কাজ কি, লোকটা কে বল; ভেবে দেখি, কিছু ফল্‌বে কি না।"

বক্‌সী। আজ্ঞে, ভেবে আর দেখ্‌তে হবে না; ফলে বসে আছে।

তার বাপের ১০।১৫ লক্ষ টাকার বিষয়, নগদ টাকাও বিস্তর; তবে কিছু কৃপণ।

বাবু। তার বাপের নাম কি?

বক্সী। হলধর সরকার।

বাবু। কোন্ হলধর?

বক্সী। আজিমগঞ্জের এলিস্ সাহেবের কুঠির দাওয়ান। কোম্পানীর রেসমের দাদনে শত শত গরীব তাঁতির সর্ব্বনাশ করে অনেক টাকা করেছে, কিছু সৎপাত্রে ব্যয় হোক। বিশেষ সে বাপের একমাত্র ছেলে, মেজাজও খুব উঁচু; চাই কি, এক ঢিলে দুটো পাখী মারা হইবে।"

সল্‌তে উস্‌কে দিলে প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সেইরূপ বক্সীর কথায় বাবুর মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ভুঁড়ি নাচিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "হাঁ, এ নেহাৎ চুনো পুঁটী নয়, কাতলা বটে, এখন গাঁথ্‌তে পার্‌লে হয়; দেখো যেন চার গুলিয়ে দিয়ে না পালায়।"

বক্সী। আজ্ঞে হুজুর! আমি যে কুঁড়ো মস্‌লা খাওয়াচ্ছি, তাতে তার সাধ্য কি যে পালায়। অনেক মেহোনত করে তবে অমন শীকার ঠিক করেছি; আমার আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না।

বাবু। এই তো ভদ্রলোকের মতন কথা, ছোট নজর করা কি ভাল? লোকে কথায় বলে "মারিতো হাতি লুটি তো ভাণ্ডার।" যাইহোক, তাহলে কবে দিনস্থির ক'ল্লে?

বক্সী। শুভকার্য্য যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। আমি তার মত নিয়ে এই শনিবার রাত্রে স্থির করিয়াছি, আপনি সব জোগাড় করে রাখ্‌বেন।

বাবু। কি রকম জোগাড় কর্‌তে হবে?

বক্সী। যে রকম হয়, সেই রকম ক'র্ব্বেন; তবে বেশীর ভাগ এক-জনকে রাজা সাজ্‌তে হবে, আর রেস্ত কিছু অধিক কাছে রাখ্‌তে হবে; কারণ জল না দিলে কখন কাণের জল বেরোয় না!

বাবু। তা তোমার কিছুমাত্র বল্‌তে হবে না; আমি সব ঠিক করে রেখেছি, আমি আজি আখড়ায় খপর দিয়ে ভালো দেখে দুইজন লোককে সেই দিন আস্‌তে বোল্‌বো, তারি মধ্যে এক জনকে রাজা সাজানো যাবে। কেমন তা হ'লে তো সব ঠিক হবে?

বক্সী। আজ্ঞে, হুজুরের কাজে কি কখন গলদ হতে পারে? আপনার জোড়া লোক এই মুর্শিদাবাদে আর নাই। আপনি একমুঠো ধুলো ধল্লে পড়তার জোরে সোণা হ'য়ে যায়। যাইহোক আজ আমি চল্লুম, কথাগুলো যেন মনে থাকে; আজ বুধবার, শনিবার রাত্রি ৯টার পর আমি সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বো; আপনি পূর্ব্ব হতেই সব ঠিক করে রাখ্‌বেন। বক্সীজি এই কথা বলে বাবুর নিকট বিদায় নিয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল। বাবুও নিতান্ত প্রফুল্লচিত্তে অন্দরমহল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

আমি যদিও বক্সীর সহিত বাবুর সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহার একবর্ণেরও অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময় আমি পাঠ সমাপন করিয়া, কলির বিধাতা-পুরুষ বিশেষ শ্রীমান পাচক ব্রাহ্মণের আহ্বানক্রমে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## এর মানে কি?

বাবুর অন্দরমহলে দোহারা দুটী ঘর। একটীতে বাবু ও তাহার পত্নী শয়ন করেন; কন্যাটিও তাঁহাদের নিকটে থাকে; পাশের ঘরে আমি শয়ন করিয়া থাকি; ছাদের উপর খোলার দুই কুঠারী ঘরে একটায় রন্ধন ও অন্যটা ভাঁড়ার ঘরস্বরূপ ব্যবহার হয়। ভৃত্য ও ব্রাহ্মণঠাকুর সদরের বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া থাকে।

আহারাদির পর শয়ন করিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা দেবীর কোমল অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, জাগতিক সকল প্রকার চিন্তা অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়াছে, রাত্রি কত তা ঠিক জানি নাই; কিন্তু হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি জাগ্রত হইয়া শুনিলাম যে, গিন্নি খুব রেগে সপ্তমে স্বর চড়িয়ে কর্ত্তার সঙ্গে ঝগড়া কচ্চেন। আমি নীরবে শয্যার উপর শয়ন করিয়া তাহার প্রত্যেক কথা শুনিতে লাগিলাম।

একটু থেমে সেই রকম উঁচু স্বরে গিন্নী বল্লেন "ছি ছি! এখনো আমার

সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌চো; এতো ক'রেও তোমার মন পেলাম না। তোমাকে আর বেশী কি বল্‌বো, দড়ি আর কলসী নিয়ে আঘাটায় নাবোগে।"

গিন্নির এই রোকা রোকা কথায় বাবু খুব নরম হয়ে আম্‌তা আম্‌তা ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লেন; "বলি তুমি যদি রাগ কর, তা হ'লে আমি দাঁড়াই কোথা, তুমি ভেবে দেখ দেখি—আমি তোমার জন্যে কি না করেছি!" যেমন আগুণে ঘি পড়লে দপ্‌ করে জ্বলে, সাপকে লাঠি মার্‌লে যেমন ফোঁস্‌ করে উঠে, তেমনি গিন্নী ঠাকুরাণী, আরো রেগে বাবুর কথায় বাধা দিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বল্লেন, "আ মরণ আর কি, উনি আমার জন্য সব করেছেন, আর আমি কিছু করিনি। আমি কার জন্য জাত কুল খোয়ালাম, কার পরামর্শে অমন সোণার সংসার ছারেখারে দিলাম, কার মন রাখ্‌বার জন্য নারীসুলভ কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়ে পিশাচিনীর অপেক্ষা নিষ্ঠুর হইলাম; কিন্তু হায়! এতকোরেও তোমার মন পেলাম না! এখনো আমার সঙ্গে চাতুরী খেল্‌চো?"

গিন্নীর কথা শেষ হইলে বাবু অনেকটা জড়সড় ভাবে মিনতির স্বরে উত্তর ক'র্‌লেন, "তোমার দিব্য মেজ বউ! আমি তোমার সঙ্গে কিছু মাত্র চাতুরী করিনি; তোমাকে যা যা বলেছি, সব সত্য—একটীও মিথ্যা নয়! তুমি শনিবার অবধি অপেক্ষা কর, তার পর আমি নিশ্চয়ই তোমার আদেশ পালন ক'র্ব্বো। হাতে টাকা না হ'লে ত কোন কাজ হবে না! কাজেই আগে রেস্তর জোগাড় দেখ্‌তে হবে।"

গিন্নী আগেকার অপেক্ষা স্বর নরম করে বাবুকে বল্লেন, "আবার কার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বার মতলব ক'চ্চ! পরের ভিটেয় ঘুঘু না চরালে ত আর তোমাদের হাতে টাকা আস্‌বে না! সংসারে এত লোক কত প্রকার সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন কচ্চে, কিন্তু তোমাদের পরের গলায় ছুরী না দিলে দিন যায় না।"

গিন্নীর কথায় বাবু অনেকটা বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন, "আঃ 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' আন কেন? এ সংসারে টাকাই হচ্চে একমাত্র জিনিষ; টাকা হাতে না থাক্‌লে সব দিক্‌ অন্ধকার দেখ্‌তে হয়। এই বোঝ না কেন, ইংরাজেরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে কেবল টাকার জন্য এদেশে এসেচে; আর রেসমের কারবারের ছল করে, তাঁতিদের বুকের রক্ত

শুষে নিয়ে নিজেরা বড়মানষি কচ্চে ; যে বেটা বোকা, সেই বেটাই ধর্ম্ম ধর্ম্ম-করে সংসারের সার আয়েস হ'তে বঞ্চিত হয়। যে বুদ্ধিমান্ এবং সংসারের সুখ ভোগ করা যার প্রধান উদ্দেশ্য, সে কখনই ও সব মেয়েলি কথা গ্রাহ্য করে না। আমার মতে ইংরাজেরা খুব বুদ্ধিমান্ ও চতুর ; কারণ তারা ধর্ম্মের বড় ধার ধারে না! কিরূপে উপার্জ্জন হবে, এই চেষ্টায় রাত্র দিন ব্যস্ত থাকে।

কর্ত্তার এই সারগর্ভ বক্তৃতা শেষ হ'লে গিন্নী পূর্ব্বাপেক্ষা নরম স্বরে বল্লেন, "কেন, টাকা টাকা ক'রে ম'র্‌বার আবশ্যক কি? অন্য জায়গায় গেলে অবশ্য কিছু খরচ পত্র হবে ; তার অপেক্ষা ঘরে ঘরে কাজ সারো না! ওর চেয়ে ভাল ছেলে ত আর বাহিরে পাচ্চো না।" গিন্নীর কথায় কর্ত্তা একেবারে অগ্নি-শর্ম্মা হ'য়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, "পাগল আর কি? তা কি কখন হয়? তোমার মেয়ের জন্য খুব সুন্দর বর নিয়ে আস্‌বো ; টাকা ছাড়্‌লে কি না পাওয়া যায়? টাকায় বাঘের দুধ মেলে, এ ত একটা তুচ্ছ কাজ!" গিন্নী তবু কর্ত্তাকে ব'ল্লেন, "যা বল্লুম, তাতে তোমার অমত হইল কেন? আমি ত এ কাজে ভাল বই মন্দ দেখ্‌তে পাই না।" কর্ত্তা খুব গম্ভীরভাবে উত্তর কল্লেন, "তা যদি হবার হ'তো, তা হ'লে আমি নিজে উদ্যোগী হ'য়ে এ কাজ শেষ ক'ত্তুম ; কিন্তু তা কিছুতেই হ'তে পারে না। তুমি মনে ক'রো না যে, আমি মিছামিছি ছোঁড়া-টাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'চ্চি, ওর দ্বারায় অনেক কাজ হাসিল হবে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাক্‌লে কি আমি ও ছোঁড়াকে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছি? বিনা লাভে আমি কি কোন বাজে কাজে হাত দি? তুমি কি আমাকে পাগল পেয়েছ! আখেরে ছোঁড়া দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাবে।"

কর্ত্তার কথা এই অবধি আমি স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেম ; কিন্তু এর পর কর্ত্তা গলার স্বর খুব ছোট করে চুপি চুপি গিন্নীকে কি ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, আমি তাহার বিন্দু বিসর্গ অবধি বুঝিতে পারিলাম না।

খানিকক্ষণের পর বাবুর চুপি চুপি কথা শেষ হইল ; গিন্নী আর কোন উত্তর করিলেন না ; কাজেই ঘরটি পুনরায় নীরব হইল।

কর্ত্তা গিন্নীর কথাবার্ত্তা থামিলে, আমি গভীর চিন্তাসাগরে পতিত হইলাম। প্রথমে গিন্নী কর্ত্তার উপর খুব ঝাঁজিয়ে উঠ্‌লেন—তুড়ে দু কথা শুনিয়ে দিলেন ; কিন্তু কর্ত্তা কিছুমাত্র গরম হইলেন না, বরং অপরাধীর ন্যায় আম্‌তা আম্‌তা

ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। গিন্নী খুব রাগের বশে ব'ল্লেন যে, "কার জন্য জাতকুল নষ্ট করিয়াছি, কার পরামর্শে অমন সোণার সংসারে আগুণ লাগাইয়া দিয়াছি!" এ সব কথার মানে কি ? শেষে গিন্নী যা ব'ল্লেন, তাতে বেশ বোঝা গেল যে, গিন্নী তার মেয়ের বিবাহের কথা ব'ল্‌চেন। কর্ত্তা প্রথমে টাকার ওজর কল্লে, শনিবার টাকা পাব বলে আশ্বাস দিলে, তার পর গিন্নী টাকা যাতে না খরচ হয়, তার জন্য ঘরে ঘরে কাজ সার্‌তে বল্লেন! কর্ত্তা সেই কথায় রেগে উঠে আপত্তি করে বল্লেন, "না—তা হবে না, ও ছোঁড়ার দ্বারায় অনেক কাজ হবে।" এতে তো বেশ বোধ হচ্চে যে, গিন্নী আমাকেই লক্ষ্য ক'রে এ কথা ব'লেচে আর কর্ত্তা তাই বুঝ্‌তে পেরে মনের কথা অনেকটা প্রকাশ করে ফেল্লেন। তার পর আবার চুপি চুপি কি বল্লেন; নিশ্চয় আমার কথাই হয়েছিলো, তার আর সন্দেহ নাই। কর্ত্তা ছোঁড়া ছোঁড়া বলে যে আমাকেই লক্ষ্য করেছিলেন, তা আমি বেশ বুঝতে পাল্লুম। কিন্তু কি উদ্দেশে কর্ত্তা যে আমাকে লালন পালন ক'চ্চেন, আমার দ্বারায় ওঁর যে কি কাজ হাসিল হবে, তা আমি ভেবেও ঠিক ক'ত্তে পাল্লুম না।

যদিও কর্ত্তার সব কথার মানে বুঝতে পার্‌লেম না, কিন্তু এটা বেশ বুঝলেম যে, আমি এঁদের বাড়ীর ছেলে নয়; এঁরা দয়া ক'রে আমাকে প্রতিপালন কচ্চেন। কর্ত্তা নিজেই বল্লেন যে, ভবিষ্যতে লাভ হবে ব'লে আমাকে গৃহে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু আমার দ্বারায় এঁদের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে ? কর্ত্তা যেরূপ টাকার মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, তাতে বেশ বোধ হলো যে, উনি টাকার জন্য না পারেন এমন কাজ জগতে নাই; কিন্তু তা হ'লেও আমার দ্বারায় কিরূপে লাভবান্ হইবেন ? আমার এক কপর্দ্দকও তু সম্বল নাই।

শয্যার উপর শয়ন করিয়া মনে মনে এই সব কথা ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। প্রাণে বড় ভয় হইল, বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, স্বেদ জলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল, দারুণ পিপাসায় কণ্ঠ-দেশ বিশুষ্ক হইয়া উঠিল। ঘোর মানসিক যাতনায় কাতর হইয়া শয্যার উপর শরবিদ্ধ হরিণের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম; কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইলাম না। মনে দারুণ উৎকণ্ঠা, বিষম সন্দেহ, ভয়ানক ত্রাস আসিয়া উপস্থিত হইল। যতই এই সকল কথা ভাবি, ততই ভাবী অনিষ্ট চিন্তা অন্তরে

উদয় হইয়া প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। আমাকে এঁরা পুত্রের ন্যায় এত যত্নে লালন পালন কচ্চেন, শেষে যে এঁরাই আমাকে কোন বিপদে ফেল্‌বেন, এ ত আমার সহসা বিশ্বাস হয় না। আর তাতে এঁদেরই বা কি লাভ হইবে? কিন্তু তা হলে নির্জ্জনে প্রাণের কপাট খুলে কর্ত্তা গিন্নীকে যে সকল কথা ব'ল্লেন, এর মানে কি? আর অমন গরম গিন্নীকে কর্ত্তা চুপি চুপি কি এমন কথা বল্লেন, যা শুনেই গিন্নী একেবারে জল হয়ে গেলেন! আর কোন কথাটি কহিলেন না। এরই বা মানে কি? বিশেষ গিন্নী যদি কর্ত্তার বিবাহিতা স্ত্রী হবেন, তা হ'লে কি ক'রে কর্ত্তার মুখের ওপর ব'ল্লেন যে, "কার জন্য আমি জাতকুল নষ্ট করিয়াছি।" এ কথারই বা মানে কি?

যদিও আমি সে সময় ছেলে মানুষ, কিন্তু তবু স্বামী স্ত্রীতে যে এরূপ বাক্যালাপ একান্ত অসম্ভব, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লুম; কাজেই বিষম সন্দেহ ও বিস্ময়ের যুগপৎ আক্রমণে আমার চিত্ত আক্রান্ত হইল। আমি নিবিষ্টমনে এই সকল বিষয় ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলাম না; সন্দেহের তুফানে মন প্রাণ ভাসিতে লাগিল। ক্রমে উষার প্রধান বার্ত্তাবহ স্নিগ্ধ সমীরণের শৈত্যতা অনুভব করিতে করিতে আমার ঈষৎ তন্দ্রা উপস্থিত হইল। সুতরাং সুশীতল বারিবর্ষণে প্রদীপ্ত পাবক যেরূপ প্রশমিত হয়, তেমনি আমার অন্তরের সুদারুণ চিন্তানল ক্ষণেকের জন্য নির্ব্বাপিত হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### সাপের মাথায় মাণিক।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া নিয়ম মত আমার পার্‌সী পাঠ্যপুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলাম; কিন্তু কিছুতেই পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারিলাম না। রজনীর সেই সব কথা স্মরণপথে উদয় হইয়া বাত্যাবিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় অন্তরকে নিতান্ত আকুল করিয়া তুলিল; সহস্র চেষ্টা করিয়াও মনকে শান্ত করিতে পারিলাম না। একবার মনে করিলাম যে, গিন্নীকে স্পষ্ট করিয়া এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ জিজ্ঞাসা করি; তিনি আমাকে যেরূপ স্নেহ

করেন, তাতে বোধ হয়, তিনি আমাকে কখনই কোন বিষয় গোপন করিবেন না। আমার তাপদগ্ধ অন্তরকে সুশীতল করিবার অভিপ্রায়ে নিশ্চয় সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিবেন; কিন্তু আবার তখনই ভাবিয়া দেখিলাম যে, তাহা করিলে কখনই সুফল প্রসব করিবে না, বরং হিতে বিপরীত হইবে। কারণ আমি তাঁহাদের গুপ্ত কথা শুনিয়াছি, ইহা তাঁহারা জ্ঞাত হইলে নিশ্চয় আমার কোন বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা; সুতরাং জলে জলবিম্ব সম আমার মনের ইচ্ছা মনেতেই লয় হইল,—জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহস হইল না।

আমি আমার পুস্তক বন্ধ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম; গিয়া দেখি যে, গিন্নী অন্য দিন অপেক্ষা মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন। দেখিলেই বোধ হয় যে, তাঁহার চিত্তভূমি কখনই প্রশান্ত নহে।

গিন্নীকে দেখিতে কর্ত্তা অপেক্ষা অধিক ছোট বলিয়া বোধ হয় না; বরং মুখ চোখ দেখিলে কিছু অধিক বয়স বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু উনুনের অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেও যেমন তাহার অনেকটা উত্তাপ থাকে, সেইরূপ কিঞ্চিৎ প্রাচীনা হইলেও গিন্নীর যৌবনের সমস্ত লক্ষণ এখনও সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই; সাবেকের অনেকটা ঢঙ এখনও বিদ্যমান আছে; বিশেষ নিজের শরীরের উপর গিন্নীর যত্ন সমধিক বেশী; রাত্র দিন বেশভূষা করিয়া ফিটফাট্ থাকিতে ভালবাসেন।

গিন্নীর গড়ন মাঝারী, বর্ণ একটু ফ্যাকাসে, চোখ দুটি ভাসা ভাসা; কিন্তু একটু কোটরগত ও কজ্জলের ন্যায় ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখায় অঙ্কিত। গিন্নীর খুব ক'সে কাপড় পরা অভ্যাস, কাজেই কটিটি খুব সরু; হাত পা গুলি গোলগাল, ঠোঁট দুখানি পাতলা, বক্ষঃস্থল উন্নত; দেখ্‌লেই আকাট বাঁজা ব'লে বোধ হয়।

গিন্নী দেখিতে যেমনই হউন, আমাকে কিন্তু তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; রমণীসুলভ অনেক সদ্‌গুণ তাঁহার অন্তরে রাজত্ব করিত। তখন আমি বালক, সুতরাং সংসারের চাতুরী কিছুমাত্র বুঝি নাই; সে সময় অকপটে সকলকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত! কাজেই গিন্নীর সেই মৌখিক স্নেহে আমি যে মুগ্ধ হইব, তাহার আর বিচিত্র কি? কুটিল মানব সামান্য স্বার্থের জন্য যে পিশাচের অধম হইতে পারে, এত দূর কপটী বহুরূপী হয়, কোমলতাময় নয়ন-

রঞ্জক সুন্দর শরীরের অভ্যন্তরে যে এত কাঠিন্যভাব নিহিত থাকে, সংসারের সার সম্পত্তি রমণী যে এত দূর রাক্ষসী হইতে পারে, তখন তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই। কাজেই সে সময় আমি সহজেই প্রতারিত হইয়াছিলাম।

বাস্তবিক সে সময় গিন্নীর যত্নে আমি তাঁহার নিতান্ত বশীভূত হইয়াছিলাম; তাঁহাকে আমি জননীর ন্যায় ভয় ও ভক্তি করিতাম; আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্যের ন্যায় তিনি যখন যা আজ্ঞা করিতেন, অনতিবিলম্বে তাহা সম্পাদন করিতাম। মা বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও ভালবাসিতেন, কখন কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু গত রাত্রে গিন্নীর নিজের মুখের কথা শুনে মনে ভয়ানক খট্‌কা হইল; আমার সম্বন্ধে যাহাই হোক্ না, গিন্নী কর্ত্তার বিবাহ করা স্ত্রী কি না, জানিবার জন্য অন্তরে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু কোন উপায় নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না; কাজেই মনের কথা তখনকার মত আমার মনেই লয় হইল।

আমি গিন্নীর নিকটে গেলে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে খুব স্নেহস্বরে আমাকে বল্লেন, "কেন বাছা! আজ সকল বেলা বেড়িয়ে বেড়াচ্চ? কেতাব নিয়ে পড়্‌তে ব'স নি?" আমি আর কোন উত্তর না কোরে ব'ল্লাম, "সকালে মৌলবী সাহেব আসেন না, বৈকালে আসেন; আমিও সেই সময় পড়ি।" তাড়াতাড়ি আমি খুব কাঁচা জবাব দিয়াছিলাম, জেরা করিলে আমাকেই ঠকিতে হইত; কিন্তু তিনি সে সব কথা না বলিয়া খুব আত্মীয়ভাবে কহিলেন, "বটে, এই বার আমি কর্ত্তাকে ব'ল্‌বো যে, দুবেলা যেন মৌলবী এসে পড়িয়ে যায়; টাকার উপর মায়া ক'ল্লে কি ছেলে পুলের কখন্ লেখা পড়া হয়? জলের মতন খরচ ক'ত্তে হয়। এই বার হ'তে সকাল বিকাল মৌলবী পড়াতে আস্‌বে, তুমিও বাছা খুব মনোযোগের সহিত লেখাপড়া শিখ্‌বে, বদছেলের সঙ্গে খেলা ক'রো না, বাড়ী থেকে কখনো বার হ'য়ো না, ইত্যাদি অনেক জ্ঞানগর্ভ নীতিকথা প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে গিন্নী আমাকে শুনালেন; আমি চুপ করে সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বোধ হয় গিন্নীর সেই সমস্ত উপদেশ কোন গতিকে ৺মদনমোহন তর্কলঙ্কারের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহারই সারভাগ সংগ্রহ করিয়া তিনি শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গিন্নীর উপদেশের স্রোত রুদ্ধ হইলে আমি এক "যে আজ্ঞে" বলিয়া তাঁহার

সকল কথার উত্তর দিলাম। তিনি সেইরূপ প্রসন্নমুখে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার সঙ্গে অনেক বাজে কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন; আমি নিতান্ত বিনীতভাবে সকল কথার যথাবৎ উত্তর দিতে লাগিলাম।

অন্য দিন অপেক্ষা গিন্নীকে আমার উপর অনেকটা সানুকূল দেখিয়া দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে মনে মনে স্থির করিলাম; কিন্তু যে কথা আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আমাকে অশান্তির ক্রোড়ে শায়িত করিয়াছে, সেই সকল রহস্যপূর্ণ কথা জিজ্ঞাসা করিতে কিছুতেই সাহস হইল না। শেষে কথায় কথায় অনেকটা অবসর বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা! আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, কর্ত্তা বিষয় কর্ম্মের জন্য মুর্শিদাবাদে থাকেন, অন্য জায়গায় আপনাদের দেশ আছে, কিন্তু বাবু ত বারমাস এখানে বাস করেন; আমার বোধ হয় আপনার মেয়ের বিবাহের সময় আমরা সকলেই আপনাদের দেশে যাবো।"

আমার কথায় ক্ষণেকের জন্য গিন্নীর মুখমণ্ডল গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিল; কিন্তু তখনই তিনি আত্মসংযম করিয়া পূর্ব্বেকার মতন অতি কষ্টে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "যাবে বৈ কি! তোমাকে ছেড়ে আমাদের যেতে মন স'র্‌বে কেন?"

গিন্নীর এই ফাঁকা উত্তরে আমার মনের কৌতূহল কিছুমাত্র তৃপ্ত হইল না। আমি পুনরায় খুব বিনয় সম্মানস্বরে বলিলাম, "তা হ'লে বিবাহের সম্বন্ধ এক রকম স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; চতুরা গিন্নী প্রশ্নের আভাসে অনেকটা আমার মনের কথা বুঝিলেন, সুতরাং আর বেশী বাড়াবাড়ি করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না; কাজেই আমাকে এক কথায় নীরব করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "কে জানে বাবা! আমি ও সব কথায় থাকি নি; তবে শুনেছি যে, কর্ত্তা নাকি আমাদের দেশের একজন জমিদারের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। উনি জ্ঞানী মানুষ, তাতে আবার ওঁর বড় আদরের মেয়ে, উনি ভাল বই কখনই মন্দ পছন্দ করিবেন না। আমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের সে সব কথায় কাজ কি? কাজেই আমি সে সব কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করি নাই।"

আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, পাছে আমি ও সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, সেইজন্য ধড়িবাজ গিন্নী একেবারে কথার মুখ বন্ধ করিয়া

দিলেন। গিন্নী যে আমার নিকট আস্ত মিথ্যা কথাগুলি কহিলেন, তাহাতে আর কোন সংশয় রহিল না। সুতরাং মনে মনে গিন্নীর উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল ; কিন্তু মুখে কিছুমাত্র প্রকাশ করিলাম না।

ভাবে বোধ হইল যে, গিন্নী আমার মনের ভাবের অনেকটা আভাস বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি আমার মুখের দিকে একবার তীব্র কটাক্ষ করিয়া সেইরূপ হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "ওরে হাবাছেলে! এ বাঙ্গলাদেশে আমাদের ঘরের ছেলে পাওয়া যায় না, সেইজন্য মেয়ে আজও আইবড় আছে ; দেশ থেকে ছেলে আন্‌লে তবে বিবাহ হইবে। এ দেশে তেমন ছেলে পেলে দোবার কোন হানি ছিল না ; কিন্তু তেমন যে পাওয়া যায় না।"

আমার বোধ হয় যে আমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করিবার জন্য গিন্নী আরও কতকগুলি মোলাম কথা খরচ করিতেন, কিন্তু তাহা হইল না ; কারণ আমরা যাহার বিবাহের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা করিতেছিলাম, সেই সশরীরে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল! কাজেই গিন্নীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গিন্নীর কন্যার বয়স প্রায় ১১ বৎসর ; নাম কমলকুমারী। সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে হীরক যেরূপ সমুজ্জ্বল হয়, সেই-রূপ ভাবী যৌবনের ঈষৎ ছায়ায় কমলকুমারীর রূপের প্রভা যেন সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ; অথচ বালিকাসুলভ চাপল্য এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরো-হিত হয় নাই। বসন্তের আগমনের অনতিপূর্ব্বে যেমন মলয় মারুত প্রবাহিত হইয়া তাহার শুভাগমন জগতে বিজ্ঞাপিত করে, তেমনি কমল-কুমারীর যৌবনোদ্গমের প্রারম্ভেই যুবতীর নিত্যসহচরী লজ্জা আসিয়া তাহার সুকুমার দেহযষ্টি আক্রমণ করিয়াছে। কারণ পূর্ব্বে কমলকুমারী আমার নিকট আসিয়া বসিত, আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, আমার মুখে কত উপকথা শুনিত, কিন্তু এখন সে ভাব অনেকটা অপনীত হইয়াছে। এখন আর কমলকুমারী সেরূপ অকুণ্ঠিতভাবে আমার নিকট আসে না ; কোন বিশেষ প্রয়োজন হইলে নম্রমুখী হইয়া কথা কহে ; আমার চক্ষের সহিত তাহার চক্ষু মিলিত হইলে করস্পর্শে লজ্জাবতী লতার ন্যায় নমিত হইয়া পড়ে। স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় সুমধুর কুটিলতাবিহীন সেই উচ্চ-হাস্য

এখন পক্ক বিম্বসম অধরের কোলে লুক্কায়িত হইয়াছে; নৃত্যশীল খঞ্জনের ন্যায় সচঞ্চল গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর হইয়াছে; স্বরও ক্রমে গম্ভীর হইয়া আসিতেছে; ফলতঃ স্বভাবের অকাট্য নিয়মানুসারে কমলকুমারীর দেহের ও মনের সম্যক্ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

বাস্তবিক পূর্ণযৌবনের সুষমা অপেক্ষা এরূপ স্ফুটিতোন্মুখ যৌবনের সৌন্দর্য্য সমধিক মনোরম ও নয়নের প্রীতিপ্রদ। ইহাতে যৌবনসুলভ গর্ব্বের নাম গন্ধ নাই; কিন্তু সরলতার প্রাচুর্য্য আছে। যৌবনের সেই লালসা-পরিপূর্ণ কটাক্ষে প্রাণের মধ্যে তুষের আগুন প্রজ্বলিত করে; কিন্তু কুটি-লতাবিহীন, অচঞ্চল এই স্নিগ্ধ কটাক্ষে হৃদয় শীতল হয় ও মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। পূর্ণ যুবতীর সৌন্দর্য্য অনেকটা কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ; হৃদয় গাঢ় কপটতার আবরণে আবৃত; কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য্য স্বভাব প্রদত্ত চারুসাজে সজ্জিত; অন্তর গগনভ্রষ্ট নীহারের ন্যায় বিমল ও শিশুর সুমধুর হাস্যের সম পবিত্র। যুবতীর অন্তর-অর্ণব ভীম আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গে রাত্রিদিন উদ্বেলিত; কিন্তু ইহাদের হৃদয় বাত্যাবিহীন প্রশান্ত সাগরের ন্যায় স্থির, মন সংসারের সারবস্তু সন্তোষের নিত্য নিকেতন। সংসারের কোন প্রকার কালীমা এখনও কমলকুমারীর অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, জগতের কোন প্রকার চাতুরী এখনও শিক্ষা করে নাই; সুতরাং তাহার চরিত্র শুভ্র বসনের ন্যায় বিমল,—অনাঘ্রাত কুসুমের সম পবিত্র ও যজ্ঞীয় হবির তুল্য বিশুদ্ধ।

কমলকুমারী একটু দীর্ঘাঙ্গী; কিন্তু তাহাতেই তাহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। নবীন নীরদনিভ ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ-কলাপ নিতম্ব চুম্বিত; সুবর্ণ বিশুদ্ধ, সুবর্ণ অপেক্ষা সমুজ্জ্বল; কামের কোদণ্ডসম ভ্রূযুগল পরস্পর সংযুক্ত; কুরঙ্গনিন্দিত আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নযুগল যেন লাবণ্যসাগরের বিকসিত পদ্ম; রতিকান্তের কেতনস্বরূপ সুগঠন নাসিকাটি সমুন্নত; অধরদ্বয় পক্ক বিম্বসম আরক্তিম; ফলতঃ শারদীয় শশিতুল্য সেই নিরমল বদনমণ্ডল বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের যে পরাকাষ্ঠা, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কণ্টকপরিশূন্য মৃণালের ন্যায় সুললিত বাহুযুগল তাহার সুন্দর দেহের অনুরূপ; অঙ্গুলীগুলি চম্পকদাম সদৃশ, কটি ক্ষীণ, নিতম্বদেশ বর্দ্ধিতোন্মুখ, কদম্বকোরক সম বক্ষঃস্থল ঈষৎ উন্নত; যেন অভ্রভেদী পর্ব্বত উৎপন্ন হইবার

প্রথম স্তর। কমলকুমারীর অনন্য সাধারণ স্বর্গীয় লাবণ্য নিবিষ্টমনে নিরীক্ষণ ক'ল্লে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বিধাতা জগতের যাবতীয় রম্য বস্তুর সারভাগ সংগ্রহ করিয়া এই রমণীরত্ন সৃজন করিয়াছেন।

পঙ্কিল হ্রদে কণককপদ্মের ন্যায়, সাপের মাথায় মাণিকের মতন, কুটিলতা বিহীনা সরলা কমলকুমারী নিতান্ত কুটিল, চোর, স্বার্থপর হরকিশোর বাবুর বাটীতে বাস করিতেছে। তাহার অলোকসামান্য নিরুপমা রূপের আলোকে বাবুর বাটী আলোকিত; স্বর্গীয় সঙ্গীতসন্নিভ, পিকের ঝঙ্কার সম সুমধুর কণ্ঠস্বরে রাত্রিদিন শব্দায়মান।

কমলকুমারী গিন্নীর নিকট উপস্থিত হইলে গিন্নীর মুখের ভাব অনেকটা পরিবর্ত্তন হইল; আমার সহিত যা কথা হইতেছিল, তাহা সহসা বন্ধ হইয়া গেল; তিনি মেয়েকে নিকটে বসাইয়া মিষ্ট কথায় আদর করিতে লাগিলেন। কমলকুমারী আমাকে দেখিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিল, প্রভাতের তপনসম তাহার বদনমণ্ডল ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল; আমি সতৃষ্ণনয়নে সেই অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম, এবং দেখিতে দেখিতে ক্রমে মুগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইলাম; কিন্তু অধিকক্ষণ সেরূপ ভাবে দেখিতে সাহস হইল না! কাজেই অনতিবিলম্বে আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। পাছে চতুরা গিন্নী কোন রকম সন্দেহ করেন, সেই আশঙ্কায় আমি তখনই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## একখানি পত্র।

ক্রমে বৃহস্পতি শুক্র দুই দিন কেটে গেল; (এই দুই দিনের মধ্যে বিস্তীর্ণ জগতের কত স্থানে যে কত অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, কত লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজ্যের, কত উন্নত গ্রামের যে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কত সুখের সংসার যে সহসা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সময় প্রতি মুহূর্ত্তে সুখমত্ত মানবের আয়ু-ধন নিঃশব্দে হরণ করিয়া অপার কালসাগরে মিশিতেছে; যে চতুর, ভাগ্য যার প্রতি একান্ত অনুকূল, ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য-

জন্মকে সার্থক করা যার উদ্দেশ্য, সেই আপাতমধুর পরিণাম-বিরস জগতের প্রলোভন হইতে পৃথক্ হইয়া এই নিয়ত-গতিশীল সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারায় জীবনকে নিত্য সুখভোগের অধিকারী করে; আর যে অলসের অনুগত, বিলাসপরায়ণ ও ঘোর মূর্খ, সেই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর অনিত্য সুখে মত্ত হ'য়ে সুধাময় নিত্যসুখে বঞ্চিত হয়, বহুমূল্য হীরকের সহিত একখণ্ড লোষ্ট্রের বিনিময় করে, শুকের উপযুক্ত সুবর্ণ পিঞ্জরে বায়সকে আবদ্ধ রাখে; সুতরাং পরিণামে সুদারুণ অনুতাপানলে যে সেই সব হতভাগ্যের মর্ম্মস্থল নিয়ত দগ্ধ হয়, তাহা নিশ্চয়।

এক দিকের হিসাবে আমার ক্ষুদ্র জীবনের দুই দিন কাটিয়া গেল ও অন্যদিকের হিসাবে আমি দুই দিনের বড় হইলাম; অর্থাৎ আমার বয়স যাহা ছিল, তাহার দুই দিন বাড়িল। এই দুই দিন আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে যাপন করিলাম। আমার মনে যে কি একটা খট্‌কা হইয়াছে, কোন বিষয় রাত্রি দিন যে আমি ভাবি, চতুরা গিন্নী আমার মুখের বিষণ্ণভাব দেখিয়া অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং যাহাতে আমার চিত্তাকাশ পূর্ব্বেকার ন্যায় বিমল হয়, তাহার জন্য গিন্নী অশেষ প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হুকুমক্রমে সকালে মৌলবী সাহেব আমাকে পড়াতে আসেন, দুবেলা আমার আহারের সময় স্বয়ং গিন্নী উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরের উপর খপরদারী করেন, খুব মিষ্টভাষায় কথা কন। ফলতঃ পূর্ব্বেকার অপেক্ষা সকল বিষয়েই আমার আদর ও যত্ন বাড়িয়া উঠিল।

আগরওয়ালা বেণের ছেলে মুর্শিদাবাদে পাওয়া যায় না বলে যে তাহার মেয়ের বিবাহ হয় না, একথা আমাকে বোঝাবার জন্য গিন্নী অনেকগুলি কথা খরচ করিয়াছিলেন; আমি ঘাড় হেঁট করিয়া সকল কথা শুনিতাম বটে, কিন্তু কোন কথাই আমার বিশ্বাস হইত না। আমার প্রতি গিন্নীর এত আদর এত যত্ন সমুদয় যে কপটতা মিশ্রিত, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম; সুতরাং সেরূপ স্বার্থমূলক মৌখিকস্নেহে যে আমার মনপ্রাণ শীতল হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য।

যদিও আজ কাল আমার চিত্তসাগর প্রশান্ত নহে, রাত্রদিন তরঙ্গ উঠিতেছে, কিন্তু তথাপি সেই বাটীতে নিতান্ত মনকষ্টে আমাকে দিনপাত করিতে হইত না। সুবিস্তীর্ণ মরুভূমে ওয়েসীসের ন্যায় হরকিশোর বাবুর পাপসংসারে

আমার মন প্রাণ মুগ্ধকর এক বস্তু ছিল; অন্ধকারময় রাত্রে পথভ্রষ্ট পথিক ক্ষণপ্রভার ক্ষণপ্রভায় যেমন পথ প্রাপ্ত হয়, নির্ব্বাত স্থানে মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চারিত হইলে যেমন সকলের মন প্রাণ সুশীতল হইয়া থাকে, তেমনি আমার নিতান্ত মনকষ্টের সময় অকলঙ্ক শশীসম কমলকুমারীর বদনকমল নিরীক্ষণ করিলে আমার সকল প্রকার চিন্তা অপনীত হইত, মনে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইত; আমি সে সময় সমগ্র জগৎকে বিস্মৃত হইতাম। জাগতিক সকল প্রকার চিন্তা আমার অন্তর হইতে অন্তর হইয়া যাইত। আমার বোধ হইত যে আমি পাপতাপময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া অমরাবতীতে ভ্রমণ করিতেছি।

কমলকুমারীকে দেখিলে কেন যে আমার অন্তরের ঈদৃশ ভাবান্তর উপস্থিত হইত, তাহা তখন আমি বুঝিতে পারিতাম না। সে সময় আমি উৎকট বাসনার বশীভূত হই নাই, দারুণ লোভের অনলও আমার হৃদয়ে প্রজ্জলিত হয় নাই; কিন্তু তথাপি কমলকুমারীকে না দেখিলে কিছুতেই মনে শান্তিলাভ করিতে পারিতাম না।

আজ কাল কমলকুমারী আমার নিকটে আসিলে পূর্ব্বেকার ন্যায় নয়ন ভরিয়া তাহাকে দেখিতে সাহস হইত না! নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে তস্করের ন্যায় ভয়ে ভয়ে দেখিতে হইত; কিন্তু কিছুতেই দেখিবার পিপাসা মিটিত না। নয়ন হইতে অন্তরাল হইলে আমার মানসপটে সেই মনমোহিনীর মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। আমার যাহা মনের ভাব, তাহা আমি অকপটে ব্যক্ত করিলাম; কিন্তু নিতান্ত লজ্জাশীলা সরলা কমলকুমারীর মনের ভাব একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর ব্যতীত আর সকলের পক্ষে অপরিজ্ঞাত।

শনিবার প্রাতঃকালে নিয়মমত আমি বারাণ্ডায় বসিয়া আমার পার্সী পুস্তক পড়িতেছি; তখন বেলা প্রায় নয়টা। মৌলবী সাহেব আমাকে পাঠ দিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, আমি মনে মনে সেই নূতন পাঠ মুখস্ত করিতেছি; এমন সময় বাবু অন্দরমহল হইতে বাহিরে আসিলেন। বাবু আমার নিকট দাঁড়াইয়া খুব স্নেহস্বরে আমাকে কহিলেন, "বাবা হরিদাস! একটা কাজ করতো বাবা!" আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" বাবু আমার মুখের দিকে একবার কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে কহিলেন, "এমন কিছু নয়, আমি একখানা পত্র লিখে দিচ্ছি, তুমি সেইখানা

বক্সীকে দিয়ে আস্‌বে।” আমি সেইরূপে বিনয় সনম্রস্বরে কহিলাম, “আমি তো বক্সীর বাড়ী জানিনি, সুতরাং কি ক'রে আপনার পত্র তাঁকে দিয়ে আসবো?” বাবু এক গাল হেসে আদর ক'রে আমার পিঠে আস্তে একটা চড় মেরে ব'ল্লেন, “আরে হাবাছেলে! তার জন্য চিন্তা কি? লোকে জিজ্ঞাসা ক'রে দিল্লি লাহোর যাচ্ছে, আর তুমি এই সামান্য কাজটা পার্ব্বে না? আমি তোমাকে ঠিকানা ব'লে দিচ্চি, তুমি একেবারে তার সদর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হবে, কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। বিশেষ বক্সীজি সবচিন্ লোক; তাকে চেনেনা, এমন লোক এই মুর্শিদাবাদে নাই। সহরের যাবতীয় সৌখীন বড় লোকের ছেলে রাত্রিদিন তার বাটীতে আসে। তুমি যাকে ব'ল্‌বে, সেই তোমাকে পথ দেখিয়ে দিবে। তুমি আহারাদির পর ঠিক দুপুর বেলা যাবে, তা হ'লেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।”

কর্ত্তা এইরূপে বক্সীজির গুণানুকীর্ত্তন ক'ত্তে ক'ত্তে তাঁহার বাটীর ঠিকানা আমাকে বলিলেন; আমি সব কথাগুলি মনোযোগের সহিত শুনিলাম। কর্ত্তা আমাকে বসিতে বলিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে একখানা পত্র হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে সেই পত্রখানা দিয়া কহিলেন, “তোমার কোঁচার কাপড়ের খুঁটে এই পত্রখানা বেঁধে লও, বক্সীজির হাতে গিয়ে দেবে; কিন্তু খপরদার যেন আর কারো হাতে পড়ে না; যদি বক্সীর দেখা না পাও, তাহ'লে পত্র শুদ্ধ ফিরে আসবে; খুব সাবধানে পত্রখানা বেঁধে নাও।” যদি দেখ বক্সীর কাছে অন্য কোন লোক আছে, তাহ'লে তার সাম্‌নে চিঠি দিও না; বক্সীকে একটু অন্তরে ডেকে, তবে দেবে; আর তোমার বিশেষ কিছু ক'র্ত্তে হবে না। বক্সী নিজেই সব দিক্ বজায় রেখে কাজ ক'র্ব্বে; তুমি মোদ্দা বাবা! তার হাত ছাড়া আর কাহারও হাতে পত্র দিও না। খুব খবরদার!” বাবু খুব গম্ভীরভাবে এই কথাগুলি ব'লে পত্রখানি আমার হাতে দিলেন; আমি তাঁরই সাম্‌নে খুব শক্ত ক'রে কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া রাখিলাম।

আমাকে পত্র দিয়ে বাবু কাপড় চোপড় প'রে কোথায় বেরিয়ে গেলেন; আমিও বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আহারাদির পর বেলা আন্দাজ ১১টার সময় বাবুর আজ্ঞা পালনার্থ আমি

বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। ক্রমে সেই পুতিগন্ধময় অপরিষ্কৃত গলি পার হইয়া সদর রাস্তায় পড়িলাম ও বাবুর আদেশমত পূর্ব্বদিকে চলিলাম।

খানিক দূর যাইতে না যাইতেই বালসুলভ কৌতূহলে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, কর্ত্তা যখন এই পত্রখানি বক্সী ছাড়া আর কাহারও হাতে যাতে না পড়ে, তার জন্য পুনঃ পুনঃ আমাকে এত সাবধান ক'রে দিলেন, তখন অবশ্য কোন বিশেষ গোপনীয় কথা লেখা আছে। তা না থাক্‌লে বাবু কখনই আমাকে এত সাবধান ক'রে দিতেন না। পূর্ব্বেকার ন্যায় বাবুর উপর আমার ততদূর বিশ্বাস নাই, সেই রাত্রে কর্ত্তা গিন্নীর কথা শুনে প্রাণে বিষম খট্‌কা ও ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছে; বাবু যে ছদ্মবেশী ও নিতান্ত অর্থলোলুপ তা আমি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। সুতরাং এ হেন কর্ত্তা বক্‌সিজীর মতন লোককে কি গোপনীয় কথা লিখেছেন, জান্‌বার জন্য নিতান্ত কৌতূহল হইল; সুতরাং কৌশল করিয়া কর্ত্তার পত্রখানি পড়িবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে পথিপার্শ্বে কাজি জেহান কাদের নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাটীসংলগ্ন উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলাম ও বৃহৎ পুষ্করিণীর চাঁদ্‌নীতে বসিয়া পত্রখানি উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, পত্রখানি একখানি খামে মোড়া ও আঠার দ্বারায় উত্তমরূপে জোড়া আছে।

যদিও এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, একের পত্র অন্যে পাঠ করা নিতান্ত অন্যায় ও অভদ্রতাসূচক, কিন্তু সে সময় আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তা বক্‌সীকে কি লিখিয়াছেন, পড়িবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইলাম, এবং পত্রের যে যে স্থান জোড়া, তথায় জল দিয়া উত্তমরূপে ভিজাইলাম এবং একটা সরু কাঁটা দিয়া খুব আস্তে আস্তে সাবধানে এক দিক্ খুলিয়া পত্রখানি বাহির করিয়া লইলাম। তাহাতে এই লেখা ছিল।

"শত শত নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন মিদং।

পরে শ্রীশ্রী৺ স্থানে ভাইজীর অত্র মঙ্গলপ্রার্থনা করিতেছি জানিবেক; পরে ভাইজীর কহতমত যে কাজ কতে করিব ভাবিয়াছিলাম, তাহা না হওয়ায় ভাইজীকে সংবাদ লিখিতে হইতেছে।

আমার বিশ্বাসী যে দু জন লায়েক লোক ছিল, তাদের কাহাকেও আজি

পাওয়া যাইবেক না; কারণ একটা খুচরা কাজ বেগতিক হওয়ায় এক জন গা ভাসান দিয়াছে ও আর এক জন পিঁজ্‌রায় আটক পড়িয়াছে। এ হেতুক ভাইজীউকে লেখা যায় যে, দুই জন হুঁসিয়ার ও সব কাজে ওকিহাল লোক ঠিক করিয়া রাখিবে ও ওক্ত বুঝিলে এ মোকামে সঙ্গে করিয়া আনিবে।

বলরাম ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানাইয়া ও আসিবার কালীন তেনার নিকট হইতে এক সুট আমিরী পোষাক আনিবা—ইতি।"

শ্রীহরকিশোর আগরওয়ালা।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সেইরূপে খামের মধ্যে পূরিয়া আবার বন্ধ করিলাম; এই পত্রে ত বিশেষ কোন কথা নাই! তবে কি জন্য যে কর্ত্তা যাহাতে পরের হাতে পত্র না পড়ে, তার জন্ত যে এত সাবধান ক'রেন, এর কারণ কিছুমাত্র ঠিক করিতে পারিলাম না। আমি পত্রখানি সমস্তই পড়িলাম বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, এক জন লোক গা ভাসান দিয়াছে ও এক জন লোক পিঁজরায় আটক আছে। এ কথার মানে কি? মানুষ ত আর জানোয়ার নয় যে, পিঁজ্‌রায় থাক্‌বে! তবে কর্ত্তা এমন কথা কেন লিখিলেন? তার পর আমিরী পোষাক চেয়ে আন্‌তে লিখেচেন; কেন! আমিরী পোষাকে তাঁর কি প্রয়োজন?

যদিও আমি পত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহাতে যে কোন ভয়ানক গোপনীয় কথা লেখা আছে, তাহা আমার বোধ হইল না; কাজেই অনেকটা প্রফুল্লিতচিত্তে বক্‌সীর বাসা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

বাবু আমাকে কহিয়াছিলেন যে, বাজারের পূর্ব্ব দিকের গলি দিয়া বরাবর গিয়া গঙ্গার ধারে প'ড়্‌বে; তার পর গঙ্গার ধার দিয়ে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশটাক গেলে খুব বড় আম বাগান দেখ্‌বে, সেই বাগানের মধ্যে বলরাম ঠাকুরের আথ্‌ড়ায় গেলে বক্‌সীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

আমিও বাবুর নিদেশক্রমে সেই গলি রাস্তা দিয়া গঙ্গার ধারে পড়িলাম এবং তথা হইতে বলরাম ঠাকুরের আথ্‌ড়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমে সেই বৃহৎ আম বাগান দেখিতে পাইলাম।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### বলরাম ঠাকুরের আখড়া।

কর্ত্তা আমাকে কহিয়াছিলেন যে, গঙ্গার ধার হইতে আধ ক্রোশ যাইলে বক্সীর বাসা প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু আমার বোধ হইল যে, প্রায় দুই ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া তবে সেই আম বাগান দেখিতে পাইলাম। প্রকৃত পক্ষে আমি সেই রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমি যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় জনমানবের বসতি নাই; সম্মুখে এক বৃহৎ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে! সেই প্রান্তর পার হইয়া আম বাগানে প্রবেশ করিতে হয়। সেই প্রান্তরে শত শত মুসলমানদের সমাধি-মন্দির বিরাজ করিতেছে; এ ছাড়া সহরের সমস্ত মৃত অশ্ব, গাভী মহিষ প্রভৃতি সেই মাঠে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

দিনের বেলায় সেই মাঠ পার হইবার সময়ে ভয়ে আমার বুক গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। চারি দিক্ ধূ ধূ করিতেছে; জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ; কেবল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল শকুনি প্রভৃতি মাংসাসী পক্ষীর পক্ষতাড়নজনিত শব্দ শ্রুত হইতেছে ও কচিৎ কোন বৃক্ষকোটরে পিপাসিত চাতক ফটিকজল ব'লে জলদের নিকট জল প্রার্থনা করিতেছে; ইহা ব্যতীত আর সমস্তই স্থির! প্রকৃতি দেবী যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন; গাভীকুল আহারে বীতস্পৃহ ও তরুচ্ছায়ায় রোমন্থনে ব্যস্ত।

আমি সাহসে ভর করিয়া সেই মাঠ পার হইয়া আম বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। খানিক দূর গিয়া দেখি যে, প্রকৃতি দেবীর স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় এক বৃহৎ পুষ্করিণী জলজ কুসুমে শোভিত হইয়া সালঙ্কারা কামিনীর মত পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সেই পুষ্করিণীর তটে একখানি উলুর আটচালা শোভা পাইতেছে; আমি ক্রমে সেই আটচালার নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম যে, তাহার রকের উপর মৃগছাল পাতিয়া গৈরিক বসন পরিহিত এক জন দীর্ঘকায় পুরুষ বসিয়া আছে।

বাস্তবিক লোকটা লম্বে প্রায় পাঁচ হাতের উপর; কিন্তু প্রস্থে আধ

হাতের অধিক হইবে না। বয়স প্রায় ষাট বৎসরের উপর; হাত দুখানি আরণ্যক নরের অনুরূপ; মাথায় জটার নাম মাত্র নাই, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পাকা চুলের বাব্‌রীর আদর্শ রহিয়াছে। লোকটার মুখ একটু লম্বা, নাকটি বাঁশীর মতন সরল, চোখ ছোট ও তারা দুটি কটা, মুখে গোঁপ দাড়ির চিহ্ন নাই; বোধ হয় সন্ন্যাসী ঠাকুর সপ্তাহে দুই বার পরামাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের বুক, কাঁদ খুব ঘন পাকা চুলে আচ্ছাদিত; গলায় ছোট বড় প্রভৃতি রুদ্রাক্ষের মালা লম্বিত; কপালে রক্তচন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা; কাণে তূলা সুদ্ধ এক ফোয়া আতর। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সামনে পঞ্চপাত্র, পিছনে একটি ছোট তাকিয়া ও বাম পার্শ্বে উত্তম ছিটের ঘেরাটোপে ঘেরা একটা হাতবাক্স রহিয়াছে। তিনি তাঁহার ঈষৎ আরক্তিম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন।

আমি সেই আটচালার নিকটস্থ হইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, বাবুর নিদেশমত বলরাম ঠাকুরের আখ্‌ড়ায় উপস্থিত হইয়াছি; আমি দেখিলাম যে, আটচালার সাম্‌নে প্রায় পাঁচ ছয় কাঠা জমীতে নানাপ্রকার ফুলের গাছ শোভা পাইতেছে; উঠানের ঠিক মধ্যস্থলে প্রস্তর দিয়া বাঁধানো এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ বাহুরূপ শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ করিয়া আছে এবং নানাপ্রকার সুকণ্ঠ পক্ষীকুল তাহাতে আশ্রয় লইয়াছে; স্বর্গীয় সঙ্গীতের স্থায় মনোমুগ্ধকর তাহাদের কূজন পথিকের কর্ণে অমৃত বরিষণ করিতেছে। ফলতঃ কোলাহল-পরিশূন্য সেই মনোহর স্থানে ভাবুকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবার অনেক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

আমি নিবিষ্টমনে সেই স্থানের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর একবার সম্পূর্ণরূপে চাহিলেন এবং আমাকে দেখিতে পাইয়া অভদ্র লোকের স্থায় নিতান্ত রুক্ষস্বরে কহিলেন, "তুই বেটা কেরে?"

আমি যদিও সুসভ্য সন্ন্যাসী ঠাকুরের সুমিষ্ট কথায় নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়াছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা বা সাহস হইল না; কাজেই আমি বিনীতভাবে কহিলাম, "হরকিশোর বাবু বক্‌সিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

জোঁকের মুখে নুনের স্থায় আমার উত্তরে সন্ন্যাসীজি খুব নরম হ'য়ে

পড়লেন; তিনি আপনাআপনি হরকিশোর বাবুর গুণগান করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সব কথাগুলি আমি বুঝিতে পারিলাম না; কারণ অর্দ্ধেক কথা তাঁহার কণ্ঠমধ্যে রহিয়া গেল। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম যে, কোন তেজস্কর পদার্থ তাঁহার উদরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

স্রোতের ন্যায় বাবুর সুখ্যাতি সন্ন্যাসীর মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে; তাহার আর বিরাম নাই। যেন দেবী সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছেন! কিন্তু সেরূপ অসার প্রলাপ শুনিতে আমার ইচ্ছা হইল না; কাজেই আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "মহাশয়! কোথায় গেলে বক্‌সিজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে?"

দুই তিন বার খুব উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিবার পর তবে তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি আমার দিকে চাহিয়া সেইরূপ জড়িত স্বরে বলিলেন, "বক্‌সীর কাছে যাবে? আচ্ছা বাপধন! ঐ পুকুরের ওপারে যে ঘর আছে দেখ্‌তে পাচ্চো, ঐখানে যাও; তা হ'লেই দেখা হবে। কিন্তু বাবা! যাবার সময় আমার কাছ দিয়ে যেয়ো, একেবারে তাজা ক'রে ছেড়ে দেবো; আটদেঁড়ে ভাউলের মতন সাঁ সাঁ ক'রে ঘরের ধন ঘরে চ'লে যাবে।" আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথার শেষভাগগুলি মনোযোগের সহিত শুনিলাম না; আমার কথার উত্তর পাইয়াই আমি বক্‌সির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে স্থান হইতে যাত্রা করিলাম। বিশেষ সন্ন্যাসী ঠাকুরের গতিক ও তাঁহার শ্রীমুখের মিষ্ট কথা শুনিয়া তাঁহার উপর আমার আদৌ ভক্তি হইল না।

আমি সন্ন্যাসীর নিদেশমত পুকুরের ধার দিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, একখানি সামান্য উলুর ঘরের সম্মুখে একটা আমগাছের তলায় খাটিয়া পাতিয়া বক্‌সিজী শুইয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই উলঙ্গ, কেবল সামান্য একটু কৌপীনে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই বক্‌সিজীকে এক জন ভদ্রলোক বলিয়া জানিতাম; তিনিও হাজার দু-হাজারের কম কথা কহিতেন না! নিজেকে খুব বড় মানুষের ছেলে বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিন্তু আজ তাঁকে এরূপ সামান্য কুঁড়ে ঘরে, এত সামান্য অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম! আমার বেশ বোধ হইল যে, বক্‌সিজীর সেই সাদা নিলুণ মেরজাই ও পাগ্‌ড়ীটি ঝুল লাগিবার ভয়ে কলসী বা হাঁড়ির

ভিতর রাখেন ; তার পর বেরোবার সময় সেই গুলি পরিয়া, এক খিলি পান খাইয়া, কাণে একটু আতর গুঁজিয়া, বে-মানুষ ভদ্রলোক সাজেন।

আমার পায়ের শব্দ পাইয়া বক্সীজি সেই খাটিয়ার উপর হইতে ঘাড় উঁচু করিয়া সেই ছোট চোকটা বন্ধ করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আমি তাঁহার দৃষ্টিপথের পথিক হইলে বিস্ময়ের পূর্ণ লক্ষণ সকল সেই ভীষণ মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইল! ক্রমে আমি তাঁহার নিকটস্থ হইলে সেই খাটিয়া হইতে উঠিয়া সহাস্যে আমাকে কহিলেন, "আরে এসো হে ছোক্‌রা! ঠিক চিনে তো এসেচো? তোমার খুব সাহস আছে বাঃ! তুমি বড় কাজের ছোক্‌রা হ'তে পার; ভাল কোরে কাজ শেখ, তবে আখেরে ভাল হবে। নিশ্চয় হরকিশোর ভায়া তোমার কোন গুণ বুঝেছিল, সেই জন্য বিশ্বাস করে একটা কাজে পাঠিয়েছে। যাইহোক্ এখন খপর কি বল দেখি?

আমি সেই খাটিয়ার উপর বসিয়া মুখে কোন কথা না কহিয়া কর্ত্তার পত্র-খানি বক্সীর হাতে দিলাম; তিনি পত্রখানি না খুলে তার চারি দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন এবং হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া সেই দেড়টা চোক লাল করিয়া নিতান্ত কর্কশস্বরে কহিলেন, "পাজি, নেমোখারাম জেটা ছেলে! কারে চিঠি পড়্‌তে দিয়েছিলি, সত্য করে বল্!" বক্সীর কথায় ভয়ে আমার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; ভয়ে বুক কাঁপিতে লাগিল! আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমি যে পত্র খুলিয়াছিলাম, তাহা চতুর বক্সী জানিতে পারিয়াছে। বিশেষ যদিও আমি খুব সাবধানে পত্র খুলিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি তিন চার স্থানে অল্প অল্প ছিঁড়িয়া গিয়াছে ও অনেকটা অপরিষ্কার হইয়াছে; কাজেই বক্সী যে জানিতে পারিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় বক্সীজি খুব সপ্তমে উঠে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "তুই যে রকম ভয়ানক নেমো-খারামি করেছিস্, এ রকম কাজে জান যায়; কাঁচা মাথাটি দিতে হবে! ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও তোকে বাঁচাতে পারবে না! হরকিশোর ভায়া শুনলে কখনই মাপ ক'রবে না! এ রকম বেয়াদবী যদি রেয়াত করা যায়, তা হ'লে ব্যাবসা বাণিজ্য সব খারাপ হয়ে যাবে।"

আমার সে সময় যদিও প্রাণে খুব ভয় হ'য়েছিল, কিন্তু আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, যার জন্য আমার প্রাণদণ্ড হইতে পারে? বিশেষ কর্ত্তার

সেই পত্র পড়িবার দরুণ বক্সীর যে কি ব্যবসা বাণিজ্য মাটী হইয়া গেল, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বাস্তবিক বক্সীর সেই তিরস্কারে আমি নিতান্ত ভীত হইলাম; সামান্য কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য যে ভয়ানক গর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু তখন অন্তরে অনুতাপের সেবা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। আমার বিশেষ ভয় হইল যে, পাছে হরকিশোর বাবু এই কথা শোনেন; কেন না, তিনি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া বাটী হইতে আমায় বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহা হইলে ত কমলকুমারীকে আর দেখিতে পাইব না? সুতরাং আমার জীবন ধারণ করা দুষ্কর হইবে। আমার সে সময় নিজের প্রাণের ভয় কিছুমাত্র হইল না, কেবল কমলকুমারীর চিন্তা প্রবল হইয়া আমার অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল; আমি বক্সীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হাতযোড় করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলাম, "দোহাই বক্সী মশাই! আমি দিব্য করে ব'লচি, এই পত্র আমি কাহারো হাতে দিই নি। আমার কেমন কুবুদ্ধি হইল, আমি নিজে এই পত্রখানা খুলিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। আমাকে এইবার ক্ষমা করুন, আমি এমন অন্যায় কর্ম্ম আর কখন করিব না। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি ও সব কথা বাবুকে বলিবেন না।"

আমার কাতরোক্তিতে বক্সী হেসে বল্লেন, "আচ্ছা, আমি এ যাত্রা তোকে বাঁচাবো; কিন্তু শপথ ক'রে বল্ যে, আমি তোকে যে কথা শিখিয়ে দেবো, তুই ঠিক সেই রকম কাজ ক'র্‌বি, কাহারো কাছে কোন কথা প্রকাশ ক'র্‌বি নি? আর তুই যদি আমার কথা শুনে সেই রকম কাজ ক'রিস্, তা হ'লে তুই তিন দিনের মধ্যে বড় মানুষ হ'য়ে যাবি। আমরা পরের গোলামী করি না, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খাই; আমার কথা শুন্‌লে তোর চিরকালের মত দুঃখ দূরে যাবে। কিন্তু কোন দিন যদি কোন কথা কাহারো কাছে ফাঁস করিস, কিম্বা কোন কাজে গাফিলি হয়, তা হ'লে তখনি আমি এই সব কথা হরকিশোর ভায়াকে ব'লে দেবো। কেমন আমি যা বল্লেম, তাতে রাজি আছিস্ তো?"

আমি এখন বক্সীর খুব কায়দায় পড়িয়াছি; যে কোন প্রকারে হোক, তাকে প্রসন্ন করে, তার মুখ বন্ধ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য; কাজেই

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত আহ্লাদ সহকারে বলিলাম, "যে আজ্ঞে, আপনি যদি কর্ত্তাকে এ সব কথা না বলেন, তা হ'লে আপনি আমাকে যা ব'ল্‌বেন, আমি তাই ক'র্‌বো; চিরকাল আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় হ'য়ে থাক্‌বো; আপনি আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করুন।"

বক্‌সীজি তাঁহার সেই বিরাট গোঁফে তা দিয়ে খুব গম্ভীরভাবে মুরুব্বিয়ানা ধরণে কহিলেন, "তোর কিছু ভয় নেই, তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে মজা মারগে যা; কিন্তু বাবা, যদি বেঁকে দাঁড়াও, তা হলে আমিও ভরাডুবি ক'র্‌বো; খুব সাবধান!" আমি সেইরূপ বিনীতভাবে কহিলাম, "আমাকে আপনি সন্দেহ করিবেন না; মিথ্যা কথা বলা আমার আদৌ অভ্যাস নাই। আমি মহাশয়ের কাছে যা স্বীকার কল্লুম, চিরকাল তদনুরূপ কার্য্য করিব; কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না।"

তখন আমি বক্‌সির খুব কায়দায় পড়িয়াছি; কাজেই তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অকপটে ঐ কথাগুলি বলিলাম এবং বক্‌সির মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যে, আমার কথাগুলি নিস্ফল হয় নাই।

প্রকৃত পক্ষে আমার বিনয়গর্ভ বচনে বক্‌সির দারুণ ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল। তিনি প্রসন্নমুখে সেই খাটিয়ার উপর আমার পাশে বসিয়া কহিলেন, "তোমার মতন একজন চালাক ছেলে যদি আমার পাল্লায় থাকে, তা হ'লে আমি টাকা লুট্‌তে পারি; কোন বেটার আর এস্তাজারি ক'ত্তে হয় না; চাই কি নিজে একটা আখ্‌ড়া চালাতে পারি। এখানে আস্‌বার সময় ঐ যে বড় আট্‌চালা দেখে এলে, ঐ হচ্চে বলরাম ঠাকুরের আখড়া। মুরশিদাবাদের মধ্যে এতো বড় আখ্‌ড়া আর নাই; হরকিশোর বাবু নিজে ঐ আখড়ার লোক; এক এক দিন ঐখানে টাকার বৃষ্টি হয়।

বক্‌সীর সব কথা আমি তলিয়ে বুঝ্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা কল্লেম, "আপনি যে বল্লেন, ঐ আট্‌চালা বলরাম ঠাকুরের আখড়া, তা ও কিসের আখড়া?" আমার কথা শুনে বক্‌সীজী মুলার ন্যায় লম্বা কোদালের সম প্রশস্ত সমস্ত দাঁত গুলি বার করে, ছোট চোখটা পুরু ও বড় চোখটা আধখানা বুজিয়ে ব'ল্লেন, "আরো দিন কতক যাওয়া আসা কর, তা হ'লে ও যে কিসের আখড়া, তা জান্‌তে পার্‌বে। বিশেষ তোমার প্রাণে আর আমার প্রাণে যখন বাঁধাবাঁধি হয়েছে, তখন আমি সব কথা বুঝিয়ে দেবো; তবে এখন এই মাত্র জেনে

রেখো যে, ও নেহাৎ কুস্তি বা যাত্রার আখড়া নয়! বড় আয়েসের জায়গা। তবে কথা কি জান, জোঁকের গায়ে জোঁক না ব'সলে আর মজা নেই; সেই জন্য তোমাকে আমার দলে রাখলুম, দু জনে হাজার মজা মারবো। যা'ক্ সে সব কথা পরে হবে; এখন দেখচি তোমার মুখ শুকিয়ে গেচে, কিছু জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হও। আহা, ছেলে মানুষ! রৌদ্রে এতটা পথ এসেচে, কাজেই কষ্টতো হবেই।" বক্সী এই কথা বলে সেই ঘরের দিকে গিয়ে একটু চেঁচিয়ে ব'ল্লেন, "বলি ফুলমণি! ঘরে কিছু আছে?"

বক্সীর এই কথায় সেই কুঁড়ের মধ্য হইতে নিতান্ত কর্কশস্বরে কে উত্তর দিলে "হাঁ, ঘরে থাক্‌বার মধ্যে কেবল উনুনটা আছে; পোড়ার মুখো অলপ্যেয়ে! কাল পাতকোর ঘটটা অবধি বাঁধা দিয়ে গুলি খেয়েছিস্, আজ আবার ওখানে ব'সে ব'সে সাউখুড়ি নাড়া হচ্চে।"

বক্সী এইরূপ মিষ্ট সম্বোধনে কিছুমাত্র গরম বা অপ্রস্তুত না হ'য়ে সেই দন্ত বিকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার ভাই সব সময় ঠাট্টা! এক জন অপর লোক রয়েচে, সে তোমার তামাসা বুঝ্‌বে না, চাই কি সত্য বলে মনে ক'র্‌বে। এখন একবার বাইরে এসে দেখ দেখি, কে এসেছে?" বক্সীর আহ্বানে সেই মিষ্টভাষিণী সশরীরে বাহিরে আসিয়া সেই আঁম গাছের তলায় দাঁড়াইল! সেই রমণীরত্নকে দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল যে, ইনি ঘরের মধ্য হইতে আসিলেন, কি এই আঁব গাছ হইতে নামিলেন! বাস্তবিক এই দিনের বেলায় সেই রমণীর শ্রীমুখকমল দেখিয়া আমার মনে হঠাৎ ভয়ের সঞ্চার হইল; বোধ হয় রাত্রিতে দেখিলে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইহার নাম ফুলমণি; যেমন জাপান বার্ণিসের ন্যায় কালো ছেলের নাম লালচাঁদ রাখে, হস্তিনিন্দিত কোটরগত যার চক্ষু, তাকে যেমন আদর ক'রে পদ্মপলাশলোচন বলে ডাকে, তেমনি নিশ্চয় কোন রসিক পুরুষ এই সুন্দরীর নাম ফুলমণি রাখিয়াছিলেন। ফুলমণির বয়স কত তাহা ইতিহাসে লেখে নাই, সুতরাং আমরা কল্পিত কোন কথা বলিয়া সুন্দরীর ক্রোধানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নহি।

কোথায় মা কবিজন-হৃদি-বিহারিণী বাগেশ্বরি! কোথায় মা শ্বেত শতদল-শোভিনী শারদে! মা! এই ঘোরকলিকালে মিথিলা, নবদ্বীপ, গৌড় প্রভৃতি প্রধান নগর পরিত্যাগ ক'রে তুমি মহারাজা ইংরাজের রাজধানী কলিকাতার

স্থান বিশেষে আসিয়া বাস করিতেছ; মাগো! তোমারই কৃপায় লক্ষ লক্ষ টীস্, শত শত নভেল, সহস্র সহস্র নাটক প্রত্যহ প্রেসরূপ মাতাল বমির ন্যায় উদগীরণ করিতেছে। মা! সহরের রঙ্গমঞ্চগুলি আজ কাল তোমার প্রিয় বৈঠকখানা; সেই জন্য ঘণ্টায় তিন চারি খানি হস্ত, পদ ও মস্তক পরিশূন্য নাটক প্রস্তুত হইতেছে; দেবী, যাহারা গর্ভ ধারণ করিবার পূর্ব্বে কানাইয়ের মা হইয়াছে, বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল যাদের নিজস্ব সম্পত্তি, আজ কাল তারাই তোমার সুসন্তান; মা গো! এ অধম তো তাদের মধ্যে এক জন! তবে মা, কি অপরাধে এ দাস তোমার সাধারণভোগ্য কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবে? মা গো! দাসের প্রতি কৃপা কটাক্ষ কর, গুটিকয়েক মোলাম মোলাম কথা জুগিয়ে দাও, জিহ্বায় এক পা ও আমার কলমে এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বর দাও, আমি যেন ফুলমণির ন্যায় সাকারা সুন্দরীর রূপ বর্ণন করিতে সক্ষম হই।

(আমরা হলোফান্ এজাহারে কহিতে পারি যে, ফুলমণির চুল দেখিয়া কখন কোন সর্প গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, কেন না তাহার পাতলা পাতলা চুলগুলি কাঁদের নীচে আসিয়া পড়িত না; ফুলমণি সখ করিয়া যখন সেই কেশে কবরী বাঁধিত, তখন ঠিক অগ্রহায়ণ মাসের কুমড়ো বড়ি বলিয়া অনেকের ভ্রম হইত।

ফুলমণির মুখখানি চাঁদের মতন বটে, কিন্তু অমাবস্যায় কোটরপ্রবিষ্ট সেই ছোট ছোট চোক দুটি দেখে মনের খেদে হাতি নিবিড় বনে গিয়ে প্রবেশ করেছে; কুঁচও লজ্জায় সুঁটির মধ্যে লুকাইয়া আছে। নাকটি তিল ফুলের মতন নয় বটে, কিন্তু টেয়া পাখীর ঠোঁটের ঠিক অনুরূপ; ভ্রূযুগল জ্ঞাতিবিবাদে মত্ত হইয়া পরস্পর পৃথক্ হইয়া আছে; শ্রীমতী ওষ্ঠদ্বয় যেন সুদূর আফ্রিকা-খণ্ড হইতে হাওলাত করিয়া আনিয়াছে।

ফুলমণির কুচযুগ পর্ব্বতশিখরের মতন উন্নত নহে বা তাহা দেখিয়া কস্মিন্‌কালেও কোন দাড়িম্ব বিদীর্ণ হয় নাই; কারণ শ্রীমতীর পয়োধরযুগল নাভী সরোবরে স্নান করিবার জন্য অনেক দিন হইল যাত্রা করিয়াছে।

পাছে ফুলমণির পায়ের উপমা না মেলে এই ভয়ে বিধাতা হাড়গিলার সৃষ্টি করিলেন; বাহু দেখে লজ্জায় সজ্‌না ডালকে গাছের উপর ঝুলিয়ে রাখ্‌লেন; দাঁতের বাহার দেখে মূলাকে মাটীর নীচে পুঁতে রাখ্‌লেন; ফুলমণির ৩২টি দাঁতের মধ্যে ৩০টি অন্দরমহলে বাস করে, আর সম্মুখের দুটি মাথা উচ্চ করিয়া

রাত্র দিন তাহাদের পাহারা দেয়; এই প্রকাশমান দুই দন্তের দ্বারায় তাহার রূপ যেন উথলিয়া পড়িতেছে! মুখেরও শত গুণ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রাত্রিকালে ঐ সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হইলে নিতান্ত সাহসিক পুরুষেরও ভয়ের সঞ্চার হয়! পথিক দেখিলে মনে মনে রাম নাম জপ করিতে বাধ্য হয়।

ফুলমণির পা হইতে মাথা অবধি দেখিলে বোধ হয় যে, একখানি আবলুস কাঠের তক্তার উপর কোন কাঁচা কারিকর যেন কালো পাথরের মূর্ত্তি তৈয়ারি করে বসাইয়া রাখিয়াছে।

ফুলমণি একখানি আড়ময়লা লালপেড়ে সাটী পরিধান করিয়াছে। শির ওঠা ওঠা শুক্‌নো, হাতে দুগাছি পিতলের বালা ও সেই ঢেউ খেলানো নাকে একটি ছোট তিলক শোভা পাইতেছে। শ্রীমতী এক গাল পান খাইয়া যেন রক্তদন্তী সাজিয়াছেন ও সম্মুখের সেই বিরাট দন্তদ্বয় রক্তবর্ণে শোভিত হইয়া সংকীর্ত্তনের ধ্বজার ন্যায় উচ্চ হইয়া আছে।

ফুলমণি ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের নিকট দাঁড়াইলে বক্‌সীজি আমার কাছে নিজের মান বাঁচাইবার জন্য কহিলেন, "ফুলু! সব সময় কি ও রকম ঠাট্টা ক'ত্তে আছে? ও রকম কথায় যে ভদ্রলোকের মান যায়! তোমার প্রাণ খড়ির মতন ধপ্‌ধপে সাদা কি না! সেই জন্য অতো তলিয়ে বুঝে দেখো না, মুখে যা আসে তাই বলে ফেলো; কিন্তু আমার মতন সকলে তো সুরসিক নয় যে, তোমার ডায়মনকাটা তামাসা বুঝ্‌তে পার্‌বে? কাজেই গোলা লোকে হয় তো তোমার কথা সত্যি বলে মনে ক'র্‌তে পারে। যাইহোক্ এই ছোকরা হরকিশোর বাবুর বাড়ী থেকে এসেছে, এই পত্র এনেছে, নিশ্চয় এতে কোন খোস খবর আছে; বিশেষ আজ রাত্রে বাবুর বাড়ীতে একটা খুচরা কাজ হবার কথা আছে, বোধ হয় তারই সম্বন্ধে কোন কথা এই পত্রে আছে। তুমি একবার ঠাকুরের ওখান থেকে কিছু জলখাবার যদি পাও তো নিয়ে এসো; চাকর বেটারা এখন নেই যে, বাজার থেকে কিনে আনাবো।"

বক্‌সীর এই কথায় শ্রীমতী ফুলমণি হাসিল কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না; কারণ সম্মুখের সেই দন্তদ্বয় সকল সময়ে সমভাবেই প্রকাশমান! কাজেই নারায়ণের শোওয়া বসার ন্যায় সেই বিধুবদনের মধুর হাস্য

স্থির করা দুষ্কর তবে শ্রীমতী, বক্‌সীর কথায় আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ফুলমণি প্রস্থান করিলে বক্‌সীজি এত ক্ষণের পর পত্রখানি খুলে পাঠ করিল এবং গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ ভাবিয়া আমাকে কহিল, "দেখ হরিদাস! আজ রাত ৯টার সময় আমি তোমাদের বাসায় যাবো, আমি যদি তোমাকে কোন কথা বলি, খপরদার কাহারো নিকট প্রকাশ ক'রো না, আর আমিও প্রাণান্তে তোমার কথা বাবুকে বলিব না; তুমি হরকিশোর বাবুকে ব'লো যে, এত তাড়াতাড়ি ভাল লোক ত পাওয়া যাইবে না, কাজেই ঠাকুরকে জোটাতে হচ্ছে, এ ছাড়া আর উপায় নাই। তুমি কেবল এই কটি কথা বাবুকে ব'ল্‌বে।"

বক্‌সীর কথা শেষ হইলে ফুলমণি সুন্দরী একখানা ফেনি বাতাসা ও কালো মাটীর ভাঁড়ে জল এনে আমাকে দিলে। পাছে বক্‌সীজি রাগ করে, এই ভয়ে সেই সুন্দরীর করকমল হইতে বাতাসা ও জল লইলাম এবং নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বেও কিঞ্চিৎ বাতাসা খাইয়া জল পান করিলাম। বক্‌সীজি আমাকে তাহার মৌখিক উত্তরটি আর একবার তালিম দিয়া, বিদায় প্রদান করিলেন; কাজেই তথা হইতে আমি বাসা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## হঠাৎ খুন।

বেলা আন্দাজ ৩টার সময় আমি বক্‌সীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং সেই আটচালার নিকট দিয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু বাহিরে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না, কেবল আটচালার ভিতর হইতে সেতারার আওয়াজ ও ফারমাসি গোচ হাসির গট্টরা শুনিতে পাইলাম। আমি আর অধিকক্ষণ তথায় অপেক্ষা না করিয়া বাটী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

আমি ক্রমে সেই মাঠ পার হইয়া রাস্তার উপর উঠিলাম এবং গঙ্গার তীরের রাস্তা ধরিয়া পশ্চিম মুখে চলিলাম। যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম যে,

যেরূপ দেবতা, বাহনও তার তদনুরূপ হয়; হরকিশোর বাবু যে রকম দরের লোক, তাহার বন্ধুবান্ধবগুলিও সেইরূপ দরের। কারণ জলের সঙ্গে যেমন তৈল কিছুতেই মিশ্রিত হয় না, তেমনি সাধুর সহিত অসাধু ব্যক্তির মিলন একান্ত অসম্ভব। বাবু নিজে ছদ্মবেশী ও পাপপরায়ণ, সেই জন্য এই সকল ঘোর কপটী দুরাত্মাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন। এই যে বলরাম ঠাকুরের আখড়া দেখিলাম, ইহা নিশ্চয় পাপের নিকেতন, যাবতীয় অপকর্ম্মের আগার! আর নিজে ঠাকুরও যে কুকুর অপেক্ষা অধম, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মোহনলাল বক্সীকে পূর্ব্ব হইতেই বদমাইস লোক ব'লে আমার ধারণা ছিল; কিন্তু তাহার অবস্থা যে এতদূর শোচনীয়, তাহা আমি জানিতাম না। মেষচর্ম্মে আবৃত ব্যাঘ্রের ন্যায় এই সংসারে কপটী পাপাত্মারা বিচরণ করে, তাদের কপটতাজাল ছিন্ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। নরকের কীট অপেক্ষা অধম, কত শত নরাধম যে এই সংসারে সাধুর বেশ ধারণ করিয়া, সরলমতি মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। বিষপূর্ণ পাত্র যেমন অল্প পয়ে আচ্ছাদিত থাকে, তেমনি এই সব পাপাত্মারা মৌখিক মিষ্ট কথায় যে কত শত সংসার-জ্ঞানহীন, অন্ধবিশ্বাসী, নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতারিত করিয়া নিজেদের জঘন্য স্বার্থসাধন করে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মিথ্যা কথা, কপটতা, পরস্ব হরণ, যাদের জীবনের সারব্রত, তারা যদি সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে এ সংসারে আর অসভ্য কে? যে স্থানে সভ্যতার কিছু বেশী প্রাবল্য, সেই স্থানে ঈদৃশ কপটতার আতিশয্য হইয়া থাকে।

বিধাতা যে সকল হাঁড়ির উপযুক্ত সরা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা শ্রীমতী ফুলমণি সুন্দরীকে দেখিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল। কারণ শ্রীমান বক্সীজি যেমন দেবা, শ্রীমতীও তাহার উপযুক্ত দেবী; হুঁকোর খোলে ঘন কালো কালীতে দুর্গা নাম লিখিলে যেরূপ দেখায়, উল্লুকে ভাল্লুকে জড়াজড়ি কল্লে যেমন বাহার খোলে, কালো মেয়ে মানুষ নীলাম্বরি কাপড় প'রলে যেমন মানায়, শ্রীমান্ ও শ্রীমতী পাশাপাশি দাঁড়ালে ঠিক সেইরূপ শোভা হইয়া থাকে

আমি শ্রীমতী ফুলমণির শ্রীমুখের একটী কথা শুনেই স্থির করিলাম যে, তিনি কখনই বক্সীর বিবাহ করা স্ত্রী নয়। পরিণয়ের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ

ধর্ম্মপত্নী সহস্র কষ্টেও স্বামীকে সেরূপ ভাবে সম্বোধন করে না, পতি শত শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহার অপরাধ প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করে। তাহ'লে নিশ্চয়ই ফুলমণি বক্সীর উপপত্নী হইবে। পাপাত্মা বাহিরে অমন ভদ্রলোক, কথায় কথায় লোককে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, আর নিজে এরূপ পশুভাবে জীবন যাপন করে! বর্ণচোরা আঁবের ন্যায় এই সব জুয়াচোরেরা কেবল পরের সর্ব্বনাশ করিয়া জগতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমি এই সকল কথা যত ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, ততই বাবু ও বক্‌সী উভয়ের উপর আমার অত্যন্ত ঘৃণা উপস্থিত হইল; ইহারা দুজনেই যে ভয়ানক জুয়াচোর ও একদলের লোক, তাহাতে আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আজ রাত্রে যে আমাদের বাড়ীতে কোন একটা ভয়ানক মন্দ কার্য্য হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম; কারণ এই সকল বদমাইস লোকের সহায়তা যে কার্য্যে প্রয়োজন, তাহা কখন ভাল হইতে পারে না। মনে মনে স্থির করিলাম, আজ সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া দেখিব যে, এই সকল লোক একত্র হইয়া কি করে।

আমি মনে মনে এই সংকল্প করিয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে বাটী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি বাটী আসিয়া দেখিলাম যে, বাবু দুইজন চাকরের সাহায্যে সেই বৈঠকখানাটী উত্তমরূপে সাজাইয়াছেন। ঘরের ভিতর অশ্বত্থ গাছের যে সকল সরু সরু শেকড় প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, দেলগিরিতে বাতি দিয়াছেন, তাকিয়ার ওয়াড়গুলি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ও একখানি সাদা ধপ্‌ধপে চাদর পূর্ব্বেকার ময়লা চাদরের স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া বাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নিতান্ত আগ্রহ সহকারে কহিল, "কেমন ঠিক চিনে যেতে পেরেছিলে তো? বক্‌সী পত্রের কি উত্তর দিলে?"

আমি কহিলাম, "তিনি কোন পত্র লেখেন নাই; আমাকে ব'ল্‌তে ব'লেছেন যে, তাড়াতাড়ি অন্য কোন লোক পাওয়া যাবে না, কাজেই ঠাকুরকে জোটাতে হবে, তা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।"

আমার উত্তরে বাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল; তিনি ভ্রুকুটী করিয়া আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "তাই তো, ঠাকুর বেটাই জুট্‌লো! সে বেটাতে

আস্তো রাঘব বোয়াল! তার অপেক্ষা একটা অল্প পয়সার কাত পেলে বড় ভাল হইত; কারণ এ সময় টাকার বড় দরকার।" আমি বাবুর কথা শুনিয়াও শুনিলাম না, বিশ্রাম করিবার জন্য বরাবর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা সতী ধরাতলে পদার্পণ করিলেন; সমস্ত দিন কপটী মনুষ্যের পশুবৎ ব্যবহার সন্দর্শনে দেব দিবাকর ক্রোধে রক্তিমাবরণ ধারণ করিয়া পশ্চিম গগনে লুক্কায়িত হইলেন। পতিবিরহে পদ্মিনী অপার দুঃখনীরে নিমগ্না হইল; পরশ্রী কাতরা কুমদিনী পদ্মিনীর দুর্দ্দশায় প্রফুল্লিতা হইয়া হাস্য করিবার জন্য বিকসিত হইল; পক্ষিকুল এই অন্যায় আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া ছি ছি করিতে করিতে স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাগত হইল; ক্রমে দুষ্ট অন্ধকার আসিয়া ধরা সুন্দরীকে আক্রমণ করিল।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বাবু বৈঠকখানায় আলো জ্বালিলেন; একখানা রূপোর থালায় পান, একটা গোলাবপাশ ও আতরদানি, সেই ফর্‌সা বিছানার উপর রাখিলেন; নিজেও উত্তম বেশভূষায় ভূষিত হইয়া তাকিয়া ঠেস দিয় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহাকে সেরূপ আলস্যে ও উৎকণ্ঠিতভাবে অতিবাহিত করিতে হইল না, কারণ সঙ্কেতমত সদর দরজা উদ্ঘাটিত হইল এবং দুইজন লোক গৃহে প্রবেশ করিল।

সেই দুজন লোক প্রবিষ্ট হইয়া বরাবর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল, বাবু হাসি হাসি মুখে তাদের খুব আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন; আমি অন্দর-মহল হইতে আসিয়া জানালা দিয়া এই দুইজন লোককে দেখিবামাত্র এক-জনকে চিনিলাম ও অপার বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলাম।

আমি সেই আটচালার রকের উপর যে মিষ্টভাষী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া-ছিলাম, তিনিই সম্পূর্ণরূপে ভোল ফিরাইয়া আর একটা লোকের সহিত আমা-দের বাটীতে আসিয়াছে। আমি ইতিপূর্ব্বে যে বেশে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! এরূপ ভয়ানক পরিবর্ত্তন হই-য়াছে যে, এ যে সে লোক, তাহা চিনিয়া উঠা নিতান্ত দুষ্কর।

সন্ন্যাসী ঠাকুর পাকাচুলে উত্তমরূপে টেরি কেটেছেন, তার উপর উত্তম লাট্টুদার পাগড়ি শোভা পাচ্চে। গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে রেসমি কাপড়ের পা জামা পরিধান করিয়াছেন; সন্ন্যাসী ঠাকুরের গায়ে একরঙা সাটীনের চাপকান, তদুপরি মখমলের এক কাবা, আঙ্গুলে ৭।৮ টা আংটী, গলায়

এক ছড়া পাথর বসান চেনহার ও পায়ে একজোড়া জরির নক্সা শোভা পাইতেছে; আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লুম যে, বাবু আমাকে এঁরই আস্তানায় পাঠিয়েছিলেন, এঁরই নাম বলরাম ঠাকুর। দীর্ঘ, বর্ণ

ঠাকুরের সঙ্গী লোকটার নাম আমি তখন জানি নাই; তাহার বয়স আন্দাজ ৩২। ৩৩ বৎসর, দেখিতে একটু বেঁটে, বর্ণ কাল, মুখখানা গোল, চক্ষু দুটী ছোট ও কুঁচের মতন লাল। লোকটার গোঁফ দাড়ি অধিক উঠে নাই, কেবল জুল্‌পিটা খুব লম্বা ক'রে কামানো, গলাটা একটু ছোট, কাজেই সুকিঞ্চিৎ ঘাড়ে গর্দ্দানে, হাত পা গুলি বেশ গোলগাল ও তাহার দেহের ঠিক অনুরূপ।

লোকটা খুব চোস্ত চুড়িদার পাজামা প'রেছে, গায়ে একটা সাদা লিমুর চাপকান ও মাথায় হাতে বাঁধা পাগড়ি রহিয়াছে। যদিও সেই লোকটা ভদ্রোচিত বসনে ভূষিত, কিন্তু তথাপি তাহার আকার কর্কশতা পরিশূন্য নহে; মুখমণ্ডলে ঘোর নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই কপট সন্ন্যাসীর নাম বলরাম ঠাকুর, ইনি আখড়ার কর্ত্তা, তাহারই নিজের মতন অনেকগুলি শিষ্য আছে, পরের সর্ব্বনাশ করাই তাহাদের জীবনের সারব্রত; নিশ্চয় সেই সব পাপাত্মাদের নীরস অন্তর শয়তানের আবাসভূমি ও যাবতীয় গুরুতর পাপ কার্য্যের আধার।

আমি বলরাম ঠাকুরের কপটতা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম; লোকে বৃদ্ধ বয়সে দেহের নশ্বরতা বুঝিতে পারে, সুতরাং জাগতিক সকল প্রকার ভোগ বিলাসে আর কিছুমাত্র স্পৃহা থাকে না, তখন নিতান্ত চঞ্চল মন, সেই চিন্তামণির চরণ চিন্তায় ব্যস্ত হয়, মৃত্যুর জন্য সতত প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু এ লোকটা এই চরমকালেও যখন এতদূর বহুরূপী, তখন এর অপেক্ষা ভয়ানক লোক এই ধরাধামে বিরল, নিশ্চয় এ বেটা সর্প অপেক্ষা ক্রুর, ব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্র। আজ যখন এরূপ রূপ পরিবর্ত্তন ক'রে এই রাত্রিকালে আমাদের বাড়ী আসিয়াছে, তখন নিশ্চয় আজ একটা কাণ্ড হইবে। এই সব ছদ্মবেশী বদমাইস লোক একত্রিত হ'য়ে কি করে, দেখিবার জন্য আমার অন্তর কৌতুহলে পূর্ণ হইল! কাজেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি সেই জানালার ধারে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আস্তো অনুমতিক্রমে একজন ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল; বলরাম ভূঁয়ে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া একান্তমনে তামাকে মনোনিবেশ করিল, উভয় পার্শ্ব হইতে রাশি রাশি ধোঁয়া লাঙ্গুলাকৃতি হইয়া শূন্যে মিশিতে লাগিল; তার পর তামাকের মূল্য সম্যগপ্রকারে আদায় হইলে ঠাকুর হুঁকাটী ত্যাগ করিল ও বাবুর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কৈ হে হরকিশোর ভায়া! তোমার শিকার কোথায়? ক্রমে যে রাত হ'তে লাগলো।" বাবু উত্তর ক'ল্লেন, "কিছুমাত্র ভাববেন না, বক্‌সী নিজে সঙ্গে ক'রে আনবে। তার মতন কেজো লোক যে কাজের ভার নিয়েছে, তখন যে রকমে হউক, সে নিশ্চয় হাসিল কর্ব্বে।"

ঠাকুর। তাতো বুঝ্‌লাম, কিন্তু আমাদের মজুরী তো ভাল রকম পোষাবে? খুব উঁচুদরের লোক তো?"

বাবু একগাল হেসে কহিল, "উঁচুদরের লোক না হইলে কি আর কৃষ্ণনগরাধিপতির সহিত খেল্‌তে সাহস করে! বক্‌সীর মুখে শুনেছি যে, খুব বেশী রকম রেস্ত নিয়ে আস্‌বে।" ঠাকুর একটু মুচ্‌কে হেসে ব'ল্লে, "তা হ'লেই হ'লো; কাছে রেস্ত কিছু বেশী থাক্‌লে, যে কোন উপায়ে হউক, আমাদের বাক্সে আস্‌বে, সেইজন্য অন্য গোলা লোক সঙ্গে না এনে, এই আজিমোল্লাকে আন্‌লাম, এর দ্বারায় দুরকমই কাজ চল্‌বে।"

আমি তখন বুঝ্‌তে পাল্লেম যে, ঠাকুরের সঙ্গীর নাম আজিমোল্লা; নামেই স্পষ্ট বোধ হইল যে, এ লোকটা মুসলমান। পাপাত্মার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই; কপটতার আবরণে আবৃত হ'য়ে ধর্ম্মের মুখোস প'রে, কেবল পরের সর্ব্বনাশ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু তার সঙ্গী আজিমোল্লার দ্বারায় যে কি দুরকম কাজ হইবে, তাহা তখন আমি বুঝিতে পারি নাই।

আমি দুরাত্মাদের কাণ্ড দেখিবার জন্য সেই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় পুনরায় সদরদ্বার উদ্ঘাটিত হইল ও আর দুইজন লোক আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া বরাবর উপরে আসিতে লাগিল। পাছে আমাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমি তথা হইতে একটু অন্তরালে দাঁড়াইলাম ও তাহারা বৈঠকখানায় গিয়া বসিলে আমি পুনরায় সেই জানালার ধারে আসিলাম।

আমি দেখিলাম যে, বক্‌সীজি আর একজন অল্পবয়স্ক যুবককে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

যুবকের বয়ঃক্রম ২৫ বৎসরের অধিক হইবে না; আকার কিছু দীর্ঘ, বর্ণ কিটু গৌর, চক্ষুর্দ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত ও উজ্জল, নাসিকাটি সরল ও উন্নত, কার্ম্মুকের ন্যায় ভ্রূযুগল যুক্ত, ললাটদেশ খুব প্রশস্ত; ফলতঃ যে যে লক্ষণ থাকিলে লোকে সুপুরুষ বলে, এই যুবকের সেই সেই লক্ষণ তাহার বদনমণ্ডলে বিদ্যমান আছে।

যুবকের বাহুযুগল খুব দৃঢ় ও মাংসল, বক্ষঃস্থল বিশাল, অঙ্গুলীচয় চম্পকদাম সদৃশ ও তিন চারিটি বহমূল্য অঙ্গুরী দ্বারায় সুশোভিত; অভিনব যৌবন সমাগমে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্যগপ্রকারে সবল ও সুদৃঢ় হইয়াছে এবং তাহাকে দেখিলে খুব বলবান্ বলিয়া বোধ হয়।

যুবকের সর্ব্বাঙ্গ সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর ন্যায় বসন ভূষণে ভূষিত। পরিধেয় একখানি উত্তম ঢাকাই ধুতি; গায়ে মসলিনের একটা আলখাল্লা, তস্য উপর কিংখাপের এক ফতুয়া ও সর্ব্বোপরি একখানি বেনারসী ওড়না ব্রাহ্মণের উপবীতের ন্যায় বাঁধা রহিয়াছে।

যুবকের গলায় দুই তিনটি চাবিযুক্ত একছড়া সরু সোনার গোট; অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরী ও পায়ে এক জোড়া উত্তম জরির লপেটা জুতো শোভা পাইতেছে।

বুধবার রাত্রে বাবুর সহিত বক্‌সীর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ হইল; সুতরাং আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এই যুবকই আজিমগঞ্জের এলিস সাহেবের কুঠির দাওয়ান হলধর সরকারের পুত্র; আমি তখন ইহার নাম জানি নাই, কাজেই তাহা বলিতে পারিলাম না।

হরকিশোর বাবুর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে বক্‌সী সেই ছোট চোক্‌টা বুজিয়ে সেই যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বাবুজি! স্বর্গে উঠ্‌তে গেলে যেমন সিঁড়ি ভাঙতে হয়, তেমনি এ সব আয়েসের জায়গায় আস্‌তে হ'লে একটু কষ্ট স্বীকার ক'র্‌তে হয়। যেমন কাঁটা গায়ে গোলাপ ফুল ফোটে, অন্ধকার খনির মধ্যে হীরে থাকে, সেইরূপ হরকিশোর বাবু এই সামান্য পল্লী মধ্যে বাস করিতেছেন, কিন্তু সহরের যাবতীয় সৌখিন বড় লোক এখানে আসেন; এই দেখুন না, আপনার সঙ্গে একটু আমোদ ক'র্‌বেন বলে স্বয়ং মহারাজ আজ এখানে পদার্পণ করেছেন।"

বক্‌সীর কথা শেষ হইলে যুবক সসম্ভ্রমে জাল মহারাজকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের রাজধানী কোথায়?"

নিজের মুখে নিজের পরিচয় দেওয়া রাজাদিগের নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য; কাজেই জাল রাজা বাহাদুর নিজের পদমর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। সুতরাং আমাদের বাবু নকিবের পদ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ বঙ্গদেশের কৃষ্ণনগরাধিপতি; ইহাঁরই নাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। দুরাত্মা সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হইবার পর মিরজাফর এখন নবাব হইয়াছেন; নূতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জমিদারী সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করিবার জন্য মহারাজ মুরশিদাবাদে শুভাগমন করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে মহারাজের সরকারে চাকরী করিতাম, আমার প্রতি মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহ আছে, সেই জন্য অধমের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন। মহারাজ আমার এখানে খুব ছদ্মবেশে আসিয়াছেন, সেইজন্য কোন সিপাহী কি ভৃত্যবর্গ সঙ্গে আসে নাই।"

হরকিশোর বাবুর নিকট পরিচয় শুনিয়া যুবক আরও সম্ভ্রমের সহিত কথা কহিতে লাগিল; বলরাম ঠাকুর ওরফে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা রাজড়ার ন্যায় খুব গম্ভীরভাবে দু একটি কথায় তাহার উত্তর দিলেন; অনেক মিষ্টালাপের পর বক্সী কহিল, "আর বাজে কথায় আবশ্যক কি? মহারাজ যখন দয়া করে এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন আসুন আজ একটু খেলা যা'ক।

যুবক উত্তর করিল, "ক্ষতি কি, আমিও দুই শত মোহর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

যুবকের এই সুসংবাদে সকলের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 'শুভস্য শীঘ্রং' এই মহাবাক্য উচ্চারণ ক'রে আমাদের বাবু তাকের উপর হ'তে এক জোড়া নূতন তাস পাড়্‌লেন ও চাবিশুদ্ধ একটি সুন্দর হাতবাক্‌স কৃত্রিম রাজা বাহাদুরের পাশে রাখ্‌লেন।

তার পর চারি জন মুখোমুখি হইয়া বসিল; আমাদের বাবু তাস লইয়া খুব তাসিয়া দুইখানা করিয়া সকলকে দিলেন। রাজা বাহাদুর সেই বাক্‌স খুলিয়া পাঁচ খান মোহর বাহির করিয়া কহিলেন, "তা হলে আর অধিকে আবশুক নাই, প্রথমে পাঁচ খান করে রেস্ত বাঁধা যা'ক।"

এই প্রস্তাবে সকলে স্বীকৃত হইল। আমাদের বাবু কেবল তাস দিতে আরম্ভ করিলেন; খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহ বা হাতে তাস রাখিল, কেহ বা

সব ফেলিয়া দিল। যে সকল কথা কস্মিন্‌কালেও শুনি নাই, যাহার কিছুমাত্র অর্থ বুঝি না, সেই সকল কথা পরস্পরে বলিতে লাগিল। দোঁস, ত্রস, ইমরিত প্রভৃতি কত কথাই বলিল; সব কথা এখন আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে এই মাত্র মনে হয় যে, একবার জাল রাজা বাহাদুর 'কাতুর কাতুর' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠেন, আর তার একটু পরেই সেই যুবক 'মাচ' এই কথা ব'লে তাসে চুমো খেয়ে তিনখানা তাস ফেলে দিলে ও সকলের কোল হইতে মোহরগুলি কুড়াইয়া লইল।

এই রকম ভাবে তাহারা খেলতে লাগ্‌লো, অনবরত মোহরের ঝমাঝম্‌ শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো; সেই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইল, কাজেই বাটীর মধ্যে না গিয়া সেই বারাণ্ডার এক পার্শ্বে শয়ন করিলাম ও এই সব ছদ্মবেশী বদমাইসদের কার্য্যকলাপ ভাবিতে ভাবিতে ত্বরায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

ক্ষণেক পরে আমি এক পিস্তলেরশব্দে জাগরিত হইলাম ও চক্ষু খুলিয়া দেখি যে বৈঠকখানা হইতে একটা লোক বাহির হইয়া দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। আমি এই ব্যাপারে নিতান্ত ভীত ও বিস্মিত হইলাম; তাড়াতাড়ি সেই জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল! ভয়ে বুক দুর দুর করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, বাবু, বকসী ও ঠাকুর তিন জনে মুখোমুখো বসিয়া চুপি চুপি কি কথা কহিতেছেন ও রাজপারিষদ সেই আজিমোল্লা ঠিক দোরের নিকট পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! আমি দেখিলাম যে, তাহার ঠিক বুকে গুলি বিদ্ধ হইয়াছে ও রক্তে সেই স্থানটা প্লাবিত হইয়াছে।

এই ভয়ানক দৃশ্য দেখেই আমি স্থির করিলাম যে, সেই যুবক খুন করিয়া পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তার ন্যায় ভদ্রসন্তান যে সহসা এরূপ ঘোর অপরাধ করিবে, তাহা অসম্ভব। নিশ্চয় এই সব পাগাম্মারা তাহার উপর কোন অত্যাচার করিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই জন্য বোধ হয় যুবক কেবল আত্মরক্ষার জন্য এই কার্য্য করিয়াছেন।

আমি মনে মনে এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় ঠাকুর বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আর ভাব্‌লে কি হবে? যা হবার তাতো হয়ে গেছে; ও বেটার ঠাই যে পিস্তল ছিল, তা কি ক'রে জান্‌বো! যাইহোক, আজ তো আর

কিছু হবে না, কারণ রাত্র অধিক নাই, কাল রাত্রিতে লাস সাম্‌লানো যাবে; আমি আখড়া থেকে লোক পাঠিয়ে দেবো; এখন আমরা আসি, তোমার ছোট ঘরে লাসটা রেখে দাও।”

ঠাকুরের কথা শেষ হইলে বক্‌সী ও বাবুতে ধরাধরি ক'রে আজিমোল্লার মৃতদেহ সেই ছোট কুটুরীর মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল ও বাবুকে চুপি চুপি কি বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। পাছে আমাকে দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় আমি ত্বরিতপদে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## কুসুমে কীট।

আমি আমার শয়নকক্ষে গিয়া শয্যার উপর শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই আমার সুনিদ্রা হইল না; এই সমস্ত ঘোর কপটী, ছদ্মবেশী পাপাত্মাদের কার্য্যকলাপ আমার স্মৃতিপথে উদয় হইয়া বাত্যাবিক্ষোভিত রত্নাকরের ন্যায় আমার অন্তর নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। আমি আঁচে অনেকটা বুঝিতে পারিলাম যে, এই ধনবান্ যুবককে ঠকাইয়া টাকা লইবার জন্য এই উদ্যোগ হইয়াছে; খুব বেশী রকম টাকা বাহির করিবার অভিপ্রায়ে বলরাম ঠাকুর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাজ্‌লেন। এই যুবককে প্রবঞ্চনাজালে জড়িত করিবার আশায় বুধবার বাবু ও বক্‌সীতে সেই পরামর্শ হইয়াছিল; কিন্তু এই যুবক যদি সচ্চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে কখনই এই সব ভয়ঙ্কর লোকের সহিত সংস্রব রাখিতেন না; এরূপ জঘন্য স্থানে আসিয়া জুয়া খেলিতে কখনই স্বীকৃত হইতেন না; নিশ্চয় ইঁহার অন্তর কলুষিত হইয়াছে! লোভে আক্রান্ত হইয়া এইরূপ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছিলেন। বক্‌সী যে তাঁহাকে খুব প্রলোভন দেখাইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বোধ হয় কহিয়াছিল যে, এক জন পাড়াগেঁয়ে রাজা আসিয়াছে, কিছু মোহর সঙ্গে লইয়া যদি যাওয়া যায়, তা হ'লে অনেক মোহর জিতে আন্‌তে পারা যাবে; এই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লোভী যুবক সেই কথা সত্য জ্ঞান করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার পর হিতে বিপরীত ঘটিল।

আমার মনে এই সব কথা তোলাপাড়া হইতে লাগিল। আমি সহস্র চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই শান্তি লাভে সমর্থ হইলাম না, সুতরাং সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে সেই নিশাযাপন করিতে বাধ্য হইলাম।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল; পূর্ব্বদিক আরক্তিম হইয়া উঠিল, শীতল সমীর মৃদুপদ সঞ্চারে কুসমের পরিমল আণ হরণের জন্ত অগ্রসর হইল, কুসকুল হাস্ত মুখে মস্তক সঞ্চালনে নিবারণ করিতে লাগিল, পক্ষীগণ পবনের এই তস্কর বৃত্তি দর্শনে ধিক্কার দিতে দিতে স্ব স্ব নীড় পরিত্যাগ করিল; সংসারে সুখ ও সৌভাগ্যের অনিত্যতা দেখাইবার জন্ত প্রফুল্ল মুখী কুমদিনী পুনরায় মুদিতা হইল ও পতি সোহাগিনী পদ্মিনীসতী তাহার স্থান অধিকার করিয়া হাস্ত মুখে সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

মানবের মধুর বাল্যকালের ন্তায় দিবার এই শৈশব সময় অতীব মনোরম ও নয়নরঞ্জক। এই মধুর সময়ে ভক্তিপরায়ণ ভক্তদের পবিত্র হৃদয় সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রেমরসে আপ্লুত হয়, চির রোগীর অসহনীয় যন্ত্রণা ক্ষণেকের জন্য প্রশমিত হইয়া যায় ও ঈশ্বরদ্বেষী স্বেচ্ছাচারী পাপাত্মার নীরস হৃদয়েও ঈষৎ ভক্তির ছায়া নিপতিত হইয়া থাকে।

আমি প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে গিন্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি বালসুলভ চাপল্যের বশীভূত হইয়া গিন্নীকে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা আমূল বর্ণন করিলাম। আমার কথা শেষ হইলে ক্ষণেকের জন্ত বরিষণহীন মেঘের ন্যায় গিন্নীর মুখমণ্ডল গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং পরক্ষণেই সেইরূপ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল "হাঁ আমি কর্ত্তার কাছে শুনেছি, কি হয়েছিলো জান! সে লোকটার মৃগী রোগ ছিল, সে যখন বাড়ি যাবার জন্ত উঠে দাঁড়ায়, সেই সময় তার রোগ উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই সেই খানের মেজের উপর পড়ে গিয়া মাথা ফেটে যায়, তাইতেই লোকটা মারা গিয়াছে।

গিন্নীর এই কৈফিয়তে আমি আর হাসি রাখিতে পাল্লাম না। কারণ আমি পিস্তলের শব্দও শুনিয়াছিলাম, স্বচক্ষে আজি মোল্লার রক্তাক্ত শব দেখিয়াছি, তবু কিনা গিন্নী আমাকে খোকা বিবেচনা করিয়া কেমন জলের মতন বুঝাইয়া দিলেন। আমি গিন্নীর এই কথায় হাসিয়া ফেলিলাম বটে, কিন্তু কোন উত্তর করিলাম না; মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে কর্ত্তার উপযুক্ত গিন্নী না হইলে, কখনই ইহাদের প্রণয় হইত না।

তখন তো আমি জানি না, যে ধর্ম্মের সহিত পবিত্র প্রণয়ের নিত্য সম্বন্ধ। অন্তর ধর্ম্মের আলোকে সম্যক্ প্রকারে আলোকিত না হইলে, কখনই তাহাতে অসার সংসারের সার বস্তু প্রণয় সঞ্চারিত হইতে পারে না। স্বার্থ-পর কপট ভণ্ড পাপাত্মারা যথার্থ প্রণয়ের মূল্য জানে না, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়; আত্ম সুখ অন্বেষণে সতত তৎপর। তাহারা জঘন্য পশুবৃত্তি চরিতার্থ করাকে প্রণয় শব্দে অভিহিত করে, সুতরাং জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন প্রকৃতি সুন্দরীর অপার সুষমা সন্দর্শনে বঞ্চিত হয়; বায়স যেমন সুমিষ্ট পায়সের আস্বাদন বোঝে না, তেমনি আত্মসুখী স্বার্থপর পাপাত্মারা অমূল্য প্রণয়ের মূল্য বুঝিতে সমর্থ নহে।

আমি গিন্নীর নিকট দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় খোদ কর্ত্তা সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি দেখিলাম যে কর্ত্তার মুখমণ্ডল যেন প্রসন্ন ও শারদীয় পূর্ণিমার রজনীর ন্যায় বিমল; যেন তাঁহার অন্তরে কোনরূপ চিন্তা নাই। গত রাত্রি তাঁহার বাটীতে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। কর্ত্তা গিন্নীর নিকটে আসিলে, আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আমি পুস্তক লইয়া বাহির বাটীতে আসিতেছি, হঠাৎ পথিমধ্যে কমলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল! আমি দেখিলাম যে বিভূতি-আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সেই স্বর্গীয় লাবণ্য অনেকটা হীনপ্রভ হইয়াছে, গ্রহণের চাঁদের সম মলিন মুখমণ্ডলে বিষাদের লক্ষণ সকল স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে, কুরঙ্গনিন্দিত শোভার আস্পদ সেই নয়ন যুগল অনবরত অশ্রু পতনে তরুণ তপন সম আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে; মানসিক কষ্টের প্রধান লক্ষণ উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে সেই সুকোমল বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতেছে।

আমি কমলকুমারীর বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া স্থির করিলাম, যে কুসুমে কীটের ন্যায় তাহার সরল মানস ভূমিতে কোন দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে, প্রশান্ত অন্তর সাগরে প্রবল ঝটীকা নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে।

আমি কমলকুমারীর এই চিত্তবিকারের প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কমল! আজি তোমার মুখ খানি এতো শুক্‌নো শুক্‌নো দেখছি কেন? কেঁদে কেঁদে যেন চক্ষু দুটী লাল হইয়াছে, ইহার কারণ কি? মা কি তোমাকে বকিয়াছেন?" আমার কথা

শুনিয়া কর পরশনে লজ্জাবতী লতার ন্যায় কমলকুমারী আনতমুখী হইয়া, "না" এই কথা বলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। আমি তাহাকে বাধা দিয়া কহিলাম, "কমল! তুমি আমার অন্তরের ভাব কিছুমাত্র জান না, সেই জন্য আমার নিকট নিজের অন্তরের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা কর। আমাকে অকপটে বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হও, কিন্তু তুমি যদি আমাকে তোমার ব্যাথার ব্যথী বলে জ্ঞান করিতে, তাহা হইলে কখনই আমার সহিত এরূপ আচরণ করিতে না—নিশ্চয় অকুণ্ঠিত ভাবে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমাকে দেখাইতে।"

আমার কথা শুনিয়া কমল নিতান্ত লজ্জিতা হইল; তাহার বদনমণ্ডল যেন ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল। কমল সেইরূপ নম্রমুখী হইয়া কহিল—"হ—রি—দা—স!" "তোমাকে কোনও কথা বলিতে আমার কিছুমাত্র বাধা নাই, কিন্তু এখন নয়, যদি আমার এই মনকষ্টের কারণ শুনিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঠিক দুপুর বেলা, যখন মা ঘুমোবেন, সেই সময় তোমার ঘরে গিয়ে আমি বলুবো।"

কমলকুমারী এই কথা ব'লে তথা হইতে প্রস্থান করিল; অগত্যা আমাকেও নিরস্ত হইতে হইল।

ক্ষণপ্রভার প্রভা লয় হইলে পথিকের পক্ষে যেমন অন্ধকার আরো বৃদ্ধি হয়, কমলকুমারী প্রস্থান করিলে আমারো ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইল। আমি বৈটকখানার বারণ্ডায় আমার পাঠ্যপুস্তক খুলিয়া পড়িতে বসিলাম বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র পাঠে মনোনিবেশ হইল না, নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া আমার অন্তরকে আক্রমণ করিল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, কমলকুমারী পূর্ব্বে দাদা বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিত, কিন্তু আজ কি জন্য সে সম্বোধন রহিত হইল। আমার নাম ধরিয়া ডাকিল বটে, কিন্তু নিতান্ত কুণ্ঠিত ভাবে আমার নাম উচ্চারণ করিল! ইহারই বা অর্থ কি? বিশেষ কমলকুমারী কর্ত্তা গিন্নীর বড় আদরের মেয়ে, তাঁরা উভয়েই তাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসেন, দেহের অপেক্ষা যত্ন করেন, এমন কি কমলই তাহাদের সংসারাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র-সুখসাগরের উত্তাল তরঙ্গ! শুভ্র বস্ত্রে অঞ্জনবিন্দুর ন্যায় এ হেন কমলকুমারীর সরল অন্তরে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, গগনভ্রষ্ট নীহারের ন্যায় বিমল হৃদয়-

পটে কি বিষাদের ছায়া নিপতিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইল; সুতরাং কমলের কথা মত আমাকে মধ্যাহ্নের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইল।

ক্রমে বেলা ১১টা বেজে গেল, আমরা সকলে আহারাদি সমাপন করিলাম; কর্ত্তা নিজের বেরোবার কাপড় চোপড় পরিয়া বৈটকখানার দ্বারে দুটো চাবি বন্ধ করিয়া একখানি গাড়ী আনাইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন; আমি কর্ত্তার এই অধিক সতর্কতার কারণ বেশ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম।

কর্ত্তা বাটীতে খুব সরু কালাপেড়ে ধুতি পরিতেন ও কুলপুকুরের চটীর ন্যায় সাদা চামড়ার এক রকম চটী জুতো পায়ে দিতেন। কিন্তু যখন কোন কর্ম্মোপলক্ষে বাহিরে যাইতেন, তখন ঢিলে পাজামা, চাপকান ও চোগার দ্বারায় শ্রীঅঙ্গ সাজাইতেন ও হাতে বাঁধা পাগড়ি মাথায় বাঁধিতেন; সে সময় শ্রীপদযুগলে সবুজ চামড়ায় এক যোড়া সৈথিন নাগরা জুতোর শোভা পাইত।

বাবু বাহিরে গেলে আমি আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম ও শয্যার উপর শয়ন করিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, দেব দিবাকর মধ্যগগনে উদিত হইয়া অগ্নিবাণসম কিরণরাশি ধরাতলে বরিষণ করিতে লাগিলেন। প্রভাতের সেই নয়নরঞ্জক রম্যমূর্ত্তি এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে; মানবের মধুর বাল্যকালের পর প্রচণ্ড যৌবনের উদয়ে যেমন প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, অন্তরে বাসনার বহ্নি রাত্রদিন প্রজ্জলিত থাকে, তেমনি এই যৌবন কালে দিনমণির সেই মধুরতা স্থানে ভীষণতা বিরাজ করিতেছে ও নিজের সেই অপরূপ রূপ যেন প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। এ সময় পিপাসার এতো আতিশয্য যে স্বয়ং সহস্রকর সহস্রকরে সরসীর সলিলরাশি শোষণ করেন, জলের যে জীবন নাম তাহা এই সময়েই সার্থক হইয়া থাকে। এখন কোলাহলপূর্ণ জগৎ যেন জনশূন্য প্রান্তরের ন্যায় নিস্তব্ধ; প্রকৃতি দেবী স্থির, কেবল কচিত তরুপর কোন পক্ষীর বিকট চীৎকার ও এক প্রকার অস্ফুট ঝিল্লিরবে, কথঞ্চিৎ তাহার গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হইতেছে। অসাধুর সংস্রবে যেমন নিতান্ত সাধু ব্যক্তির চরিত্র কলুষিত হয়, তেমনি রৌদ্রের সহবাসে জগৎজীবন পবনও একান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়াছে ও তাহার

মাধুর্য্যও শৈত্যগুণ এখন তিরোহিত হইয়াছে। এ সময় স্নেহবতী প্রসূতী, তাঁহার নয়ন-পুত্তলি প্রিয় শিশুকে ক্রোড়ে লইতে অনিচ্ছুক; শিশুও মাতৃ-অঙ্কারোহণে একান্ত বীতস্পৃহ।

বাহ্যিক তাপ অপেক্ষা আমার অন্তরের তাপ অধিক, কাজেই আমি তত গ্রীষ্মাতিশয় বুঝিতে পারিতেছি না; আমি সেই শয্যার উপর আমার চিন্তাসহচরীকে লইয়া ব্যস্ত আছি, এমন সময় কমলকুমারীর ভূষণধ্বনি শুনিতে পাইলাম। পিপাসিত চাতক নীরদনিঃস্বনে যেমন পুলকিত হয়, এই মধুর ধ্বনি কর্ণগোচর হইলে আমিও তেমনি আহ্লাদিত হইলাম; কমল আসিতেছে, আমি ইহা বুঝিতে পারিয়া শয্যা হইতে নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে সুবর্ণ প্রতিমাসমা কমলকুমারী আমার সেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

কমলকুমারী আমার কক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, আমি তাহাকে সেই শয্যার উপর বসিতে বলিলাম ও আমি নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কমলকুমারী উপবেশন করিল এবং আমাকে দাদা বা হরিদাস কোন কথায় সম্বোধন না করিয়া একেবারে কহিল, "তুমি আমার কাছে কি কথা শুন্‌বে, আর তা শুন্‌লে তোমার কি লাভ হইবে? তবে তোমাকে এই পর্য্যন্ত বল্‌ছি যে, এই বাড়ী তোমার পক্ষে নিতান্ত নিরাপদ নহে; ইহাদের মুখে মধু, হৃদয় বিষে পরিপূর্ণ। এরা কথায় কথায় আশার উচ্চশিখরে তোলে, কিন্তু পরক্ষণেই গভীর নিরাশার হ্রদে ফেলিয়া দেয়; যে সরলভাবে সত্য জ্ঞানে এদের কথা বিশ্বাস করে, পরিণামে নিশ্চয় তাকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।"

আমি কমলকুমারীর কথার ভাবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, আমার ন্যায় ইহারও অন্তরে সন্দেহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। কিন্তু কিসে যে এই সরলা সন্দিগ্ধা হইল, তাহা আমি তখন কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি উত্তর করিলাম, "কমল! আমার জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না; ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবেনা। এ বাড়ী যে আমার পক্ষে নিরাপদ নহে, আমার উপর এদের স্নেহ যে কপটতা মিশ্রিত, তাহা আমি অনেকটা বুঝিয়াছি; কিন্তু তা সম্ভব, কারণ ইহারা আমাকে দয়া করিয়া বাটীতে স্থান দিয়াছেন, কোন বিশেষ সম্পর্ক

আছে বলিয়া বোধ হয় না ; কিন্তু তুমি এদের বড় যত্নের মেয়ে, তোমাকে সুখী করিবার জন্য ইহারা সতত লালায়িত, যত্নের ও প্রফুল্লতা তোমার নিত্য সহচরী, সংসারের কোন প্রকার তাপ তোমার প্রফুল্ল অন্তরকে স্পর্শ করে নাই, তবে কিসের জন্য তোমার এই মানসিক বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে! কি জন্য রবিতাপে ম্রিয়মান কুসুমের ন্যায় তোমার নিরুপম বদনকমলখানি শুষ্ক হইয়াছে?"

আমার কথা শুনিয়া কমলকুমারীর নয়নযুগল জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় ছল ছল করিতে লাগিল ; তরুন তপন সম বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কমলকুমারী সেইরূপ নম্রমুখী হইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তোমাকে আর কি বোল্‌বো, এইমাত্র জেনে রাখ যে আমি যাকে মা বলি, সে আমার যথার্থ মা নয়।"

কমল এই কথা ব'লেই শ্রাবণের ধারাসম অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

আমি কমলের কথায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা তুমি কি ক'রে জান্‌লে যে, গিন্নি তোমার মা নন?"

কমলকুমারী নিজের বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "সে কথা শুনে তোমার কোন লাভ নেই ; আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস না হইলে কখনই আমার এত মনকষ্ট হইত না। বিশেষ পরের কথা শুনে তোমার কি হবে? তোমার নিজের——"ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কমলকুমারী একেবারে নীরব হইল। আমি নিতান্ত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার নিজের কি?" কমল-কুমারী কহিল, "না, তাই ব'ল্‌ছিলাম, তোমার নিজের বিষয় কিছু কি জান?" আমি নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উত্তর করিলাম, "আমার বিষয় আমি ত কিছুমাত্র জানি না। তুমি যদি কিছু জানিয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।" কমল কহিল, "আমি যাহা জানিয়াছি, তাহা বলিলে কোন ফল হইবে না। কেবল লাভের মধ্যে তোমার মনের উৎকণ্ঠা শতগুণ বৃদ্ধি হইবে, সেইজন্য আমি তোমাকে কোন কথা বলি নাই।" আমি নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া আমার সম্বন্ধে কমল কি জানে, শুনিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম ; তা অগত্যা কমলকুমারী আমাকে কহিল, "আমি শুনিয়াছি যে, বাবা এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে

তোমাকে পাইয়াছেন; তিনি কাশীতে বাস করেন, তাহার নাম দেবানন্দ গিরি। আমি ইহা ব্যতীত আর কোন কথা জানি না।" সম্ভবতঃ সেই সন্ন্যাসী তোমার বিষয় সমস্তই জানেন।

আমি অবাক্ হইয়া কমলকুমারীর এই সকল কথা শুনিলাম; আমার মনে মনে ইচ্ছা হইল যে, এখনি কাশীতে গিয়া সেই সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করি; কিন্তু তা অসম্ভব, কাজেই তখন আমাকে নিরস্ত হইতে হইল। কমলকুমারীকে আরও দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু তাহা ফলে পরিণত হইল না। কারণ সদর বাটীতে কর্ত্তার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম; সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও কমলকুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে সদর বাটীতে যাইতে হইল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### খাঁ সাহেব।

আমি সদরে আসিয়া দেখিলাম যে, বৈঠকখানার মধ্যে বাবু একটা লোকের সহিত চুপি চুপি কথা কহিতেছেন, আমি সেই লোকটাকে দেখিবামাত্র মুসলমান বলিয়া স্থির করিলাম।

সেই লোকটার বয়স ৩৫।৩৬এর অধিক হইবে না। দেখতে একটু বেঁটে, বর্ণ খুব ফ্যাকাসে, মুখখানা বাটীর মতন গোল, গোঁফ জোড়াটির দুই পাশের চুল খুব বড় বড়, তার পর থেকে ছোট ক'রে ছাঁটা ও মাঝখানটা একেবারে কামানো; প্রায় চৌদ্দ আনা ভাগ কামানো, কেবল সাম্নে রামছাগলের দাড়ীর ন্যায় চাড়িখানি ঝুলছে; সুতরাং তাতে যে সেই চাঁদ মুখের কেমন বাহার খুলেছে, তাহা সহজেই পাঠক মহাশয়েরা অনুমান করিতে পারেন।

লোকটার মাথার চুল খুব বড় বড় ও বাবরি কাটা, হাতে ও পায়ে ... ও পাতার-রং, বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে একটা রূপার আংটী শোভা ... বে;

তাহার পরিধেয় এক চোস্ত পা জামা, গায়ে খুব পাতলা কাপড়ের মুসলমান ধরণের চাপকান ও মাথায় একটী ছোট টুপি এমনি বাঁকিয়ে দিয়েছে একদিকের কাণের প্রায় অর্দ্ধেক ঢাকা পড়িয়াছে।

লোকটাকে দেখিলেই পশ্চিমে মুসলমান বলে বোধ হয়; নিষ্ঠুর চিহ্ন তাহার বিকট মুখমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

আমাকে দেখিতে পাইয়া কর্ত্তা কহিলেন, "হরিদাস! তুমি বা... একটু বোস, তোমার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা আছে।"

আমি বাবুর কথায় কোন উত্তর না করিয়া একটু সরিয়া আসিলাম ও সেই বারাণ্ডার উপর বসিয়া রহিলাম।

কমলকুমারীর কথায় আমার অন্তরে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে; আমি সেইখানে বসিয়া ঐ সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। কমল নিতান্ত দুঃখিত ভাবে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে ব'ল্লে যে, "এ মা তাহার যথার্থ মা নয়, এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা! বিশেষ কমলকুমারী কি ক'রে এ কথা জান্লে? কারাগারে বন্দীর ন্যায় কমলকুমারী এই বাড়ীতে বাস করিতেছে, গিন্নী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, তবে কে তাহার নিকট এই ভয়ানক কথা কহিল? কমলকুমারীর কথায় বোধ হইল যে, এই কথায় তাহার খুব বিশ্বাস হইয়াছে। গিন্নী কমলকে আপন গর্ভজাত কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন, প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসেন, তাতেও যখন কমলের মনে এত সন্দেহ হইয়াছে, তখন আর এ কথার সত্যতা বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার সম্বন্ধের কথা যেন কর্ত্তা কি গিন্নীর মুখে শুনিতে পারে; কিন্তু তারা কখনই তো নিজের কুৎসা নিজে করিবে না, তবে কি সূত্রে কমলকুমারী জান্তে পারে যে, গিন্নী তাহার গর্ভধারিণী নয়?

আমি মনে মনে এই সকল কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোন কথারই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। এমন সময় দেখি যে সেই লোকটা আমাদের বাটী হইতে প্রস্থান করিল, বাবুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎক দরজা অবধি আসিলেন।

নাই।" াকটা বিদায় গ্রহণ করিলে বাবু পুনরায় উপরে আসিয়া খুব স্নেহস্বরে জন্য ুক কহিলেন, "বাবা হরিদাস! তোমাকে আমি পুত্রের ন্যায় স্নেহ আমাকে থাকি। আমি বেশ জানি, তোমা দ্বারায় আমার কোন অনিষ্ট

হইবে না; সেইজন্য তোমাকে অকপটে বিশ্বাস করিতে মনে কোন প্রকার সন্দেহ হয় না, বিশেষ তুমি খুব বুদ্ধিমান ও চতুর ছেলে।"

আমি কর্ত্তার কথার ভূমিকা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, নিশ্চয় আমার দ্বারায় আজ কোন কার্য্যোদ্ধার হইবে; সেইজন্য বাবু আমার প্রতি এত সদয় হইয়া আমার গুণের প্রশংসা করিতেছেন। আমি তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই সকল চোর কপটী, স্বার্থপর ব্যক্তির স্নেহ মোল্লা সাহেবের মুরগী পোষার অনুরূপ; সময় উপস্থিত হইলে গলায় ছুরি বসাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। আমি কর্ত্তাকে এখন অনেকটা চিনিয়াছি; কাজেই তাহার এই মিষ্ট সম্ভাষণে আমি কিছুমাত্র প্রীত হইলাম না, বরং অন্তরে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল; কিন্তু কোন উত্তর করিলাম না। কর্ত্তা আজ আমাকে কি আদেশ করেন, শুনিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম; আমাকে নীরব দেখিয়া কর্ত্তা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হরিদাস! এই সংসারে বুদ্ধি না খাটাইলে সুখভোগ করা যায় না, যে যেমন ব্যক্তি তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই উচিত; তা না কল্লে পদে পদে বিপদ ভোগ করিতে হয়। আমি যখন এই সংসারে তোমার ন্যায় কাহাকেও বিশ্বাস করি না, তখন কোন গুরুতর কাজ তুমি ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভর করিতে সাহস হয় না।"

আমি দেখিলাম যে, এখনও বাবুর ভূমিকা শেষ হয় নাই; কাজেই আমি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে আজ কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন, আমি আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত আছি। আমার কথায় বাবু নিতান্ত প্রফুল্লিত হইয়া কহিল, "তোমাকে এমন কিছু করিতে হইবে না, সমস্ত কাজ একা খাঁ সাহেবই করিবে, কেবল তুমি সঙ্গে থাকিবে। কি জান বাবা! বড় শক্তিন কাজ, কাজেই ঐ নেড়ে বেটাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হয় না; সেইজন্য তোমাকে সঙ্গে থাকতে হবে।" আমি কর্ত্তার কথার ভাবেই অনেকটা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের বাড়ীতে এইমাত্র যে লোকটা এসেছিল, ও কে?"

বাবু। ওর নাম হানিফ খাঁ, ও একজন পাকা লোক; এই সহরের মধ্যে ওর যোড়া লোক নাই, দিনকে রাত ক'র্ত্তে পারে। আজ রাত নয়টার সময় ও আমাদের বাড়ী আসবে ও একটা বড় বস্তা মাথায় ক'রে আগে আগে যাবে;

তুমি কেবল পিছনে পিছনে গিয়ে দেখবে যে, গঙ্গার গর্ভে সেই বস্তাটা ফেলে দিয়ে আসে কি না। কি জানি যদি অন্য কোথায় ফেলে দেয়; সেইজন্য তোমাকে সঙ্গে পাঠাচ্ছি; বিশেষ তুমি আমার নিতান্ত আপনার লোক, তোমার দ্বারায় কখনই কোন কথা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমাকে ও কমলকে সমান স্নেহচক্ষে দেখিয়া থাকি, বোধ হয় ভবিষ্যতে তোমার করে কমলকে সমর্পণ করিব; কারণ তোমার ন্যায় সুপাত্র পাওয়া দুষ্কর। আমি যখন তোমাকে এত ভালবাসি, তখন আমি কোনরূপ বিপদে প'ড়্‌বো, এমন কাজ কখনই তোমা দ্বারায় হ'তে পার্ব্বে না; আমার মনে এই স্থিরবিশ্বাস আছে ব'লে আমি তোমাকে হানিফ খাঁর সঙ্গে পাঠাচ্ছি; অন্য লোক হ'লে কখনই আমার সাহস হইত না।

আমি কর্ত্তার কথাগুলি শুনে তাহার মনের ভাব বেশ বুঝ্‌তে পাল্লুম, কি উদ্দেশে আমাকে যে খাঁ সাহেবের সঙ্গে যেতে হইবে, বাবু কেন যে এতগুলি মোলাম কথা খরচ করিলেন, তাহাও বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। বাবুর কথা শেষ হইলে আমি মনে মনে একটু হাস্‌লুম; কারণ যেমন লাটিম হাতে দিয়ে কচিছেলেকে ভোলায়, তেমনি কমলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, এই কথা বলে বাবু আমার কাছ থেকে কাজ নেবার যোগাড়ে আছেন। অন্য সময় হইলে আমি এই কথা সত্য বলিয়া বোধ করিতাম; কিন্তু সেই রাত্রে স্বকর্ণে কর্ত্তা গিন্নীর কথা শুনে, এদের অনেকটা প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছি, মনের ভাবও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি। সুতরাং প্রলোভনপরিপূর্ণ বাবুর কথা যে আমার আদৌ বিশ্বাস হইল না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আমার বেশ বোধ হইল যে, চতুর বাবু আমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন; সেইজন্য কথার দমে ফেলিয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

আমি যদিও মনে মনে সব বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বাবুকে কোন কথা বলিলাম না। কোথাকার জল কোথায় মরে দেখিবার জন্য বাবুর কথায় সম্মত হইলাম; তিনিও হৃষ্টমনে বৈঠকখানার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

কর্ত্তা আমাকে সন্ধ্যার পর আহারাদি করিতে অনুমতি করিলেন, কাজেই আমি তাঁহার আদেশ পালনার্থ অন্দরমহলে গমন করিলাম।

আমি আহারাদি শেষ করিয়া রাত্রি আন্দাজ ৮ টার পর বাহিরে আসিয়া দেখি যে, খাঁ সাহেব বারাণ্ডার উপর বসিয়া আছে। আমি বৈকালে খাঁ সাহেবকে যে বেশে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার নামমাত্র নাই; রাজবেশ ত্যাগ করিয়া যেন রাখাল সাজিয়াছে। এখন নীল কাপড়ের সামান্য কপ্নিতে তাহার লজ্জা নিবারণ করিতেছে; মাথায় সাঁইফকিরদের ন্যায় এক লম্বা টুপি, গলায় কতকগুলি স্ফটিকের মালা ও কাঁদের উপর একখানা কম্বল রহিয়াছে।

আমি নিকটে গেলে খাঁ সাহেব একবার আমার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে বাবুকে সম্বোধন ক'রে ব'ল্লে, "কেউ বাবুসাপ্! এহি লেড়্কা কি মেরা সাথ জানেকো কাবেল হায়?" বাবু কথায় কিছু না ব'লে একটু মুচ্‌কে হেসে তাহার কথার উত্তর দিলেন; তার পর তারা দুজনে বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, আমি সেই বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া রহিলাম।

আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, আজি মোল্লার মৃতদেহ গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য এই লোকটা আসিয়াছে। কর্ত্তা নিজেই একথা আমার কাছে এক রকম প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল এই নেড়ে বেটাকে এমন সঙ্গিন কাজ বিশ্বাস হয় না বলে, আমাকে সঙ্গে পাঠাচ্ছেন। তাহা হইলে প্রকারান্তরে আমাকেও এই নরহত্যার সহায়তা করিতে হইল। যখন কর্ত্তার মতন ব্যক্তির বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছি, তখন বোধ হয় এরূপ কাজ অনেক ক'র্ত্তে হবে, সুতরাং এমন ভয়ানক লোকের সংস্রব ত্বরায় ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কারণ এরূপ পাপাত্মার সংসর্গে থাকিলে কবে যে কি বিপদে পতিত হইব, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে কেহই চিরকাল পাপ করিয়া পরিত্রাণ পায় না। শীতকালের সমুদ্রোত্থিত বাষ্প বর্ষাকালে মেঘ-রূপে পরিণত হইয়া যেমন মুষলধারে বর্ষিত হয়, তেমনি সকল মহাপাপীকে একদিন তাহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। এই সাধারণ ভোগ্য নিয়ম হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই; সুতরাং ঘোর কপটী হরকিশোর বাবুরও সৌভাগ্য দীপ যে একদিন নির্ব্বাণ হইবে, তাহা নিশ্চিত। আমি যদি পাপ-কার্য্যের সহায়তা করি, তাহা হইলে আমাকেও দণ্ডের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ যেমন সুস্বাদু নদীর জল সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হইলে লবণাক্ত

হইয়া পড়ে, তেমনি পাপাত্মাদের সহবাসে থাকিলে নিতান্ত সাধু ব্যক্তির নির্ম্মল অন্তর ক্রমে কলুষিত হইয়া যায়; অসৎ কার্য্যে আর ততটা ঘৃণা থাকে না; অভ্যাসের গুণে হৃদয়ও পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে। যখন কুসংসর্গের পরিণাম ঈদৃশ শোচনীয়, তখন হরকিশোর বাবুর পাপ সংসার পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

আমি মনে মনে এই সকল কথা ভাবিতেছি, এমন সময় বৈঠকখানার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল ও খোদ বাবু বাহিরে আসিয়া একটা লণ্ঠন আমার হাতে দিয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব আগে আগে যাইবেন, তুমি তাহার পশ্চাদ্গামী হইবে; কোন ভয় নাই, নির্ভয়ে যাও। যম যে সেও তোমার নিকটে আসিতে সাহস করিবে না।" বাবু আমাকে এই আশ্বাস দিয়ে আদর ক'রে আস্তে আস্তে পিঠে দুটো চাপড় মারিলেন। এমন সময় দেখি, খাঁ সাহেব বৈঠকখানা হইতে বাহিরে আসিলেন; আমি দেখিলাম তাহার পিঠের উপরটা খুব উঁচু ও সেই কম্বল দ্বারায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। খাঁ সাহেবের পিঠে কিসের বোঝাই আছে, তাহা বুঝিতে আমার বাকী রহিল না, কাজেই সে সময় আমার অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হইল; বুক গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল, পবনতাড়নে কিশলয় সম সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু মুখে কোন কথা প্রকাশ করিলাম না। খাঁ সাহেব অগ্রসর হইলে, কলের পুত্তলিকা সম আমি তাহার পশ্চাদ্গামী হইলাম।

খাঁ সাহেব বাটী হইতে বহির্গত হইয়া "আলেক সাঁই" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল; সেই শব্দ শুনিয়া পথের পথিকেরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল, কারণ মুসলমানের রাজত্বে ফকিরদের ভয়ানক সম্মান ছিল, কেহ তাহাদের সামান্য অপমান করিলে, কি পথ রোধ করিলে কাজীর বিচারে তাহাকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সুতরাং সকলেই ফকির সাহেবের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল, —খাঁ সাহেব দ্রুতগতিতে গঙ্গার তীরাভিমুখে যাত্রা করিল, আমিও লণ্ঠন লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

রাত্রি আন্দাজ ১২টার সময় আমরা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম; খাঁ সাহেব খুব উঁচু পাড়ের উপর হইতে সেই বস্তা বাহির করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিল, তাহার পর আমরা উভয়ে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

# নবম পরিচ্ছেদ।

## মেকুবিবির আস্তানা।

ক্রমে আমরা দুজনে সহর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন প্রশস্ত রাজপথ সকল জনশূন্য, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ; কেবল মাতালের বিকট চীৎকার বা তান-লয়শূন্য অশ্লীল গান, পতি কিম্বা উপপতির নির্দ্দয় ব্যবহারে রমণীর সকরুণ রোদন, পরস্পর কলহজনিত অকথ্য গালাগালি, মধ্যে মধ্যে পথিপার্শ্বের কোন কোন বাটী হইতে শ্রুত হইতেছে।

এতক্ষণ খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমার একটীও কথাবার্ত্তা হয় নাই, এই প্রথম তিনি মুখ খুলিলেন; তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোম্ বহুত আচ্ছা লেড়্কা হ্যায়, খোদাকা মেহের বান্‌সে আখেরে তোম্ বেসক্ কাম্‌কা লায়েক হওগে।" খাঁ সাহেবের শ্রীমুখের প্রশংসা শুনে আমি মনে মনে একটু হাস্‌লাম; কিন্তু কোন উত্তর করিলাম না। খাঁ সাহেব পুনরায় আমার সঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

খাঁ সাহেব। আচ্ছা, হরকিশোর বাবু তোম্‌রা কোন্ লাগতা?

আমি। মেরা চাচা হোতা।

খাঁ। বাবু সাপ্ বহুত আচ্ছে দস্তিদার আদ্‌মি। বাঙ্গালীকা বিচ্‌মে এসা সমজদার লায়েক আদমি হাম্ আঁখসে দেখা নাই। আচ্ছা ভেইয়া! বাবুকা মুল্লুক কাঁহা?

আমি এইবার বিপদে পাড়লাম; কারণ বাবুর প্রকৃত বাসস্থান কোথায় তাহা আমি নিজে জানি নাই, অথচ বাবুকে চাচা বলিয়া পরিচয় দিয়াছি; সুতরাং না বলিলেও দোষের কথা হয়, কাজেই একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "বর্দ্ধমানে।"

খাঁ সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কেতনা রোজ বাবু এহি সহরমে আয়া হ্যায়।"

আমি। ১০। ১২ বরষ হোগা।

খাঁ। মুল্লুকমে বাবুকা কুচ্ জমিদারী হ্যায়?

আমি। হাঁ, বাবুকা দশ হাজার রোপেয়া মুলুকা কা জমিদারী হ্যায়।

আমি এখন পূর্ব্বেকার অপেক্ষা অধিক চতুর হইয়াছি; যে যেরূপ ব্যক্তি, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি, কাজেই হানিফ খাঁর সহিত এই আত মিথ্যা কথাগুলি কহিলাম; ভাবে বেশ বোধ হইল যে আমার কোন কথাই তাহার অবিশ্বাস হইল নাই।

আমরা কথা কহিতে কহিতে একটা তেমাথানি রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। খাঁ সাহেব আদর ক'রে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে, "এই রাতমে ভেইয়া বহুত তকলিফ হুয়া, আবি নেকবিবিকা আস্তানা মে চলিয়ে হরদম মজা ওড়াওগে।"

আমি খাঁ সাহেবের কথায় কোন প্রতিবাদ করিলাম না, মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, খাঁ সাহেবের ন্যায় বদমাইস ব্যক্তি এই রাত্রিকালে কথনই কোন সুস্থানে যাইতেছে না; বলরাম ঠাকুরের আখড়ার ন্যায় নেক-বিবির আস্তানাও যে বদমাইসদের আড্ডা, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া পাপিষ্টদের কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে পরি-দর্শন করিবার জন্য মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

খাঁ সাহেব আমাকে লইয়া বাঁদিকের রাস্তা দিয়া খানিকদূর গেল ও পরে আর একটা ছোট অন্ধকারময় গলির মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমি সাহসে ভর করিয়া খাঁ সাহেবের পশ্চাদগামী হইলাম এবং অন্ধের ন্যায় তাহার কাঁদে হাত দিয়া চলিতে লাগিলাম। এইরূপ ভাবে খানিকদূর গিয়া খাঁ সাহেব এক বড় ফটকের কাছে দাঁড়াইল এবং তৎক্ষণাৎ একটী কাটা ছোট দরজা উদঘাটিত হইল।

খাঁ সাহেব দরজা খুলিবার জন্য যে কি ইঙ্গিত করিয়াছিল, অন্ধকার হেতু তাহা আমি দেখিতে পাই নাই; আমি তাহার আদেশক্রমে সেই ছোট দরজা দিয়া প্রবেশ করিলাম; কিন্তু কে যে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, তাহাও জানিতে পারিলাম না। কাজেই মনে একটু বিস্ময়ের উদয় হইল। প্রাণ যেন কি এক অভাবনীয় ত্রাসে ত্রাসিত হইয়া উঠিল।

বৃহৎ ফটক দেখিয়া আমার বোধ হইয়াছিল যে, আমরা কোন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু ভিতরে আসিয়া সে ভ্রম বিদূরিত হইল। কারণ ফটক পার হইয়া কোন অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইল না। খাঁ সাহেব

আমাকে সঙ্গে লইয়া খানিকটা সাদা জমির উপর দিয়া যাইতে লাগিল ও সম্মুখে এক মাটীর দোতলা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমরা কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া একটী ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং দেখিলাম যে, সেই ঘরজোড়া সাদা ধপ্‌ধপে বিছানার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া একটী স্ত্রীলোক সট্‌কায় তামাক খাইতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া সেই রমণী ঈষৎ হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল, খাঁ সাহেব নিকটে গিয়া তাহাকে চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল; আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সম্বন্ধের কথা হইতেছে। খানিকক্ষণ পরে চুপি চুপি কথা শেষ হইল। খাঁ সাহেব আমাকে কহিল, "ভেইয়া! হিঁয়া জেরা বৈঠো, হাম আবি আয়েগা তোম্‌রা কুচ্‌ ডর নেহি।"

খাঁ সাহেব এই কথা বলিয়া সেই সিঁড়ি দিয়া পুনরায় নামিয়া গেল; আমি একাকী সেইখানে বসিয়া এই রমণীরত্নকে চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

সেই স্ত্রীলোকটীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে, দেখিতে একটু খর্ব্বাকৃতি, বর্ণ বেশ ফরসা, চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা, নাকটী বাঁশীর মতন সরল, ঘাড়টি ছোট, হাত পা গুলি বেশ গোলগাল ও মুখখানি কাতলা মাছের গালের ন্যায় বিস্তৃত।

এইরমণী মুসলমানি ধরণে একখানা রংকরা সাড়ী ফেরতা দিয়া পরিয়াছে, গায়ে খুব পাতলা কাপড়ের একটী সলুকা, হাতে গাছকয়েক সোনার চুড়ি ও দুই কাণে দুটি ছোট বীরবৌলী শোভা পাইতেছে। রমণীর মস্তকের বেণী আলুলায়িত, চক্ষুর্দ্বয় সুর্ম্মায় শোভিত ও হাত পা গুলি মেহদি পাতার রঙে রঞ্জিত রহিয়াছে।

আমি পথিমধ্যে খাঁ সাহেবের মুখে নেকবিবির নাম শুনিয়াছিলাম, এখন স্বচক্ষে এই রমণীকে দেখিয়া ইহাকেই এই বাটীর অধীশ্বরী নেকবিবি বলিয়া বোধ হইল। বিবি উত্তমরূপে ধূম পান করিয়া সেই নলটী আমার দিকে ফিরাইয়া বত্রিশটি দন্ত বিকাশপূর্ব্বক আমাকে কহিল, "বাবু সাপ্‌ তম্বাকু কা সক ফরমাইয়ে?" আমি মুখে কিছু না বলিয়া কেবল মাথা নাড়িয়া আমার অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

আমার উত্তর শুনিয়া বিবি একটু মুচ্‌কে হাসিয়া, চক্ষু দুটো বার দুই

ঘুরাইয়া কহিল, "কেন হে বাবু! তাতে হরজ কি? মোর আস্তানায় কত বাবু এসে গড়াগড়ি দেয়, মুই খপরে আনিনে। খাঁ সাহেবের দোস্ত হয়ে এমন বদ ইয়ারের মতন বাত কেন বল্ছ? মোর রুসে বসিয়া খাও, তাহলে নেড়েল এনে দিচ্ছি। আমি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলিলাম, "আমি তামাক খাই না।" বিবি সেই রকম ভাবে একটু হেসে কহিল, "আচ্ছা কাম করেছো, তামাক খেলে কোন ফয়দা নেই, তার চেয়ে এক টান করে গাঁজা পিনা আচ্ছা। ওতে মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে।"

আমি বিবির এই অসার কথার কোন উত্তর না দিয়া একটু অধৈর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "খাঁ সাহেব আমাকে এখানে বসিয়ে কোথায় গেল?" নেকবিবি সেই রকম করে চোখ মুখ ঘুরাইয়া উত্তর করিল। "খাঁ সাহেব একটু কামে গেছে, এখুনি আসবে তোমার ডর কি? বে-ফয়দা বসে থাকতে যদি তোমার তকলিফ হয়, তা হ'লে আমার একটা গান শোন তোমার দেল তর হয়ে যাবে। বিবি এই কথা বলিয়া, আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একটী বাঙ্গালা গান ধরিলেন, নেকবিবির কণ্ঠস্বর খুব সুমিষ্ট কাজেই আমি এক মনে সেই গীত শুনিতে লাগিলাম, পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য সেই গানটি এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

প্রেম নদীর তুফান যে ভারি।
কে চালাইবে আমার যৌবন তরী॥
চারি দিকেতে অকুল,
বুঝি বা না রয় কুল,
কে হইয়া সামুকুল,
হবে কাণ্ডারি॥
সোহাগের পাল তুলে,
কে যাবেরে কুতুহলে,
ঝিঁকে সদা দিয়ে হালে,
দেরে রে পাড়ি॥
রসিক নাবিক হ'লে,
বিরহ ঝড় উঠিলে,
যেতে দেবে না অকুলে,
সাধের তরী॥

বিবির গান থামতে না থামতে পাশের ঘর থেকে বিকট চীৎকার ক'রে এক সঙ্গে দুই তিন জন লোক বাহবা দিয়ে উঠ্‌লো; কাজেই একটা মহা গোল উপস্থিত হইল। আমি সেই চীৎকার শুনিয়াই তাহাদের সুরামত্ত বলিয়া স্থির করিলাম। একজন মাতাল নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য বিকট চীৎকার করিয়া এই গান ধরিল।

যদি ছাড়তে বলে ছাড়তে পারে,
তবে কোন্ শালা মজে।
বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ময়ূরের
চাপায় মাঝে মাঝে॥
পোড়া প্রেমেরি স্বভাব,
প্রাণটা হয় যে শিককাবাব,
পিরিতের গাম্‌লায় রে বাপ্,
পড়্‌লাম মুখ গুঁজে॥

প্রথমে একজনে বেতালে বেসুরে এই গানটা ধরিল, তার পর দুই তিন জনে দোয়ার্কি কর্ত্তে আরম্ভ করিল; কাজেই রীতিমত মদের মহিমা প্রকাশ হইতে লাগিল! বিকট চীৎকারে মাটীর ছাতটা পড়িবার উপক্রম হইল।

এই গোলযোগ নিবারণ করিবার জন্য বিবি ঈষৎ চোখ রাঙা করে, মিঠে কড়া গোচের একটা ধমক দিয়ে বলিল, "আঃ তোমরা কি বাউরা হ'য়ে গেলে নাকি? চুপ কর না! এই ভাল মানুষের ছাওয়াল কি মনে কর্ব্বে? মিছামিছি চেল্লাবার কোন ফয়দা নাই।"

বিবির কথায় যেন জলে আগুন পড়িল; মাতালদের সেই বিশ্রী গান বন্ধ হইল। একজন মাতাল সেই ঘরের মধ্য থেকে বল্লে, "নেকবিবি কোন্ ভাল মানুষের ছাওয়ালকে পেয়েছে, একবার দেখ্‌তে হবে বাবা।" এই লোক-টার কণ্ঠস্বর আমার যেন পরিচিত বলে বোধ হতে লাগ্‌লো, এমন সময় নেকবিবির কথিত ভাল মানুষের ছাওয়ালকে দেখ্‌বার জন্য সেই লোকটা টল্‌তে টল্‌তে বাহিরে আসিবা মাত্র আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম ও অপার বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলাম।

এই লোকটা আর কেহ নহে, আমার নিতান্ত পরিচিত মোহনলাল বক্সী। পথিক এক মনে চলিতে চলিতে হঠাৎ পথিমধ্যে একটা কেউটে সাপ দেখিলে যেমন চমকিত হয়, বক্সিজী আমাকে সেই খানে দেখিয়া

সেইরূপ বিস্মিত হইল; তাহার মদের নেশা যেন অনেকটা অপনীত হইয়া গেল। বক্সী অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া, আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, "একি হরিদাস যে হে! তুমি এখানে কার সঙ্গে এলে?" আমি কোন উত্তর দোবার পূর্ব্বেই নেকবিবি কহিল, "বাবু একলা সখ ক'রে এখানে এসেছে; আগে থেকে মোর সঙ্গে জানপছান আছে, তাই আজি এখানে একটু বেড়াতে এসেছে।"

নেকবিবির কথার আভাসেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, খাঁ সাহেবের নাম প্রকাশ করার কোন আপত্তি আছে বোধ হয়! এই জন্য আমাকে বসিয়েই খাঁ সাহেব গা ঢাকা দিলে; কিন্তু তার মতন সাহসিক লোক কেন যে এদের ভয়ে ভীত হয়ে পালালো, তা আমি তখন ভেবে কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না।

নেকবিবির কথায় বক্সী তাহার ছোট চোখটা বন্ধ করে, আমার দিকে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো; ভাবে বোধ হইল, বিবির কথায় তাহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস হয় নাই। বক্সিজী আমাকে আর কোন কথা না বলে সেই ঘরে পুনরায় প্রবেশ করিল, নেকবিবি সেই অবসরে আমার নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "মোর মাথার কিরে আছে, তুমি কখন খাঁ সাহেবের নাম লেবে না! তুমি আর একটা ঝুট কথা বলে কেটিয়ে দেবে। ওরা তেনার বড় দুষমন আছে, জান্‌তে পাল্লে হাঙ্গামা বাঁধাবে।"

আমি বিবির কথায় সম্মত হইলাম, আমি মনে মনে যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই এখন সত্যে পরিণত হইল। খাঁ সাহেব নিশ্চয় এদের দলের লোক; তাহ'লে আজ এদের দেখে লুকালো কেন?

আমি মনে মনে এই সব কথা ভাবচি, এমন সময় দেখি যে, বক্সী দোরের কাছথেকে হাতছিনি দিয়ে ডাক্‌চে; কাজেই আমি বিবির অনুমতি নিয়ে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

আমি প্রথমে এই ঘরে এসেই পাশের ঘরে চুপি চুপি কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু তখন ততো লক্ষ্য করি নাই। এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, পূর্ব্ব হইতে বক্সী প্রভৃতি জন কয়েক ব্যক্তি পাশের ঘরে বসিয়া সুরাপান করিতেছে। বোধ হয় খাঁ সাহেবকে নেকবিবি ইহাদের নাম বলিয়াছিল, সেই জন্য কোন কথা না বলে ধাঁ করে সরে পড়্‌লো; কিন্তু নেকবিবি তে

আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা কল্লে না। তাতে বোধ হয় যে, সব কথা জানা শুনা ছিল; সেই জন্য বিবি আমার সহিত নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। খাঁ সাহেব যে বিবির বিশেষ পরিচিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমি বক্সীর ইঙ্গিতক্রমে সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র আমার মনে এক প্রকার ঘৃণার উদ্রেক হইল। আমি দেখিলাম যে একটা লোক ঘরের কোণের কাছে উলঙ্গ অবস্থায় মড়ার ন্যায় পড়িয়া আছে। আর তিন জন লোক বিছানার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্চে; মাঝখানে দুটো বোতল আদুরে ছেলের মতন অভিমানে গড়াগড়ি দিচ্চে; গেলাসটা ঐ লোকটার মতন শুয়ে পড়েচে; এ ছাড়া লুচির কুচি, মাংসের হাড় এলোমেলো ভাবে চারিদিকে ছড়ানো রয়েচে। পানের পিচ দুধার দিয়ে গড়িয়ে পড়ায়, বাবুরা যেন রক্ত-দন্তি সেজেচেন।

এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিয়া আমার অন্তরে বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল। সুরা সেবন করিলে মনুষ্য যে পশুর অধম হয়, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এই বিষ ব্যবহার করিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নিশ্চয় সম্পূর্ণ-রূপে বিলুপ্ত হয়, ঘোর দারিদ্রতা বহ্নিতে মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইয়া থাকে, বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে কালসদনে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে; এইজন্য আর্য্য পণ্ডিতগণ এই জঘন্য পানীয়কে অপেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিছানার উপর যে তিন জন মাতাল বসিয়াছিল, তাদের মুখ ভাল ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার প্রাণটা চমকে উঠলো! কারণ শনিবার রাত্রে বক্সী সঙ্গে করে যে যুবককে আমাদের বাসায় এনেছিলো, সম্ভবতঃ যার পিস্তলের গুলিতে আজি মোল্লা খুন হইয়াছে, আমি সেই যুবককে তথায় দেখিতে পাইলাম। যুবকও আরক্তনয়নে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "বোসো না হে ছোক্‌রা বোসো না! আজ পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছেন।"

আমি কি করি, অগত্যা যুবকের কথায় নাকে কাপড় দিয়ে সেইখানে বসিলাম; বখসী আমার কাছে এসে বল্লে, "মনে আছেতো বাবা! আমার কথা শুনবে বোলে হলপ ক'রেছো, আজ তার নমুনা দেখাও।" তা হ'লে বাবু তোমার দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন। তুমি খালি বোলে দাও, লাসটা কোথায় রেখেছে, তা হলেই হরকিশোর শালাকে ফাঁসিয়ে দি।" আমি কোন উত্তর

দেবার পূর্ব্বেই সেই যুবক আমাকে কহিল, "তুমি এমন ভাল ছোকরা, ঐ ডাকাত শালার বাড়ীতে কেন থাক? বক্সীর মুখে তোমার কথা আমি সব শুনিয়াছি, আমি তোমাকে খুব যত্ন করে আমার বাড়ীতে রাখবো, আমার বাপ কোম্পানীর কুঠির দাওয়ান, তোমাকে খুব ভাল চাকরী ক'রে দেবে, তুমি চিরকাল পরম সুখে থাক্‌বে। এখন তুমি আমাদের সহায়তা কর, সব শালা বদমাইস ডাকাতকে জব্দ ক'রে দি। সে দিন আমি খেলায় জিতে ছিলাম বলে আমাকে খুন করে কেড়ে নোবার যোগাড় করেছিলো, ভাগ্যে পিস্তল ছিল, তাই সে দিন প্রাণ বাঁচিয়ে এসেছিলাম। তুমি হরকিশোরকে ধরিয়ে দাও, তোমাকে আমি চিরকালের মতন সুখী কর্ব্বো। আমি নিজে যে খুন করেছি, হরকিশোর শালার ঘাড়ে সেই খুন ফেলে দেবো; তা হলেই বেশ জব্দ হবে।" আমি এই সব কথায় কি উত্তর দিব, সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না, কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া যুবক খুব উৎসাহিত ভাবে আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তা হলে এখানে আর দেরি ক'র্‌বার আবশ্যক নাই; এই সহরের ভিতর আমাদের উকীলের বাসা আছে, সেই খানে চল, পরামর্শ করা যা'ক। আজ রাত্রে ফৌজদারকে টাকা খাইয়ে বশ ক'ত্তে হবে; তা না হলে কাজ পাওয়া যাবে না। আমি সেই জন্য আজিমগঞ্জ হ'তে মুরশিদাবাদে আসিয়াছি। বক্সী আমাদের দিকে থাকে, ওকে বাঁচিয়ে দেবো।" বক্সী যুবকের কথা শুনিয়া হাত যোড় করিয়া কহিল, "অধম ঐ শ্রীপদের গোলাম; শালারা এমন সর্ব্বনেশে পরামর্শ এঁটেছিল, তার আমি কিছু মাত্র জান্‌তাম না। জান্‌তে পারে কি হুজুরকে সে স্থানে যেতে দি?" আমি বক্সীর এই কথা শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম; কিন্তু মুখে কিছু বলিলাম না।

তার পর যুবক আমাকে ও বক্সীকে সঙ্গে করিয়া সে স্থান হইতে বহির্গত হইল এবং সেই অন্ধকারময় গলি পার হইয়া আমরা সদর রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম।

# দশম পরিচ্ছেদ।

## মনোহর বাবু।

পথিমধ্যে আমাদের তিন জনের নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল; আমি সেই সকল শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, বক্‌সী যুবকের নিকট নিজে নির্দ্দোষী হইবার জন্য ইহাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া হরকিশোর বাবুকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টায় আছে; কারণ তাহা হইলে যুবক উহার উপর প্রসন্ন হইয়া সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যদি যুবক খুন হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সেই পাপার্জ্জিত মোহরের অংশ লইত। কিন্তু যখন দেখিল, ঘটনাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইল, অমনি নিজের নিরাপদের জন্য এই চাতুরীজাল বিস্তার করিতেছে। পূর্ব্বে এই বক্‌সী যুবকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য হরকিশোর বাবুর সহিত কত পরামর্শ করিয়াছিল। খুব বড় শীকার ঠিক করিয়াছে ব'লে কত বাহাদুরী প্রকাশ করেছিলো! কিন্তু এখন আর সে লোক নাই। পাছে যুবক একেও সেই ব্যাপারে লিপ্ত মনে করেন, তাই নিজের বন্ধুকে খুনদায়ে ফেলে, নিজে নিরাপদ হবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা কচ্চে। ওঃ এ পাপাত্মা কি স্বার্থপর ও কপটী! এর অসাধ্য কার্য্য জগতে নাই; নরককুণ্ড অন্বেষণ কল্লেও এর মতন নির্ম্মম পাষাণহৃদয় ব্যক্তি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

আমি পূর্ব্বে এই যুবকের কতক পরিচয় শুনিয়াছিলাম; কিন্তু নাম জানিতাম না। এখন জানিতে পারিলাম, তাঁহার নাম মনোহর সরকার। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। তাঁহার পিতা সাহেবের রেসমের কুঠির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী; কি উপায়ে সামান্য দাদন দিয়া গরীব তাঁতির ভিটায় ঘুঘু চরাইতে হয়, তাহা তিনি সাহেবদের উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কাজেই সাহেবেরা তাঁহাকে সুনজরে দেখিত। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যে তিনি যে কমলার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

মনোহর বাবু আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি তাহার যথাযথ উত্তর দিলাম, কাজেই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমি

হানিফ খাঁর নাম প্রকাশ না করিয়া কহিলাম যে, একজন মুসলমান আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না; কারণ আমার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই দুই জনে একবাক্যে কহিল, "তা হলে হানুকে শালা সঙ্গে ছিল।"

আমার কথা শুনিয়া মনোহর বাবু একটি ছোটখাট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা হলে ত কিছু হচ্চে না; লাস বার ক'ত্তে না পাল্লে কখনই মোকদ্দমা জোর হবে না। দেখ্‌চি বেটা এ যাত্রা বেঁচে গেলো। কিন্তু আমি ছাড়বার ছেলে নয়, যে কোন উপায়ে হোক্ ডাকাতকে জব্দ ক'র্ব্বোই ক'র্ব্বো। যদি আমার তাতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়, তাও স্বীকার, বেটা যেন জান্‌তে পারে, আমি কেমন ছেলে। আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি যে, বুড়ো শালা কখনই রাজা নয়; ও বেটার মত একজন ডাকাত! আমাকে ঠকাবার জন্যে রাজা সেজেছিলো, তার পর যখন দেখ্‌লে পড়তার জোরে আমি জিত্‌লুম, তখন আমাকে খুন করে কেড়ে নেবার যোগাড় করেছিলো; আমার কাছে পিস্তল ছিল বলে কিছু কত্তে পারে নি। নিশ্চয় পূর্ব্ব হতেই একটা ষড়-যন্ত্র হয়েছিলো, বক্‌সীও তার ভিতর ছেলো।"

বক্‌সীজি মনোহর বাবুর কথা শুনে মা কালীর মত জিব কাটিয়া কহিল, "রাধামাধব, বলেন কি হুজুর! দোহাই ধর্ম্মের, আমি এর কিছুমাত্র জানি না; সেই রাত্র থেকে আমি হরকিশোর বাবুকে চিনিলাম। মানুষ যে এত দূর কপটী হ'তে পারে, তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তাম না। আমার অপরাধ কি হুজুর! আমাকে যেমন বলেছিলো, আমি ঠিক তাই আপনার নিকট বলে-ছিলাম; তার ভিতর যে এত কারচুপি ছিল, তা আমার বাবাও জান্তো না।"

মনোহর বাবু বক্‌সীর কথায় আর কোন প্রকার প্রতিবাদ করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, বক্‌সীর কথায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। আমি বক্‌সীর ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইলাম; কারণ আমার নিকট বক্‌সীর কোন কথাই গোপন নাই, আমি স্বয়ং বলরাম ঠাকুরের আখড়ায় গিয়া ইহার অবস্থা ও বাসস্থান দেখিয়া আসিয়াছি; একটা জঘন্য বেশ্যার সহিত যে বাস করে, তাহাও জানিতে পারিয়াছি; সুতরাং বক্‌সী যে কিরূপ দরের লোক, তাহা বুঝিতে আমার বাকী নাই। বিশেষ আমাদের বাসার সেই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের

এই বক্‌সীই প্রধান নায়ক! এই বেটাই মনোহর বাবুকে বড় মানুষের ছেলে দেখে অনেক রকম প্রলোভন দেখিয়ে হরকিশোর বাবুর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলো,—খুব বেশী টাকা সঙ্গে করে নোয়াবার জন্যে দম দিয়েছিলো যে, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় খেল্‌তে আস্‌বেন। সেই জন্য নির্ব্বোধ মনোহর বাবু দুই শত মোহর সঙ্গে করে গিয়েছিলেন। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমি বক্‌সীকে যেরূপ চিনিয়াছি, মনোহর বাবু সেরূপ পারেন নাই। তিনি বক্‌সীর চাতুরীজালে আবদ্ধ হইয়া কিছু লাভ করিবার উদ্দেশে হরকিশোর বাবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন; বলরাম ঠাকুরকে তিনি আদৌ চিনেন্ না; পাছে ঠাকুরের আখড়ায় খেলা হইলে বক্‌সীর ভিতরকার খবর যুবক জান্‌তে পারেন, এই ভয়ে হরকিশোর বাবুর বাড়ীতে জায়গা ঠিক কল্লে; আমি ত বাবুর পত্র পড়ে ও বক্‌সীর জবাব শুনে বেশ বুঝ্‌তে পাল্লুম যে, পূর্ব্বে ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে এই কাজ সারিবার পরামর্শ হইতেছিলো; শেষে লোকাভাব হওয়ায় দায়ে পড়ে নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বেও বক্‌সী ঠাকুরকে যোগাড় কল্লে। সেই জন্য আমার মুখে বক্‌সীর উত্তর শুনে কর্ত্তা বলেছিলেন যে, "ঠাকুর বেটা রাঘববোয়াল, ওর চেয়ে একটা অল্প পয়সার কাত পেলে ভাল হতো।" সেই পাপার্জ্জিত অর্থের অধিক অংশ ঠাকুরকে দিতে হবে বলে হরকিশোর বাবু ও কথা বলেছিলেন। যাই হোক, এই বক্‌সী বেটাই মনোহর বাবুর সর্ব্বনাশ করিবার প্রধান উদ্যোগী; ঐ বেটাই ঘটক হয়ে এই যোগাযোগ করেছিলো। কিন্তু এখন যেন আর সে লোক নয়! আর সকলের উপর দোষ দিয়ে নিজে কেমন সাধু হইয়াছে। এই সব লোকের মুখে মধু, হৃদয় তীব্র কালকূটে পরিপূর্ণ! বোধ হয়, এখনও মনোহর বাবুর সর্ব্বনাশ করে এ পাপাত্মার সাধ মেটে নাই, তাই আরও কোন অনিষ্ট করিবার আশয়ে কপটবচনে মন রাখবার চেষ্টা কচ্চে—নিজেকে খুব সরলপ্রকৃতির আত্মীয় বলে পরিচয় দিচ্চে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঘোর কপটী মিথ্যাবাদী বক্‌সী মনোহর বাবুর যে কিরূপ শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়, তাহা আমি উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছি।

আমরা তিন জনে নীরবে প্রশস্ত রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলাম, তখন জন মানবের সাড়া শব্দ নাই; কেবল আমাদের পদধ্বনি সেই নিশীথকালের নিস্তব্ধতা কথঞ্চিৎ ভঙ্গ করিতেছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বক্‌সী মনোহর বাবুকে সম্বোধন ক'রে বল্লে,

"তা হ'লে হুজুর, গোলামের উপর এখন কি হুকুম হচ্চে। মনোহর বাবু তাহার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে খুব গম্ভীরভাবে ব'ল্লেন, "তুমি আর কি কর্ব্বে, এখন বাড়ী যাও; আমাকে যে কথা ব'লে নাচিয়েছিলে; তাতো এখন কেঁচে গেল; কাজেই একটা অন্য সুবিধা দেখ্‌তে হবে। মিছা-মিছি কেলেঙ্কার কর্য়্যাতো আর ভদ্রলোকের কাজ নয়! এমন ফাঁদে ফেল্‌তে হবে যে, কোন রকমে যেন কেটে বেরুতে না পারে। আমি কাল সকালে বাড়ী যাইব এবং তিন দিন পরে আবার আসিব; সেই সময় তুমি আমাদের উকীলের বাসায় আসিবে, যা ভাল হয় করা যাইবে।"

বক্সী আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া মনোহর বাবুকে একটা নমস্কার করিল এবং বাঁদিকের একটা গলি দিয়া কুসুমমণির চাঁদমুখ দেখবার জন্য বলরাম ঠাকুরের আখড়ার দিকে যাত্রা করিল।

বক্সী বিদায় গ্রহণ করিলে মনোহর বাবু আমার কাঁধে হাত দিয়া খুব স্নেহস্বরে আমাকে কহিল, "তুমি যদি ঐ বদমাইস ডাকাত বেটার বাড়ী থাক, তাহ'লে নিশ্চয় একদিন মহাবিপদে পড়্‌বে। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার ও রকম বদ জায়গায় থাকা কখনই উচিত নয়। তুমি আমার সঙ্গে চল, পরমসুখে থাকবে, আমাদের বাড়ীতে বামুন আছে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। আমি বাবাকে ব'লে তোমার একটা ভাল চাকরী ক'রে দেবো, তা হ'লেই তুমি চিরকাল সুখে কাটাইতে পার্ব্বে।"

আমি মনোহর বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; কারণ হরকিশোর বাবুর পাপ সংসার পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয় বলিয়া বোধ হইল। হর-কিশোর বাবু যে আমার কেহ আপনার জন নহে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; আমার প্রতি গিন্নীর যে কিরূপ স্নেহ, তাহার অন্তর যে কি প্রকার সরল, তাহাও জানিতে আমার বাকী নাই; কাজেই তাহাদের ত্যাগ করিয়া মনোহর বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার মনে কোন দ্বিধা হইল না। একমাত্র কমলকুমারীর জন্য হরকিশোর বাবুর বাটী পরিত্যাগ করিতে আমার মন সরিত না, সেইজন্য বক্সীর ন্যায় ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; কিন্তু সে দিন কমলকুমারীর মুখের কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার ন্যায় তাহার মনেও ঘোর সন্দেহানল প্রজ্জলিত হইয়াছে; কাজেই কর্ত্তা গিন্নীর উপর তাঁহার যে অন্ত-

রের ভক্তি অনেক পরিমাণে কম হইবে, তাহা নিশ্চয়। সুতরাং ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, জগদীশ্বর যদি কৃপা করে এ অধীনকে সুদিন দেন, তাহ'লে আমার আশাতরু ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে না।

(এ সংসারে হতাশ হৃদয়ে আনন্দের লহরী তুলিতে,—শোক-বজ্রে বিদগ্ধ অন্তরকে সুশীতল করিতে,—দুর্ভেদ্য ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ আলোক দেখাইতে, আশা ব্যতীত আর কেহই সক্ষম নহে। দারুময় পুত্তলিকা যেমন সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নৃত্য করে, তেমনি জীব আশা-সূত্রে বদ্ধ হ'য়ে এই সংসার রঙ্গভূমে অভিনয় করিতেছে। যে দিন সে সূত্র বিচ্ছিন্ন হইবে, সেই দিন মনুষ্য ও মনুষ্যত্ব উভয়ই লয় হইয়া যাইবে। যিনি সংসারের প্রলোভনে পদাঘাত ক'রে, সকল প্রকার সুখ ভোগ বিসর্জ্জন দিয়ে একান্ত মনে শ্রীকান্তের চরণ সেবায় চঞ্চল মনকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিও আশার দাস—বাসনার বশম্বদ। যাহার অন্তর গঙ্গাজলের ন্যায় নির্ম্মল, হৃদয় যাবতীয় সদ্‌গুণের নিকেতন, তাহারও অন্তরে শুভ্রবস্ত্রে অঞ্জন বিন্দুর সম আশা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। কেহই আশাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে জীবন ধারণ করিতে পারে না; কায়া সনে ছায়ার মতন আশা চিরকালই সকল অবস্থাতে মনুষ্যের চিরসহচরী হইয়া থাকিবে। গভীর সমুদ্রে নিপতিত ব্যক্তি এক খণ্ড কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহাই আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষার উপায় করে, তেমনি নিরাশার আক্রমণে প্রাণ যখন নিতান্ত কাতর হয়, অন্তরে যখন তুষের আগুণ প্রজ্জলিত হয়ে উঠে, সেই সময় আশার শরণাপন্ন হইয়া মানব তাপিত-হৃদয় শীতল করিয়া থাকে। দগ্ধ মরুক্ষেত্রে চন্দন সিঞ্চনের ন্যায় কুহকিনী আশারি কুহকে অন্ধকারময় প্রাণে আনন্দের ক্ষীণ আলোক প্রবেশ করে, তাতেই শোক তাপে জর্জ্জরিত মানব জীবিত থাকিতে সমর্থ হয়।)

আমিও তেমনি কুহকিনীর কুহকে আবদ্ধ হ'য়ে মনে মনে স্থির করিলাম যে, এই ধনী যুবকের কৃপায় যদি নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় কমলকুমারী আমার হইতে পারে। আমি এই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া মনোহর বাবুর সহিত যাইতে লাগিলাম, হরকিশোর বাবুর বাটী ফিরিতে আমার আদৌ স্পৃহা হইল না। তাঁহার ও গিন্নীর প্রতি মমতা যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ক্রমে আমরা মনোহর বাবুর উকীলের বাসার নিকটে উপস্থিত হইলাম; বাবু দরজায় ধাক্কা দিবামাত্র একজন ভৃত্য আসিয়া দোর খুলিয়া দিল, আমরা উপরের বৈঠকখানায় গেলাম এবং সামান্য জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম।

প্রভাতে মনোহর বাবু উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন; উকীল মহাশয় খুব বিনীতভাবে আহারাদি করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, অগত্যা আমরা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলাম।

মনোহর বাবুর সহিত আলাপ করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি অতি বিনয়ী ও অমায়িক ব্যক্তি; গর্ব্ব তাহার অন্তরে এখন ততদূর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনি একজন ধনীর সন্তান, বিপুল বিভবের অধিপতি। আমি কপর্দ্দকশূন্য পথের ভিখারী তাহার অনুগত ও আশ্রয় প্রার্থী, কিন্তু তথাপি তিনি অতি সদয় ভাবে বন্ধুর ন্যায় আমার সহিত কথা বার্ত্তা করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম তাহার হৃদয় অনেক প্রকার সদ্‌গুণে মণ্ডিত, বোধ হয় কেবল মাত্র কুসঙ্গে পতিত হইয়া কুপথের পথিক হইয়াছেন—অনিত্য আমোদে মত্ত হইয়া দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে বিফলে ব্যয় করিতেছেন। (এইজন্য পণ্ডিতেরা সঙ্গীনির্ব্বাচনে বিশেষ সাবধান হইতে আদেশ করিয়াছেন। কারণ সঙ্গ দোষেই নিতান্ত সাধু ব্যক্তির বিমল চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়ে এবং অসৎ কার্য্যের প্রতি যে চিরন্তন বিদ্বেষ, তাহা শিথিল হইয়া যায়। সুতরাং দেবতার ন্যায় স্বভাব সম্পন্ন সাধু ব্যক্তি যে পশুবৎ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? কুসুম সংসর্গে জল যেরূপ সুরভিত হয়, তেমনি নিজে গুণহীন হইলেও গুণবানের সহবাসগুণে গুণীগণের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হয়। একমাত্র সঙ্গীর দোষগুণে নিজেকে চিরকাল সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়।)

এই মনোহর বাবু কেবল মাত্র অসৎ সংসর্গে মিশ্রিত হইয়া এতদূর অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। মেঘে যেমন পূর্ণিমার শশীকে আচ্ছাদিত করে, তেমনি নিয়ত পাপাচরণের দ্বারায় এঁর হিতাহিত জ্ঞান ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে! শেষে ইনি ও বক্‌সি প্রভৃতির ন্যায় একজন ঘোর নিষ্ঠুর হইয়া নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য শত শত নিরপরাধ সাধু ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। যদিও নীচ সহবাসে এই যুবকের

অন্তর নিতান্ত কলুষিত হইয়াছে, কিন্তু এখনো হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন হয় নাই; সদুপদেশ রূপ সলিল সিঞ্চনে ইহার জ্ঞানতরুর এখন বিকাশ হওয়া অসম্ভব নহে।

আমি মনোহর বাবুর সহিত নানারূপ কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। অবসর বুঝিয়া বকুলীর প্রকৃত পরিচয়ের অনেকটা আভাস তাঁহাকে দিলাম। তিনি শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, তাঁহার অন্তরের ভ্রম কতক পরিমাণে কমিয়া গেল। অপাত্রে বিশ্বাস করিবার ফল যে কিরূপ বিষময়, তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন; বকুলীর প্রতি যে সন্দেহ হইয়াছিল, আমার কথা শুনিয়া তাহা এক্ষণে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

আমার প্রতি মনোহর বাবুর সদয় ব্যবহার দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমার কথায় তিনি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই। বৈকালে তিনি দুই খানি পাল্কী আনিতে অনুমতি করিলেন, আমরা তাহাতে চড়িয়া বাবুর বাটী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং গঙ্গা পার হইয়া সন্ধ্যার পর আজীমগঞ্জে উপস্থিত হইলাম।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

## নূতন কর্ত্তা।

আমার বাসের জন্য মনোহর বাবু তাঁহার উপরের বৈঠকখানার পাশে একটী ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, আমি তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম, একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া রুটী ও ডাল দিয়া গেল; আমি আহার করিয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিলাম।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি যে, মনোহর বাবুর বাড়ী খুব বড়মানুষি ধরণের; সামনে খুব বড় বড় জোড়া থাম, দেখলে হঠাৎ কোন রাজা রাজড়ার বাড়ী ব'লে ভ্রম হয়। হিন্দুর বাড়ীর প্রধান চিহ্ন ঠাকুরদালান সে বাড়িতে নাই, কেবল চারি দিকে নাচঘরের ন্যায় বড় বড় ঘর ও উপর নিচে সমান চক। বাড়ীটা দুই মহল; অন্দরমহলের পর খিড়কীর বাগান ও পুষ্করিণী আছে।

আমি মনোহর বাবুর বিভব দেখিয়া মনে মনে খুব আনন্দিত হইলাম।

তিনি যে একজন খুব ধনী ব্যক্তি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না; আমার জীবনে কখনও এত বড় বাড়ী দেখি নাই, সুতরাং নিতান্ত ভীত মনে তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বে আমি মনোহর বাবুর পিতার নাম মাত্র শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিলাম, কর্ত্তার বয়স প্রায় ৬০ বৎসরের কাছা কাছি হইবে; বর্ণ কালো; কিন্তু বড় মানুষ হওয়ায় সেই কালো বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণে পরিণত হইয়াছে। মুখখানি গোল, চক্ষু দুটী ছোট, নাকটি উন্নত ও ভ্রূযুগল পরস্পর যুক্ত হইয়া আছে। কর্ত্তার গোঁফটি পেকে শাদা হয়ে গেছে, কিন্তু মমতা প্রযুক্ত সেগুলি এখনো ফেলতে পারেন নাই।

কর্ত্তার হাত পাগুলি খুব মোটা, ভুড়িটা প্রকাণ্ড, বুক কাঁদ ঘন লোমে আচ্ছাদিত; দেখ্‌লে হঠাৎ একখানি ছোট শাকের খেৎ বলে বোধ হয়। কর্ত্তা যখন রাস্তায় চলেন, তখন ভুঁড়িটা ৩। ৪ হাত আগে আগে যায়, এইজন্য সকলে তাঁহাকে ভুঁড়ো কর্ত্তা ব'লে ডাকে! বিশেষ কেহই তাহার নাম ধরিয়া ডাকে না; কারণ প্রবাদ আছে, তা হ'লে হাঁড়ি ফাটা দূরের কথা, বকনো অবধি ফেঁসে যায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ত্তা এলিস সাহেবের কুঠীর দাওয়ান; সাহেব সে সময় একজন খুব ক্ষমতাবান ব্যক্তি, খোদ নবাব অবধি তাঁহাকে উত্তমরূপে চিনিতেন। পাটনা, রাজমহল, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে সাহেবের বিস্তর কুঠী ছিল। প্রত্যেক কুঠীতেই দুই এক সহস্র সিপাহী থাকিত, তাহাদের সাহায্যে ও আমলা বাবুদের পরামর্শে সাহেব দিনের বেলায় সম্পন্ন তাঁতিদের বাটী যাইয়া দাদনের টাকা আদায় করিয়া আনিতেন। ইচ্ছা হইলেই যাহাকে হোক গ্রেপ্তার করিয়া নিজের গারদে পচাইতেন; কাহারো কোন কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। সাধারণ প্রজাবর্গ সকলেই সাহেবকে রাজ-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত।

কোম্পানী সেই সময় বণিক হইতে রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। পলাশীক্ষেত্র হইতে ভারত-রাজলক্ষ্মী মুসলমানের গৃহ ত্যাগ করিয়া ইংরেজদিগের শিবিরে প্রবেশ করিয়াছেন; কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ সে সময় ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব বঙ্গোপসাগরের জলে নিক্ষেপ করিয়া এদেশে পদার্পণ করিতে লাগিলেন এবং কিসে অল্প দিনের মধ্যে বিপুল বিভবের অধিপতি হইয়া দেশে গিয়া

বড়মানুষি করিবেন, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সুতরাং অসহায় গরীব প্রজাগণ নিয়ত দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

যিনি রাজা—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন যাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, তিনি এক্ষণে সাক্ষীগোপালমাত্র! প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ বাহাদুরই সেই সময় দেশের রাজা। কৃতঘ্ন—মনুষ্য নামের অযোগ্য মীরজাফর নামে নবাব; কিন্তু টাকা আদায় ও শান্তিরক্ষার ভার ইংরেজদিগের উপর! সুতরাং সেই সমস্ত অর্থ-পিশাচ ইংরাজকর্ম্মচারী যে, প্রকাশ্যভাবে নিজের স্বার্থের জন্য প্রজার রক্ত-শোষণ করিত, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কাজেই ধনীর ধন, সুন্দরীর ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিল; মূর্খ নবাব নিজের দোষেই বিষহীন সর্পের ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছেন, তিনি এখন নিজের আয়াসেই উন্মত্ত! রাজ্যের কোন সংবাদ রাখা তাঁহার আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন না। কাজেই জনকয়েক অল্প বয়স্ক অপরিণামদর্শী কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্মচারী তখন বাঙ্গালার ভাগ্যদেবতা হইয়াছেন; তাঁহাদের ইঙ্গিতেই সমস্ত রাজকার্য্য চলিতেছে; স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালায় কিছুরই অভাব নাই। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের লম্বোদর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ইণ্ডিয়ায় আশার সাধ মিটিয়া গেল!

এখন নবাব বাহাদুর নিতান্ত দুর্ব্বল ও ইংরাজদের হাতে কলের পুতুলের ন্যায় হওয়ায়, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নিতান্ত সুবিধা হইয়াছিল, তাহারা মনের সাধে অত্যাচার করিয়া নিস্তার পাইত, কেহই তাহাদের বাধা দিতে সক্ষম হইত না। বিশেষ সে সময় সুচতুর কৌশলজ্ঞ ক্লাইভ বাহাদুর স্বদেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহার স্থানে ভান্সিটার্ট নামে যে লোক নিযুক্ত হইলেন, তিনি তাঁহার ন্যায় ততদূর কার্য্যদক্ষ ছিলেন না। কাজেই অত্যাচারী কর্ম্মচারীবর্গ নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় নিঃসহায় প্রজাদের পদদলিত করিয়া সগর্ব্বে ভ্রমণ করিত।

কোম্পানীর সমস্ত প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত এলিস সাহেবের খুব বন্ধুত্ব ছিল। সকলেই সময়ানুসারে তাঁহার কুঠীতে আসিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিত; কুঠী ব্যতীত সাহেবের অনেক জমিদারী ছিল, সুতরাং সে সময় সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! বড় বড় জমিদার সাহেবের নিকট অধীনতা স্বীকার

করিত; কি মাল মকদ্দমায়, কি দাঙ্গা হাঙ্গামায় সকল বিষয়েই সাহেবের জয় হইত। কাজেই আপামর সকলেই সাহেবের নামে ভয় করিত। ফলতঃ সে সময় এলিস সাহেব একটী ছোট খাট নবাবের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মনোহর বাবুর পিতা এ হেন সাহেবের দাওয়ান, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী; ইহারই উপর এক রকম আজীমগঞ্জের কুঠীর ভার অর্পিত আছে। যদিও কর্ত্তার বেতন ৫০ টাকা, কিন্তু তিনি মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তাহারই বুদ্ধির জোরে সাহেবের রেশমের কারবারে খুব লাভ হইয়াছিল, কাজেই সাহেবের কাছে কর্ত্তার বেশ খাতির আছে। কর্ত্তা সাহেবের একজন প্রবীণ আমলা; অর্থের জন্য হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন করিয়া অনেক গরীবের স্বর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক এই মনিবের কারবারের উন্নতি করিয়াছেন ও নিজেও সেই সঙ্গে বড় মানুষ হইয়া পড়িয়াছেন।

কর্ত্তা নিজের বুদ্ধির জোরে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে বিধাতার কিরূপ বিশ্বাসী ব্যক্তি, তাহা এক কথায় পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে কেহই কর্ত্তার নাম করে না; পাছে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এই ভয়ে তাহার বাটীতে মুষ্টি ভিক্ষা নাই; তিনি এখনও গাম্‌চা হাতে করিয়া নিজে বাজার করিতে যান; চাকরদের উপর তামাকের গুলের পরতাল নেন; বাগানের নারিকেল পাতাটি অবধি রাস্তার ধারে সাজিয়ে রেখে নিজে বিক্রয় করেন; যদি কখন কোন বিদেশী নূতন অতিথি ভ্রমক্রমে তাঁহার বাড়ীতে আসে, তাহা হইলে তখনই তাড়াইয়া দেন; বাড়ীর সরকার যদি একটী পয়সা অধিক খরচ করে, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে তুমুল বিবাদ আরম্ভ করেন; ফলতঃ একটী পয়সাকে তিনি গায়ের রক্ত হৃদয়ের অস্থির ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন। বাজে খরচ তাঁহার সংসারে আদৌ নাই; তিনি যে ঘরে বসেন, সেই খানে কেবল একটী আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে। তা ছাড়া এত বড় বাড়ীটা অন্ধকার হইয়া থাকে। তিনি এ সংসারে কেবল মাত্র সঞ্চয় করিতে আসিয়াছিলেন, ভোগ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে; তিনি তাঁহার লোহার সিন্দুকে স্তূপাকার মোহর দেখিয়া মনে মনে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতেন।

সদা সর্ব্বদা কৃপণ পিতার যেমন অপব্যয়ী পুত্র জন্মগ্রহণ করে, ইহাঁরও

কাজেই তিনি সকলের কাছে কৈবর্ত্তের পরিবর্ত্তে কায়স্থ ব'লে পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং অনেক টাকা খরচ করিয়া এক কায়স্থ কন্যার সহিত নিজের পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহ দিতে কর্ত্তার কিছু ব্যয় হইয়াছিল এবং সেই জন্য তাঁহার ভুঁড়ির একস্থানে টোল পড়িয়া গিয়াছে।

কর্ত্তা বাজে খরচ আদৌ ভালবাসেন না; কাজেই তাঁহার বাড়ীতে কেহ কখন পাতা পাড়ে নাই। তিনি মুখেই সকলের কাছে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাঁহার পিতামহ যে এক জন কুলীন কায়স্থ ও যশোহরের রাজা প্রতাপ আদিত্যের কুটুম্ব ছিলেন, তাহাও মধ্যে মধ্যে লোকের কাছে বলিতেন; ফলতঃ ঘরামি রামকৃষ্ণের পৌত্র দাওয়ান হলধর টাকার জোরে কৈবর্ত্ত হইতে কায়স্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কর্ত্তার অন্য অন্য জ্ঞাতিরা সেই আজিমগঞ্জে বাস করিতেছে; তাহাদের অর্থ নাই, কাজেই তারা কৈবর্ত্ত, আর আমাদের কর্ত্তা একেবারে কুলীন কায়স্থ হইয়াছিলেন।

আমি কর্ত্তার কাছে যে কথা স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমে ফলে পরিণত করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। এক দিন মনোহর বাবুকে বেশ প্রফুল্লিত দেখিয়া বিনয় সনম্র স্বরে অনেক গুলি কথা কহিলাম; কুলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম; পতিব্রতা সতীকে মনোকষ্টে দগ্ধ করা যে ঘোর নিষ্ঠুরের কার্য্য ও তাহার পরিণাম যে, নিতান্ত বিষময়, তাহাও বলিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। প্রথমে আমার মনে মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, হয় ত আমার এই প্রকার অনধিকার চর্চ্চায় মনোহর বাবু বিরক্ত হইবেন; কিন্তু আমি দেখিলাম যে, আমার উপর তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরং আমার অনুরোধে চরিত্র সংশোধন করিতে— নীচ লোকের সহবাস ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সুতরাং মনোহর বাবুর এই উদারতা দর্শনে আমি মনে মনে নিরতিশয় প্রীত হইলাম।

মনোহর বাবুর বাড়ীতে আসা অবধি আমার পার্‌সী পড়া বন্ধ হইয়া গেল; আমি কর্ত্তার উপদেশানুসারে ইংরাজী পড়িতে মনস্থ করিলাম। মনোহর বাবু এক জন শিক্ষক ঠিক করিয়া দিলেন, আমি প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতে পড়িতে যাইতাম। ফলতঃ মনোহর বাবুর অনুগ্রহে আমি তাঁহার বাটীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলাম।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

## অলকা-সুন্দরী।

চারি দিন পরে মনোহর বাবুর মুরশিদাবাদে উকীল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক হইল; কারণ সে সময় তাঁহার পিতা অনেক জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন, কাজেই মামলা মোকদ্দমার বিরাম ছিল না! কর্ত্তা নিজের চাকরী লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, কাজেই এই সব কাজের ভার তাঁহার পুত্রের উপর অর্পিত ছিল।

সে সময় দাওয়ানী সংক্রান্ত উচ্চ আদালত মুরশিদাবাদে ছিল; কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট নামক মহারাণীর খাস আদালত স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল ফৌজদারী মোকদ্দমার মীমাংসা হইত ও পাছে বিচার-বিভ্রাট ঘটে, এই জন্য জজ বাহাদুরেরা নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য অন্য অন্য মোকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিতেন। সে সময় সুপ্রিমকোর্টের জজ বাহাদুরদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাঁহারা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অনুরোধে আকৃষ্ট হইয়া কিরূপে সেই অপরিসীম ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন, তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত আছে; যত দিন জগতে বিদ্যা-শিক্ষার প্রচলন থাকিবে, তত দিন ইতিহাসের সেই কয়েক ছত্র ন্যায়পরায়ণ সুসভ্য ইংরাজ জাতির কলঙ্কের স্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যমান থাকাই সম্ভব। কারণ তাঁহারা পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া ঘোর অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; সুতরাং বানরের গলায় মুক্তামালার ন্যায় কোম্পানী যে অপাত্রে বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছিলেন ও তাহার জন্য সহস্র সহস্র নিরপরাধ প্রজা যে, অত্যাচারানলে দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

মনোহর বাবু আমাকে সঙ্গে লইতে অনিচ্ছুক হইলেন; কাজেই আমি বাড়ীতে রহিলাম। আমি বাবুকে বক্সী প্রভৃতি বদমাইস লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলাম; তিনি আমার কথা শুনিয়া একটু মুচ্‌কে হেসে উত্তর করিলেন, "আমাকে সাক্ষাৎ কর্ত্তে হবে না, আমি মুরশিদাবাদে গেলে বক্সী বেটা নিজে এসেই সাক্ষাৎ কর্ব্বে। কারণ এখন

তার আশা মেটে নাই! প্রথমে আমি কিছু ব'লবো না, কিন্তু শেষকালে বেটাকে এমনি জব্দ করে ছেড়ে দেবো যে, অনেক দিন অবধি তার মনে থাক্‌বে! বেটা আমাকে সেই রাত্রে যেমন বিপদে ফেল্‌বার যোগাড়ে ছিল, আমিও তেমনি তার উপযুক্ত শোধ লইব।

মনোহর বাবুর কথা আমার মনোনীত হইল না; কারণ বক্‌সীর যতই কুমতলব থাকুক না, ওঁরও নিজের দোষ ছিল—উনি লোভে আকৃষ্ট হইয়া অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন, বক্‌সীর ন্যায় বদমাইস মিথ্যাবাদীর কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সেরূপ কুকার্য্যের যেরূপ পরিণাম হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছিল! ইহাতে বক্‌সী একাকীই কখন অপরাধী হইতে পারে না। শেষে কেবলমাত্র নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য হরকিশোর বাবুকে বিপদে ফেল্‌বার যোগাড়ে ছিল। ডাকাতদের মিত্রতা প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে; দুই জন ডাকাত এক সঙ্গে গ্রেপ্তার হইলে, এক জন তখনই সরকারী পক্ষের সাক্ষী হইয়া সঙ্গীর দোষ সপ্রমাণ করিয়া দেয়! ইহাতে প্রায় কোন দোষ হয় না। কিন্তু ভদ্রসন্তান হইয়া যদি কেহ এই সব দুর্বৃত্তদের সহিত সংস্রব রাখেন, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে তিনিই অপরাধী—তাঁহারই অবিবেচকতার জন্য অপার দুঃখ ও অনুতাপকে চিরদিনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, নিজেকেই তাহা ভোগ করিতে হইবে; অন্যের উপর দোষারোপ করা অন্যায়।

আমি মনোহর বাবুকে প্রকাশ্যে বলিলাম, "বদমাইস লোকের সঙ্গে থাক্‌লেই মহা মহা বিপদে পড়্‌তে হয়; সেই জন্য বুদ্ধিমানেরা তাদের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করেন। এই সংসারে কেহই চিরদিন পাপকার্য্য করিয়া পরিত্রাণ পায় না, এক দিন সকলকেই তাহার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। বক্‌সী কখনই এই সাধারণভোগ্য নিয়মের বহির্ভূত নহে, সুতরাং যিনি জগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তিনিই পাপীকে তাহার উপযুক্ত দণ্ড দিবেন; আপনার আর সেই সব ভয়ানক লোকের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ তাদের অন্তর পাষাণ অপেক্ষা নীরস, সর্ব্বপ্রকার অপ-কর্ম্মের আধার ও সয়তানের আবাসভূমি! ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের সহিত তাদের চিরবিবাদ। তারা আকারে মনুষ্য হইলেও কার্য্যে পশু অপেক্ষা হেয়! নরক-কুণ্ড সম সেই নীচ হৃদয়ে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইলে তারা সকল প্রকার

অকার্য্য করিতে সম্মত হয়! সুতরাং সর্প অপেক্ষা ক্রুর বক্‌সী প্রভৃতির বদমাইস লোকের সহিত শত্রুতা করা বুদ্ধিমানের কখনই কর্ত্তব্য নহে।

আমার কথা শেষ হইলে মনোহর বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে বাবু হাসির বেগ একটু কম করিয়া আমাকে কহিলেন, "পাগল আর কি! তুমি এত ভয় পাও কেন? সে বেটারা বদমাইস লোক, আর আমরাও ত নেহাৎ লক্ষী ছেলে নই! আমাদেরও পাল্লায় ভাল ভাল লোক আছে, টাকা খরচ ক'র্‌লে তারাও রাতকে দিন ক'ত্তে পারে। তুমি সে দিন বক্‌সীর ঠিকানা ব'লতে ব'লতে যে বলরাম ঠাকুরের আখড়ার কথা উল্লেখ করেছিলে, ও রকম আখড়া এখানেও আছে। রকম বেরকম লোক রাত দিন সেখানে হাজির থাকে। আমি বলরাম ঠাকুরের আখড়ার নাম শুনেছিলাম, কখনও যাই নাই; কিন্তু এখানকার আলি আখ্ড়া তার চেয়ে খুব বড়—খুব গুলজার! একবার ফৌজদারের বরকন্দাজদের সহিত দাঙ্গার সময় আখড়ার ভিতর থেকে প্রায় দেড় শত লেঠেল বেরিয়েছিল; শেষকালে মুরশিদাবাদ থেকে ফৌজ এসে তবে দাঙ্গা থামায়! এই ঘটনাতে তুমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লে যে, আলি আখড়া কেমন গুলজার জায়গা। তুমি সেখানে গিয়ে যে রকমের লোক খুঁজবে, তাই পাবে; কোন কাজে তারা 'না' ব'ল্‌তে জানে না। তোমার যদি সখ হয়, তা হ'লে জুন সাহেবের বাজারের বাঁদিক্‌কার গলি ধরে যেও, ঠিক আলি আখড়ায় গিয়ে উপস্থিত হবে। তুমি সেখানে গিয়ে আমার নাম ক'রো, খুব খাতির পাবে; কারণ আখড়ার ছোট বড় সকল সভ্যগণই আমাকে চেনে—আমি কোন অনুরোধ কল্লে কেউ মাথা নাড়্‌তে পার্‌বে না। বিশেষ আখড়াধারী আলি ইব্রাহিম খাঁ আমাকে খুব মান্য করে, দুই একটা কাজে আমি বেটাকে অনেক টাকা দিয়াছি; কাজেই আমার গোলাম হ'য়ে আছে। বক্‌সী বেটা ভেতরকার সব কথা জানে, কাজেই হঠাৎ সে আমার সহিত শত্রুতা করিতে সাহস করিবে না! ঐ বক্‌সী বেটা আমাকে আলি আখড়া থেকে দম দিয়ে হরকিশোর বাবুর বাড়ী ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বেটা বেশ জানে, আখড়ার সর্দ্দার খাঁ বাহাদুর আমার বিশেষ অনুগত! কাজেই আমি কড়া কথা বল্লেও ও বেটা সহ্য কর্ব্বে। কারণ সে জানে, আমি মনে করলে তাকে নিশ্চয় বিপদে ফেল্‌তে পারি। যে যেমন লোক, তার প্রতি সেই রকম ব্যবহার

করাই উচিত; তাতে কোন পাপ হয় না। কিন্তু তবু তুমি যখন আমার ভালোর জন্য নিষেধ ক'চ্চ, তখন আমি আর কোন বিশেষ হাঙ্গামা বাধাবো না। বক্‌শী বেটা যদি আসে, তা হ'লে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো।

আমি মনোহর বাবুর কথায় আর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলাম না; তিনি আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

মনোহর বাবু প্রস্থান করিলে আমার কিঞ্চিৎ কষ্ট হইল,—কারণ রাত্রির সেই রুটি বন্ধ হইয়া গেল! কাজেই কর্ত্তার বন্দোবস্ত মত দুই বেলা সমান ভাবে উদরদেবের পূজা করিতে লাগিলাম।

কর্ত্তার পরিবারের মধ্যে তাঁহার পুত্রবধূ, এক বিধবা শালী ও একটা বুড়ো ঝি। কর্ত্তার স্ত্রীবিয়োগ হইলে শিশু পুত্রের লালন পালনের জন্য তাঁহার শালীকে বাড়ীতে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; আর মাহিনা দিতে হয় না ব'লে বুড়ো ঝিটার এখনও চাকরী আছে।

কর্ত্তার সদরের আমলার মধ্যে একজন; তাঁকে বাজার সরকারী হ'তে দাওয়ানী অবধি সব কত্তে হয়! বাগানের নারিকেল পাতা বিক্রয়ের হিসাব হইতে মফস্বলের নায়েবের নিকাস অবধি তিনি নেন। মাহিয়ানা কিন্তু ৬৲ টাকা, তাও আজ দেড় বৎসর পান নাই; তথাপি চাকরীর প্রতি তাহার মমতার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। কারণ বিনা বেতনেও তিনি পরম সুখে পরিবার প্রতিপালন করিতেন; সংসারে কিছুরই অভাব হইত না। কাজেই মাহিয়ানা চাহিয়া কর্ত্তাকে আর বিরক্ত করিতেন না।

কর্ত্তার এই আমলার নাম নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী; চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেশ, চতুর লোক, কর্ত্তার স্বভাব খুব বোঝেন। কর্ত্তা নূতন বড় মানুষ হ'লে প্রথমে ইনি আমলার পদ গ্রহণ করেন এবং সেই অবধি অতি সুখ্যাতির সহিত কাজ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রথমে ৫॥০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন এবং প্রায় পনের বৎসরে আট আনা বৃদ্ধি হইয়া ৬৲ টাকা হইয়াছে; কিন্তু তথাপি নিজের বুদ্ধির গুণে চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তার সংসার হইতে প্রায় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছাড়া নিধিরাম নামে কর্ত্তার এক অতি পিয়ারের খানসামা আছে; সে বেটা যদিও আজ প্রায় দুই বৎসর যাবত মাহিয়ানা পায়

নাই, তবু চাকরী ছাড়িতে চায় না। কারণ কর্ত্তার অসাক্ষাতে সে নিজের রোজ গণ্ডা রীতিমতপোসাইয়া লয়। কর্ত্তা চুরি বাঁচাইবার জন্য তামাক টুকু নিজের হাত বাক্সের ভিতর কোম্পানীর কাগজের পাশে রাখিয়া দেন, নিজে ভাঁড়ারে গিয়া ডাল চাল এমন কি কলা পাতাগুলি অবধি গুণিয়া বাহির করিয়া দেন; কিন্তু এদিকে গুণের নিধিরাম বাগানের ভাল ভাল ফল ও পুকুরের বড় বড় মাছ ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করতঃ প্রত্যহ তিন চার টাকা উপার্জ্জন করে! কারণ সে জানে, কর্ত্তা ভাল জিনিস কখনই ভোগ করিবে না। বিশেষ কর্ত্তা যেমন কৃপণ, তাহার পুত্র তেমনি অপব্যয়ী, এক টাকার স্থানে দশ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হয়; পাঁচ টাকার কম প্রায় কাহাকেও বক্‌সিস দেয় না, কাজেই কর্ত্তার ছেলের নিকট হইতে তাহার বেশ দুপয়সা আদায় হইত; সেইজন্য মাহিয়ানার তত তোয়াক্কা রাখিত না। নিধিরামের চাকরীর আর কোন সুখ ছিল কি না, তা আমি তখন জানি না; কিন্তু নিধিরাম বড় ফিট্‌ফাট্ থাকিত। চব্বিশ ঘণ্টা মাথায় বাঁকা সিঁথি, কাণে আতর, গালে পান, কোঁচানা কাপড় পরা দেখিয়া আমার অনুমান হইয়াছিল যে, এই খানসামার চাকরীর সুকিঞ্চিৎ সুখ আছে।

একজন উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণ আমাদের রসুই করিত, কর্ত্তা তাহাকে ৭৲ সাত টাকা বেতনের নিজ আফিসে একটী চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কর্ত্তার বাটীতে দুবেলা রসুই করিত, কাজেই নিজের বাসাভাড়া লাগিত না—কর্ত্তাকেও মাহিনা দিতে হইত না; তিনি ইহা সুবিধা বুঝিয়া পেটভাতায় রসুয়ে ব্রাহ্মণ রাখিয়াছেন।

কর্ত্তার এই সামান্য পরিবার, কাজেই এত বড় বাড়ীখানা খাঁ খাঁ করিত। আমি একদিন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কর্ত্তা এমন কৃপণ লোক হ'য়ে কিজন্য এত টাকা খরচ ক'রে এ রকম বড় বাড়ী তৈয়ারী কল্লেন? চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার কথা শুনে একগাল হেসে উত্তর কল্লেন, "টাকা খরচ ক'রে এত বড় বাড়ী আর ও বেটা কঞ্জুসকে কত্তে হয় না, তা হ'লে ভুঁড়ি শুকিয়ে যেতো; বেটা পেটে কিছু খায় না, বৈকালে আফিস থেকে এসে কাঁচা পেঁপে খেয়ে জল খায়, তবু ভুঁড়ি তো কমে না! যেন দিন দিন বাড়ছে। বেটা বিধাতার বড় বিশ্বাসী পাত্র; একটী পয়সা যেন বুকের হাড়, হাত দিয়ে জল অবধি গলে না; কেবল কায়স্থ হবার

লোভে এক বেটা ভাসা বাঙ্গাল কায়েতকে ২০০০৲ টাকা দিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিবাহ দিয়েছিলো, তাতেই বলে যে, আমার ভুঁড়ির এক ধারে একটু টোল খেয়ে গেচে। পূর্ব্বে এই বাড়ীটা রামসদয় বসাক বলে একজন বড় মানুষ তাঁতীর ছিল। সাহেবের দাদনের টাকা শেষে দিতে না পারায় তার সর্ব্বস্ব বেচে নেয়—তাতেও পরিশোধ না হওয়ায়, শেষে সিপাহীর সাহায্যে পরিবারদের তাড়াইয়া দিয়া বাড়ীখানা সাহেব খাস দখল করেন। কিছুদিন পরে সাহেব কর্ত্তার কাজ কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ এই বাড়ীখানি দান করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। রামসদয় বসাক সাহেবের কুঠী হইতে ১০০০৲ টাকা দাদন লইয়াছিল, কিন্তু কেবল মাত্র কর্ত্তার কলমের গুণে তাঁহার দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি গিয়াও দাদনের টাকা শোধ হয় নাই; এই গুণেই সাহেব কর্ত্তাকে তাঁহার দাওয়ান করিয়াছেন ও এতো বড় বাড়ীখানা দিয়াছেন। কিন্তু যে রকম করে এ বাড়ী নেওয়া হয়েছে, তা শুন্‌লে বুক ফেটে যায়! সেই জন্ত ব'ল্‌চি এই বাড়ী কখনই ভোগ হবে না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমিও বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এইরূপ পাপার্জ্জিত বিষয় ভোগ হওয়া অসম্ভব। কর্ত্তার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্ত তাঁহার ওরূপ পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কর্ত্তার মৃত্যু হইলেই সমস্ত বিষয় অসৎ ব্যয়ে নষ্ট হইয়া যাইবে; কারণ মনুষ্যত্ব হীন কঠিন হৃদয় নিচশায় কৃপণদের বহু-শ্রমলব্ধ অর্থের এইরূপই পরিণাম হইয়া থাকে।

মনোহর বাবু মুরশিদাবাদে গমন করিলে আমাকে দুই বেলা বাটীর ভিতর গিয়া আহার করিতে হইত; কাজেই কপাটের আড়াল হইতে ঘোমটার মধ্য দিয়া তাঁহার স্ত্রীর মুখখানি দেখিয়া ছিলাম। যদিও ভদ্রতার খাতিরে আমি ততদুর চক্ষু ভরিয়া দেখিতে সাহস করি নাই, তথাপি সেই উজ্জল নয়নের চঞ্চল কটাক্ষের মধ্যে যে জ্বালাময়ী উৎকট বাসনার লক্ষণ সকল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা আমি মুহূর্ত্ত মাত্র দেখিয়াই উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

মনোহর বাবুর স্ত্রীর বয়স আন্দাজ ১৭।১৮ বৎসর হইবে। বর্ণ খুব ফেঁকাসে, চুলগুলি কটা কটা, কপালখানা গড়ের মাঠের মতন চওড়া, ও পরেশনাথ-পাহাড়ের ন্তায় উঁচু; চক্ষু দুটী বেশ ভাসা ভাসা, কিন্তু তারা

বিড়ালের মতন কটা; নাকটি একটু বসা, মুখখানি ছোট, ঠোঁট দুখানি পুরু পুরু ও রাত্র দিন পানের পিকে রঞ্জিত, নাম অলকাসুন্দরী।

অলকাসুন্দরীর পিতার আদিম নিবাস ঢাকায়; তিনি ভূষি মালের দালালি করিতেন, কর্ম্মোপলক্ষে মুর্শিদাবাদে আসিয়া ছিলেন। কারণ সে সময় কলিকাতা অপেক্ষা মুর্শিদাবাদ বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। ইংরাজ বণিকগণ সে সময় এদেশ সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এদেশ-জাত সার শস্যরত্ন যে কোন উপায়ে হোক শোষণ করিয়া একেবারে সমুদ্র পারে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহারা দেশীয় বণিক্‌দের অপেক্ষা বর্দ্ধিত দরে শস্য ক্রয় করিয়া জাহাজে বোঝাই দিতেন; কাজেই দালালদের কাজ খুব উত্তমরূপে চলিত—সেই আশয়ে অলকাসুন্দরীর পিতা এদেশে আসিয়াছিলেন।

অলকাসুন্দরীর পিতার নাম রামশরণ গুহ; তিনি নিজেকে একজন প্রধান কুলীন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার পত্নী ও এক কন্যা সঙ্গে ছিল; শ্রীযুক্ত হলধর সরকার ওরফে ভুঁড়ো কর্ত্তা কায়স্থ হইবার লোভে তাঁহাকে ২০০০৲ টাকা দিয়া তাঁহার কন্যার সঙ্গে স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন! কিন্তু কিছু দিন পরে জনরব উঠে যে, এই বিবাহে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি হইয়াছে—কেহ কাহাকে ঠকাইতে পারে নাই। কিন্তু কর্ত্তা কুলোকের এই সব কুকথায় আদৌ বিশ্বাস করিতেন না।

কর্ত্তা এত টাকা খরচ করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন বটে, কিন্তু স্বার্থমিশ্রিত বিবাহের যেরূপ ফল হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছিল অর্থাৎ দম্পতীযুগলের আদৌ হৃদয়ের মিল হইল না। মনোহর বাবু বাল্যকালে পিতার কৃপণতার জন্য অতি কষ্টে লালন পালন হইয়াছিলেন; গরীব লোকের ছেলের ন্যায় তাঁহাকেও মুড়ি জলযোগ করিতে হইত! কাজেই জ্ঞানের সঞ্চার হইলে তিনি নিতান্ত বিলাসী ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার অসাক্ষাতে তিনি যে টাকা সংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার বাজে খরচ ও বাবুয়ানা উত্তমরূপে চলিত। মনোহর বাবু নূতন বাবু হইলে জনকয়েক অলক্ষীর বরযাত্র আসিয়া তাঁহার পারিষদের পদ গ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদের সহবাসে যত দূর সম্ভব, তাঁহার চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল। সেই সব পাপাত্মার সহায়তায় ও তাঁহার অর্থব্যয়ে অনেক অভাগিনী নারীজন্মের সার সম্পদ সতীত্বরত্ন

হইতে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছিল। সুতরাং মনোহর বাবুর সহিত তাঁহার পত্নীর সম্পর্ক এত কম ছিল যে, মধ্যাহ্নে আহারের সময় ব্যতীত আর প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। আমি মনোহর বাবুর ঈদৃশ গর্হিত আচরণ বুঝিতে পারিয়া দুই এক কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যে আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

মনোহর বাবু মুরশিদাবাদে যাইবার দুই দিন পরে রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়া আছি, ভালরূপ নিদ্রা হইতেছে না, অন্তর-সমুদ্রে নানা-প্রকার চিন্তার উদয় হইতেছে, এমন সময় বারাণ্ডায় কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি যে ঘরে শয়ন করি, তাহার পাশ দিয়া অন্দরমহলে যাইতে হয়; সুতরাং এতো রাত্রিতে কে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এ কর্ত্তার পদশব্দ নয়! তিনি নীচের ঘরে শয়ন করেন, রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীর ভিতর যাইবার কোন প্রয়োজন নাই; মনোহর বাবুও বাটীতে নাই। তাহা হইলে কে অন্দরমহলে যাইতেছে, দেখিবার জন্য শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম; কিন্তু আমাকে অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে হইল না, কারণ পথের ঘরে কাহারা কথা কহিতেছে শুনিতে পাইলাম। কাজেই আমি দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা স্পষ্টরূপে শুনিতে লাগিলাম। প্রথমে একজন স্ত্রীলোক বলিতেছে, "শুদু হাতে বেরুলে কষ্ট হবে, সেই জন্য আজও এ পাপ পুরীতে আছি; এখানে থাকৃতে এক দণ্ডও আমার ইচ্ছা নাই! কেবল কিছু টাকা যোগাড় ক'র্ব্বার অপেক্ষায় ব'সে আছি। পাছে ক্ষ'য়ে যায়, এই ভয়ে আমার গায়ের গহনাগুলো অবধি পোড়ারমুখো শ্বশুর লোহার সিন্দুকের ভিতর পূরে রেখেছে! আমার কপাল-ক্রমে সবই সমান হ'য়েছে—পোড়া বাপ টাকার লোভে এমন ঘরে বে দিলে যে, এক দিনের জন্য সুখের মুখ দেখ্‌তে পেলাম না! উনুনমুখো শ্বশুরকে দুখানা তরকারী দিয়ে ভাত দিলে রেগে কাঁই হয়! টাকা যেন ওর পরকালে সাক্ষী দেবে! যাইহোক্, যে কোন গতিকে দু পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত ক'ত্তে পাল্লেই তোকে নিয়ে কাশী যাবো।" রমণীর কথা শেষ হইলে পুরুষের মতন মোটা গলায় একজন উত্তর করিল, "অনেক দিন হ'তে ত এই কথা ব'লে আশা দিচ্চ, আমিও সেই আশায় বিশ্বাস ক'রে এই কঞ্জুস বেটার বাড়ী

কলায়ের ডাল আর ঝোগড়া চেলের ভাত খেয়ে আছি; তা না হ'লে আমার আর চাক্‌রী কর্ব্বার দরকার নাই। কারণ তোমার শ্বশুরের সাম্‌নে একটা স্ঁচ গলে না, কিন্তু পেছনে পালে পালে হাতী ঢুকে যায়! কাজেই আমিও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতন কিছু ক'রে নিয়েছি। তুমি যদি কোন গতিকে কঞ্জুস বেটার হাত থেকে তোমার গায়ের গহনাগুলো বার ক'রে নাও, তা হ'লে আর কিছু চাইনি; তোমার স্বামী ফিরে আস্‌বার আগেই আমরা দু জনে গাঁটচুড়ো বেঁধে কাশী যাত্রা করি।

ব্যাপার বুঝিতে আমার বাকী রহিল না; এই কয়েকটা কথা শুনিয়াই আমি জানিতে পারিলাম যে, কাহারা এই কথাবার্ত্তা কহিতেছে। একবার মনে হইল যে, এই দুর্ব্বৃত্তকে তাহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এখনই উপযুক্ত শাস্তি দি,! কিন্তু আবার ভাবিলাম, তাহা হইলে এক মহাকেলেঙ্কার হইবে, এমন কি মনোহর বাবু অবধি আমার উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কাজেই সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া এই পাপীয়সী রমণী কি উত্তর দেয়, শুনিবার জন্য স্থিরকর্ণে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একটু ইতস্ততঃ করিয়া রমণী কহিল, "তাইতো যকের হাত থেকে গহনা বার কয়া ত বড় সহজ কথা নয়! তবু একবার খুব ভাল ক'রে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো; যদি নেহাত না হয়, তা হ'লে অন্য রকম উপায় করা যাবে। আমরা যখন চিরদিনের মতন দেশ ত্যাগ কচ্চি, এ মুখ যখন আর এখানকার কাকেও দেখাবো না, তখন যাতে আমাদের আখেরের ভাল হয়, তাই কর্ব্বো। আমাদের সুখের পথে যে কণ্টক হবে, তাকেই তুলে ফেল্‌বো; তা না ক'রে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বেড়ালে কখন প্রেম করা হয় না। এ পথে পা দিলে খুব সাহসে বুক বাঁধা চাই, তা না হ'লে——"

রমণীর কথায় বাধা দিয়ে সেই পুরুষটা ব'ল্লে, "আমার সাহস আছে কি না, একবার পরক ক'রে দেখ না।" একটু হেসে রমণী কহিল, "আচ্ছা তা দেখা যাবে। এখন আর বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'র্‌বার দরকার কি! এস দুজনে সুখের সাগরে সাঁতার দিয়ে বেড়াইগে।"

আর আমার এই ঘৃণিত দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা হইল না; কাজেই আমি আস্তে আস্তে পুনরায় নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম। আজ আমি স্পষ্ট জানিতে পারিলাম যে, কর্ত্তার পিয়ারের খানসামা নিধিরামের

সহিত তাঁহার পুত্রবধূ ভ্রষ্টা, কেবল কিছু টাকা যোগাড়ের অপেক্ষায় এখনো গৃহে আছে। মনোহর বাবু যদি আত্মসুখী না হইয়া পবিত্র প্রণয়ের মর্য্যাদা রাখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কখনই এরূপ ঘৃণিত ঘটনা ঘটিত না! স্বামী কুপথগামী ও নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইলে তাহার পরিণাম প্রায় ঈদৃশ শোচনীয় হইয়া উঠে।

আমি শয্যার উপর শয়ন করিয়া এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম; কাজেই কিছুতেই আর সুনিদ্রা হইল না। আমি নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে প্রায় জাগ্রত অবস্থায় সেই নিশা যাপন করিলাম।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

## আলি আখড়া।

মনোহর বাবুর দুই তিন দিনের মধ্যে মুরশিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল; কিন্তু চারি দিন অতীত হইয়া গেল, তিনি আসিলেন না। কাজেই আমরা সকলে তাঁহার জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলাম! পঞ্চম দিনে কর্ত্তা আমাকে ডাকাইয়া কহিলেন, "তাই ত! মনা ছোঁড়াটা আজও এলো না? কোন রকম অসুখ বিসুখ হইল কি না, তাও ত জান্‌তে পাল্লাম না! তুমি একবার মুরশিদাবাদে গিয়ে শিবনারাণ উকীলের বাসা থেকে সংবাদটা এনে দাও।"

কর্ত্তা এই কথা ব'লে মুখটি ভার ক'রে হাতবাক্স খুলে দুটি পয়সা নিয়ে আমার হাতে দিয়ে ব'ল্লেন, "এই তোমার নৌকা ভাড়া নাও, ছোঁড়া বড় বাঁদর, সেই জন্য এই মিছামিছি বাজে খরচ করাচ্চে।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না; একটু মুচ্‌কে হেসে পয়সা দুটি লইলাম এবং আমার ঘরে আসিয়া চাদর লইয়া মুরশিদাবাদে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম। এমন সময় একটা লোক একখানা পত্র লইয়া আসিল, আমি সেই পত্রের শিরোনামা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা মনোহর বাবুর

হাতের লেখা। আমি তাড়াতাড়ি পত্র লইয়া কর্ত্তাকে দিলাম; তিনি তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে এই লেখা—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

সেবক শ্রীমনোহর সরকার, প্রণামা শতকোটী নিবেদন মিদং। পরে নবাব বাহাদুরের সরকারে একটি তহশীলদারের পদ খালি হইয়াছে; আমি ঐ চাকরীর জন্য উমেদারী করিতেছি—এ কারণ আমার বাটী যাইতে দিন কয়েক বিলম্ব হইবে, তাহাতে ভাবিত হইবেন না। হরিদাসকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন ও যাহাতে তাহার কোন কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে তদ্বির করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ২২এ চৈত্র, সন ১১৬৫ সাল।

পত্র পাঠ শেষ হইলে কর্ত্তা আমাকে কহিলেন, "তা হলে আর তোমার যাওয়ার আবশ্যক নাই; যে লোকটা পত্র নিয়ে এসেছে, তাকে একটা পয়সা দাও—পথে জলটল খেয়ে যাবে; আর বাকী পয়সাটা আমাকে ফিরে দাও।"

আমি তখনই কর্ত্তার আদেশ পালন করিলাম; তিনি হাসি হাসি মুখে পয়সাটি পুনরায় হাতবাক্সের মধ্যে রাখিলেন; আমি একটু মুচ্‌কে হেসে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

আমার মনে বিষম খট্‌কা উপস্থিত হইল! কি জন্য যে মনোহর বাবুর আসিতে বিলম্ব হইল, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না। পত্রের লিখিত বিষয় যে সম্পূর্ণ মিথ্যা—কেবল একটা ওজর মাত্র, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম; কারণ মনোহর বাবুর যেরূপ স্বভাব, তাহাতে তিনি আয়েস ও বাবুগিরি ছাড়িয়া কখনই চাক্‌রীর জন্য ব্যস্ত হইবেন না। তাঁহার ন্যায় অসার প্রকৃতি লোকের সেরূপ সুমতি হওয়া অসম্ভব! নীচমনা কৃপণদের অর্থ পরিণামে কিরূপ ব্যয়ে পর্য্যবসিত হয়, তাহা জগতকে দেখাইবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কর্ত্তার বহুশ্রমলব্ধ বিপুল অর্থ তাঁহার দ্বারায় অপব্যয়ে নিঃশেষ হইয়া যাইবে; সুতরাং চাক্‌রী করিয়া আরও সঞ্চয় করিব, এরূপ অভিপ্রায় মনোহর বাবুর হওয়া কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

আমি যেরূপ মনোহর বাবুর স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমার বেশ বোধ হইল যে, তিনি কোন অসৎ কাজে লিপ্ত আছেন। পাছে তাঁহার পিতা সেইখানেও আসিয়া উপস্থিত হন, সেই জন্য এই পত্র পাঠিয়ে তাঁহার মনে প্রবোধ দিয়াছেন। হয় ত আবার বক্সীর দমে প'ড়ে কোন কুস্থানে গিয়ে পৈশাচিক আমোদে উন্মত্ত হইয়াছেন! বাড়ীর কথা আদৌ স্মরণ নাই, যত বদমাইস লোকের মজলিসে বাবু হ'য়ে মনে মনে স্বর্গসুখ ভোগ কচ্চেন। আমি জানি, কোন সৎস্বভাব সম্পন্ন ভদ্রলোকের সহিত মনোহর বাবুর বন্ধুত্ব নাই—যত জুয়ারী খুনে ডাকাতদের সঙ্গে তাঁহার প্রণয়! তাহারাই তাঁহার জীবনের প্রিয় সহচর। তিনি নিশ্চয় সেই সব বদমাইসদের সহবাসে মুরশিদাবাদে অলীক আমোদে মত্ত আছেন।

পত্রের কথা যে মিথ্যা, তিনি যে কোন আড্ডায় পড়িয়া আছেন, তাহাতে আর আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না; কাজেই তাঁহার জন্য কিঞ্চিৎ ভাবিত হইলাম।

মনোহর বাবু বাটীতে না থাকায় আমার বিশেষ কষ্ট হইল; কারণ কেহই আমার কথার দোসর রহিল না। সেই দিনকার রাত্রের সেই ঘৃণিত কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া অবধি ভৃত্য নিধিরামের উপর আমার বিজাতীয় ক্রোধ হইয়াছিল; সে নরাধমের সহিত বাক্যালাপ করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা হইত না। এক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত দুই একটা কথাবার্ত্তা হইত, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকিতেন ও তাঁহার অবকাশ খুব অল্পই ছিল; কাজেই আমি একাকী আমার ঘরে থাকিতাম। আমার ইংরাজী শিক্ষার জন্য মনোহর বাবু যে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিও আজি দুই তিন দিন হইল, কোন কর্ম্মোপলক্ষে দেশে গিয়াছেন; সুতরাং বাটীর বাহির হইবার আমার কোন আবশ্যক ছিল না।

কয়েদীর ন্যায় এরূপ ভাবে দিনপাত করিতে আমার নিতান্ত কষ্ট বোধ হইল। আমি আহারাদির পর বৈকালে খানিকটা ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলাম এবং সেই উদ্দেশে কাপড়চোপড় পরিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। আমি প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া বরাবর উত্তর মুখে যাইতে আরম্ভ করিলাম—কিন্তু কোথায় যাইতেছি, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। খানিক দূর এইরূপ ভাবে যাইতে যাইতে হঠাৎ মনোহর বাবুর মুখে যে আলি আখড়ার

কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা মনে পড়িল। কাজেই নানাবিধ বদমাইসদের সেই আড্ডা দেখিবার জন্য অন্তরে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল।

আমি সে সময় রাস্তাঘাট কিছুমাত্র চিনি নাই; সুতরাং এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! জুন সাহেবের বাজার কোন্ দিক দিয়া যাইব?" তিনি আমাকে যে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন, আমি সেই দিক দিয়া যাইতে আরম্ভ করিলাম এবং আন্দাজ দুই ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া জুন সাহেবের বাজারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

সে সময় ব্যবসার জন্য যে সমস্ত ইংরাজ এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই আজিমগঞ্জে রেসমের কারবার ছিল; কাজেই অনুচর সহ শ্বেতকায় প্রভুরা এই স্থনেই বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। সহরের সে দিকে কোন ভদ্রলোকের আবাসবাটী ছিল নাই, কেবল কতকগুলো ইতর লোক ও দেশী বিলাতী খ্রীষ্টানেরা এই স্থানে বাস করিয়া থাকে।

সহরের অন্য স্থান অপেক্ষা এইখানকার ইষ্টকনির্ম্মিত রাস্তাগুলি খুব প্রশস্ত ও উভয় পার্শ্ব বৃক্ষরাজীতে শোভিত! বাজারের উত্তর দিকে এক স্বচ্ছ সরোবর, তাহার চতুর্দ্দিকে সাহেবদের বায়ুসেবনের উপযুক্ত এক বিস্তীর্ণ মাঠ; মাঠের চারি দিকে হুজুরদের কুঠী বাংলা সকল বেষ্টন করিয়া আছে।

বাজারের নামানুসারে এই সরোবরটিকে লোকে জুন সাহেবের দীঘি বলিয়া ডাকে; দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে খৃষ্টান ধর্ম্মের বিজয় নিশান সম একটি গির্জ্জা শূন্যমার্গে শির উত্তোলন করিয়া আছে ও পশ্চিম পাড়ে ভবিষ্যতে এই দেশে ফিরিঙ্গী নামক এক প্রকার শঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইবার জন্য কতকগুলো মাদ্রাজী ও মুসলমানী বেশ্যার খোলার ঘর শোভা পাইতেছে। সে সময় কোম্পানীর কর্ম্মচারী হইয়া প্রায় কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ এদেশে আসিতেন না; যাহাদের জীবনের মূল্য খুব সামান্য, মরিলে শোক করিবার কেহ নাই, তাহারাই আসিত; তাহাদের অনেকের দুপুরুষের মধ্যে কাহারো বিবাহ হয় নাই। এই সমস্ত পতিতা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া তাহারাই বাস করিত, সুতরাং অল্প দিনের মধ্যে যে তাহাদের বংশ বিস্তার হইবে ও ভারতে এক প্রকার নূতন জাতির উদ্ভব হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

আমি নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, বাজারটি খুব ছোট ও ইংরাজী ধরণে সাজানো। যদিও ইহার

বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বিধর্ম্মী মুসলমান রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরদের পদার্পণে এদেশে গো-হত্যার স্রোত যেরূপ খরভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। কারণ ইংরাজদের রসনা এই মহামাংস ব্যতীত কিছুতেই তৃপ্ত হইত না। কাজেই বাজারের এক দিকে এই মাংস প্রভূত পরিমাণে টাঙ্গানো রহিয়াছে; ইহা ব্যতীত ইংরাজের প্রিয় কাঁদি কাঁদি কলা, মুরগি ও তাহার ডিম, হাঁস, ভেড়া গোলআলু, পাঁউরুটী বিস্কুট প্রভৃতি ইংরাজের খাদ্য দ্রব্য যথাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। গির্জ্জার একটু অন্তরে সভ্যতার নিত্য-সহচর, ইংরাজদের প্রিয় পেয়, একখানি মদের দোকান শোভা পাইতেছে, এবং বাইবেল পেণ্টুলনের পকেটে রাখিয়া অনেক ধার্ম্মিক খৃষ্টান প্রাণকে তাজা করিবার জন্য তথায় প্রবেশ করিতেছেন।

মনোহর বাবুর উপদেশ মত আমি বাজারের বাঁদিক্‌কার গলি ধরিয়া যাইতে লাগিলাম, খানিকক্ষণ পরে আমার পশ্চাতে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুত হইল, আমি ফিরিয়া দেখিলাম, যে একটী যুবক আপনা আপনি কি ব'কৃতে বক্‌তে সেই দিক দিয়া আসচে; যুবকের বেশ মলিন, মস্তক রুক্ষ, পা সুদ্ধ; দেখলে পাগল বলে বোধ হয়। যুবক আমার নিকটস্থ হইলে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই! আলি আখড়া কি এই দিক দিয়ে যাবো?" যুবক আমার কথা শুনে কিছুমাত্র উত্তর দিলে না; কেবল নিজের খেয়ালের বশে বল্লে, "নিশ্চয় ক'র্ব্বো সেই জন্য আজো বেঁচে আছি, যদি নিজের হাতে ধারালো ছুরি দিয়ে শালার ভুঁড়ি হাঁসাতে না পারি, তাহ'লে আমি কখনই তাঁতির ছেলে নই, আমাদের যেমন সর্ব্বনাশ ক'রেচে, সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েচে, কুলে কলঙ্কের কালী ঢেলেচে; একদিন তার শোধ দোবো দোবো দোবো।" যুবক এই কথা খুব চীৎকার ক'রে বল্‌তে বল্‌তে আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল।

যুবকের ধরণ দেখিয়া যদিও তাহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিলাম, কিন্তু তথাপি তাহার কথায় আমার কৌতূহলানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; তাহার সহিত আরো দুই একটা কথা কহিবার ইচ্ছা হইল। কারণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, কর্ত্তার বাড়িটী একজন সম্ভ্রান্ত তাঁতির ছিল। কোম্পানীর দাদনের টাকা শোধ করিতে অক্ষম হওয়ায় কোম্পানী তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয় ও কর্ত্তার উপর সাহেবেরা তুষ্ট হইয়া বাড়ী খানি তাঁহাকে দান করেন। কাজেই যুবকের কথায় মনে ভয়ানক সন্দেহ হইল, যুবকের

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই, কারণ যুবক ত্বরিতপদে আমার দৃষ্টি পথের অতীত হইয়াছে।

আমি যে গলির মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম, তাহার দুই দিকে পূর্ব্বোল্লিখিত মাদ্রাজী ও মুসলমানি বেশ্যার বাস; বৈকালে সেই সব অভাগিনীরা বেশ ভূষায় ভূষিতা হ'য়ে, তাদের জঘন্য কারবারের খদ্দেরের জন্য সদর দোরের নিকট দাঁড়াইয়া আছে; কেহ বা মোড়ার উপর বসিয়া প্রত্যেক পথিককে ইঙ্গিত দ্বারায় ডাকিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম পরায়ণ সুসভ্য ইংরাজদের উপাসনা মন্দিরের এত নিকটে ঈদৃশ নরককুণ্ডসম ঘৃণিত স্থান দেখিয়া মনে মনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম; কারণ তাহারাই এই সব পাতকিনীদের পাপকার্য্যের প্রধান সহায় ও উৎসাহদাতা।

আমি সেই গলি দিয়া খানিকদূর যাইতে যাইতে দুই ধারে ছুটো সঙ্কীর্ণ গলি দেখিতে পাইলাম। কোন্ দিক দিয়া যাইব, তাহা সহসা বুঝিতে পারিলাম না; কাজেই সেইখানে দাঁড়াইয়া একটু অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে দেখি যে, একটা লোক খুব মোটা একগাছি লাঠী ঘাড়ে করিয়া ডানদিক্‌কার গলি দিয়া আসিতেছে; আমি তাহার আকার প্রকার ও ধরণ ধারণ দেখিয়াই, সে যে কিরূপ ভদ্র ব্যক্তি, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম এবং তাহারি দ্বারায় আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এইরূপ অনুমান করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। "আলি আখড়ায় কোন্ দিক্ দিয়ে যাবো?" সেই লোকটা আমার কথা শুনে সহসা কোন উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলো, আমি তার রকম দেখে একটু ভীত হইলাম। অল্পক্ষণ পরে সেই লোকটা জড়িয়ে জড়িয়ে বল্লে, "কেন বাবা! আখড়ায় তোমার কি দরকার? আমার কাছে সব কথা খুলে বল, আমি তার সুরাহা ক'রে দিচ্চি। তোমার চোখ দেখে বুঝতে পেরেছি, তুমি কোন মাল টপ্‌কে আন্‌বে ব'লে লোক খুজতেছ; তা যদি হয়, আমার দ্বারায় খাসা কাজ হবে। কাল দুইজন লোক মুরশিদাবাদ থেকে ঐ রকম একটা মাল ধরে আন্‌বার জন্য গেছে। তেমন ভাল লোক আর এখন আখড়ায় কেহই উপস্থিত নাই, কাজেই প্রাণের কথা খোল, আমাকে নেহাৎ গোলা লোক ব'লে বোধ ক'রো না।"

আমি এই লোকটার এরূপ অসার কথার কোন উত্তর না দিয়ে পুনরায়

বল্লুম, "একজন লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক আছে, সেইজন্য আমি যাচ্ছি; আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।" সেই লোকটা ভ্রুকুটী করিয়া কহিল, "বুঝেছি বাবা, তুমি চেপে গেলে; বোধ হয় অন্য কারো সঙ্গে কথার পাকা পাকি হ'য়েছে, সেইজন্য ভাঙ্গচো না। আচ্ছা বাবা যাও, এই দিকে যাও; মোড় ঘুরলেই আখড়া দেখ্‌তে পাবে।" লোকটা আমাকে এই কথা বলে, সে যে দিক দিয়ে আস্‌তেছিল সেই দিক্‌কার রাস্তা দেখিয়ে দিলে, কাজেই আমি তাহার কথামত সেই গলির মোড় ফিরিয়াই একটা ঘর দেখিতে পাইলাম এবং এই যে সেই আখড়া, তাহা বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। কারণ আমি দেখিলাম রং বেরং চেহারার লোক দলে দলে সেই ঘরটার ভিতর ঢুকিতেছে; সদর দোরের দুই ধারে ২।৩ খানি সরবৎ ও পানের খিলির দোকান বসিয়াছে ও এক দল লোক তাহাদের ঘিরিয়া ঢোল বাজাইয়া গান করিতেছে।

আমি দেখিলাম আখড়ার দোর অবারিত; কেহ কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না। কাজেই আমি সাহসে ভর করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে হরকিশোর বাবুর পত্র লইয়া একবার বলরাম ঠাকুরের আখড়ায় গিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি নাই; তবে আভাসে বুঝিয়া ছিলাম যে, সে আখড়া কখনই এত গুলজার নহে। আমি এই আলি আখড়ায় প্রবেশ করিয়া অপার বিস্ময় হ্রদে মগ্ন হইলাম! কারণ এ প্রকার রকম বেরকম বদমাইস লোকের একত্র সম্মিলন আমি কখন দেখি নাই; কাজেই আমার অন্তরে কৌতূহলের শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আমি দেখিলাম যে, আলি আখড়া এক খানা প্রকাণ্ড উলুর আটচালার মতন ঘর, তাহার মধ্যে দলে দলে লোক বসিয়া নানা রকম জুয়া খেলা করিতেছে; প্রত্যেক দলের মাঝখানে একটা খুব উঁচু দীপাধারে মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছে, টাকা ও পয়সা সকলের পাশে এলো মেলো ভাবে সাজানো রয়েছে; এক একবার খুব হাসির গট্টরা উঠ্‌ছে। চারি দিকে আকের খোলা, খাবারের ঠোঙা, পানের দোনার কলাপাত ছড়ানো রয়েছে; দলের মাঝে মাঝে মেটে গুড়গুড়ির নলগুলি সারস পক্ষীর মতন ঠোঁট উঁচু ক'রে বসে আছে।

জগতে যত প্রকার নেশা আছে, এই আখড়ায় তাহার সবগুলি বর্ত্তমান! হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকল প্রকার লোকের একত্র সমাবেশ; সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, কাহারো অবসরের নাম মাত্র নাই। কাজেই আমি যে একটা লোক প্রবেশ করিলাম, তাহা কেহই লক্ষ করিল না।

আখড়ার সকল সভ্যই মেজের উপর মাদুর বা চট পাতিয়া বসিয়া আছে; কেবল এক ধারে একখানি ছোট তক্তপোষ পাতা রহিয়াছে ও তাহার উপর কথক ঠাকুরের মতন একজন বৃদ্ধ মুসলমান বসিয়া সট্‌কায় তামাক খাইতেছে। আমি তাহার উচ্চাসন ও গম্ভীর ভাব দেখিয়া তাহাকেই আখড়ার সর্দ্দার বলিয়া বোধ করিলাম।

আমি তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সকল প্রকার খুনে ডাকাত বদ্‌মাইসদের আড্ডাকে আখড়া বলে; একজন করিয়া প্রত্যেক দলে সর্দ্দার থাকে, তাহারই আড্ডা। সকলে তাহাকে মান্য করিয়া চলে, অনেকে ইহাদের সহায়তায় নানা প্রকার ভয়ানক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, নিজের জীবনকে ঘোর সঙ্কটে ফেলিয়া এই সকল ভয়ানক লোক যে অর্থ সংগ্রহ করে, এই আড্ডায় আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই পাপার্জ্জিত অর্থ জোয়া খেলায় নষ্ট করিয়া ফেলে এবং পুনরায় অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কোন প্রকার অকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দেশে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা রাজা থাকিতেও যে এই সকল নীচাশয় পাপাত্মারা প্রকাশ্য ভাবে সম্মিলিত হইয়া দিবসে ডাকাতি করিতে সমর্থ হয়, ইহাই আশ্চর্য্য!

আমি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আখড়ার চতুর্দ্দিক দেখিতেছি, এমন সময় সেই তক্তপোষ উপবিষ্ট বৃদ্ধ মুসলমানটি, তাহার পাশের একজন লোককে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "হাঁ আজীজ! মনোহর বাবুর কাজে কে কে গিয়াছে?" আজীজ উত্তর করিল, "নরিবক্স ও মাদু সর্দ্দার গিয়াছে।" সেই বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে তাদের নিতে এসেছিলো?"

আজী। মোহন লাল বক্সী মনোহর বাবুর পত্র নিয়ে এসেছিলো। বাবু সেই সঙ্গে ৫০৲ টাকা পাঠিয়ে ছিলেন, কাজেই আমি দুজন লোক তার সঙ্গে দিলুম। বৃদ্ধ এই উত্তর শুনে একটু রাগত ভাবে বল্লে, "তুমি তো বড় বেয়াকুব, এই সামান্য টাকায় অতো বড় কাজ কর্ত্তে স্বীকার হ'লে! আমি হ'লে খুব কম ২০০৲ টাকার কম কখনই এ কাজে হাত দিতুম না। তার

যখন ঝোঁক ধরেছে, তখন যা সওয়াবে তাই সইতো। তুমি নেহাৎ কাঁচা কাজ করেছো।” আজীজ বিনীত ভাবে উত্তর কল্লে, “মনোহর বাবু পত্রে লিখিয়াছেন যে, কাজ হাসিল হ'লে আরো ৫০৲ টাকা দেবেন; আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রে লোক দিয়াছি। যদি নদী পার হ'য়ে কুমীরকে কলা দেখায়, তাহ'লে আমরা তার শোধ নোবো, সে পালাবে কোথায়?” আজীজের এই কথায় বৃদ্ধ আর কোন উত্তর না দিয়ে নিমীলিত নেত্রে তামাকে মনোনিবেশ করিল। বৃদ্ধ ও আজীজের এই কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমার মনে বিষমখট্‌কা ও ভয়ানক সন্দেহের উদয় হইল। মনোহর বাবু কি কাজের জন্য যে ৫০৲ টাকা পাঠাইয়া তুই জন বদমাইস লোককে লইয়া গেল, তাহা কিছু মাত্র বুঝিতে পারিলাম না। তবে কোন অসৎ অভিপ্রায়ের জন্য যে তিনি তুই জন ডাকাতের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। বৃদ্ধের ও আজীজের কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, মোহন লাল বক্সীর সহিত মনোহর বাবুর ভাব হইয়াছে; বোধ হয় হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য নির্ব্বোধ বাবু চতুর বক্সীর চাতুরীজালে জড়িত হ'য়ে অধঃপাতের পথে আরও অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এই আখড়া হ'তে কি জন্য টাকা দিয়ে তুই জন বদমাইস লোক ভাড়া করিয়া লইয়া গেল? পথে যে লোকটার সঙ্গে দেখা হলো, সে নিশ্চয় এই আখড়ার একজন লোক; ভেতরকার সব খপর জানে। সে বল্লে তুই জন লোক মুরশিদাবাদ থেকে একটা মাল ধরে আন্‌তে গেছে, আর এখানে এসে শুন্‌লাম যে বক্সীর মারফৎ মনোহর বাবু ৫০৲ টাকা দিয়ে তুজন লোক নিয়ে গেছেন; যাহারা গেছে, তাহারা ভয়ানক প্রকৃতির লোক—দয়া মায়া ও মনুষ্যত্ব হীন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা, তাদের জীবনের সার ব্রত; পরস্ব অপহরণে সিদ্ধ হস্ত! মনোহর বাবুর মনে বিশেষ কোন কুমতলব না থাক্‌লে, এমন ধারা বদ লোকের সহায়তা কখনই নিতেন না।

মনোহর বাবু বড় মানুষের ছেলে বটে, কিন্তু নিরেট মূর্খ ও বোকা বদমাইস! তিনি যেমন মহাপুরুষ, অলকাসুন্দরী তাঁহার উপযুক্ত রমণী রত্ন; এক বিধাতা উভয়কে এক ছাঁচে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ধড়িবাজ বক্সী, মনোহর বাবুর নিকট নিজের কথা পাঁচ কাহন করিয়া আমাকেই মিথ্যাবাদী করিয়াছে ও নিজে বাবুর পরম বিশ্বাসী আত্মীয়

হইয়া পড়িয়াছে। মনোহর বাবুর ন্যায় নির্ব্বোধ ব্যক্তি যে তার কথা বিশ্বাস করিবেন, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সেই রাত্রের ব্যাপারের জন্য হরকিশোর বাবুর উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া, নিজে নির্দ্দোষী হইবার ইচ্ছা যে বক্সীর আন্তরিক ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম, বোধ হয় এবারে সেইরূপে উৎসাহিত করিয়া হরকিশোর বাবুকে খুন করিবার জন্য এই লোক লইয়া গিয়াছে। মনোহর বাবুর যখন কাণ্ডজ্ঞান অতি অল্প, তখন তিনি বক্সীর প্ররোচনায় যে এরূপ গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে তাহার আর বিচিত্র কি ?

নীচাশয় বক্সী নিজের স্বার্থ ও নিরাপদের জন্য যে মনোহর বাবুর হৃদয়ে প্রতিহিংসানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে ; হরকিশোর বাবুকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে যে দুইজন ডাকাতকে ভাড়া করিয়া মুরশিদাবাদে লইয়া গিয়াছেন. তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তাহ'লে পথের সে লোকটা কেন বল্লে, "দুজন লোক মুরশিদাবাদ থেকে একটা মাল ধরে আনতে গেছে।" এ কথার অর্থ কি ? সে বেটা যখন দলের লোক, তখন তার সঙ্গীরা কি কাজে গেল, তা জানাই সম্ভব। প্রথমে সে ত আমাকে বল্লে, "তুমি বাবা কোন মাল টোপকে আনবে, তাই লোক খুজিতেছ ; আমি তখন সে কথা আদৌ গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু এখন তার কথায় মনে ভয়ানক সন্দেহের উদয় হইতেছে।

আমি বেশ বুঝে দেখ্‌লাম, যে মাল টোপ্‌কে কি ধরে আনার অর্থ, বোধ হয় কোন যুবতীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে আনাকে বলে। এই কাপুরুষোচিত ঘৃণিত কার্য্য উদ্ধারের জন্য এই সকল পাপাত্মা ডাকাতদের সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে ; কিন্তু রাজার করে রাজশক্তি বর্ত্তমান থাকিতে যে নীচমনা হৃদয়হীন পাপাত্মারা পশু-বলে সতীর অবমাননা করিতে সমর্থ হয়, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

যদিও আমি সব কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু অন্তরে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল ; প্রাণ যেন কি এক ভারী বিপদাশঙ্কায় কাতর হইয়া উঠিল। আর আমার আখড়ায় বদমাইসদের কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে স্পৃহা হইল না ; কাজেই আমি পিশাচের আবাস তুল্য—নরককুণ্ড প্রায়, নীচাশয় খুনে ডাকাতদের আড্ডাঘর পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে, বাটীর দিকে যাত্রা

করিলাম। নেশার ঝোঁকে সকলে এমনি বিভোর যে, কেহই আমাকে লক্ষ করিল না। আমি নিরাপদে সেই গলি পার হইয়া রাত্রি আন্দাজ ৯টার সময় আমার বাসার উপস্থিত হইলাম।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

## একি বিপদ !

বাটী আসিয়া চাদরখানি যথাস্থানে রাখিলাম এবং এক ঘটী জল খাইয়া শয্যার উপর শয়ন করিলাম। কারণ কর্ত্তার বন্দোবস্ত মত ব্রাহ্মণ ঠাকুর অনেকক্ষণ প্রস্থান করিয়াছেন, কাজেই আমি অনাহারে সে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলাম।

অল্পক্ষণ পরে অন্দর মহলের দিকে মনুষ্যের পদধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে গুণের ভৃত্য শ্রীমান নিধিরাম মনোহর বাবুর কুল উজ্জ্বল করিবার আশয়ে এই রাত্রিকালে শুভাগমন করিতেছে। একবার মনে হইল পাপাত্মাকে এক ধাক্কা মারিয়া উপর হইতে নীচের উঠানে ফেলিয়া দি, তাহা হইলে দুরাত্মার কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হয়। কিন্তু আবার ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার এরূপ অনধিকার চর্চ্চা করিবার আবশ্যক নাই। যেমন বিষ-বৃক্ষকে মাধবীলতা কখনই বেষ্টন করে না; তেমনি কুপথগামী আত্মসুখ পরায়ণ লম্পটের ভাগ্যে পতিপ্রাণা পত্নী লাভ নিতান্ত অসম্ভব; যেরূপ তক্রের সংস্পর্শে দুগ্ধের দুগ্ধত্ব বিনষ্ট হয়, তেমনি মনোহর বাবুর ন্যায় অসার লঘুচিত্ত নিষ্ঠুরের পরিণেতা হ'লে, সৎস্বভাব সম্পন্ন সাধ্বীদের বিমল চরিত্র ক্রমে ক্রমে কলুষিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। সুতরাং অলকাসুন্দরী কখনই একাকী অপরাধিনী হইতে পারে না; যার বস্তু সে যদি রক্ষা না করে, তাহা হইলে অন্যে কি করিতে পারে? কাজেই এই ঘৃণিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া কেলেঙ্কার আরও বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ করিলাম না। বিশেষ সে সময় আমি নিজে চিন্তায় বিভোর,

আলি আখড়ায় সেই বৃদ্ধ মুসলমান ও আজীজের কথাগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আমাকে ঘোর অশান্তির কোলে নিক্ষেপ করিয়াছে।

গতিকে বেশ বুঝিতে পারিলাম, যে বক্সী বেটার পরামর্শে হরকিশোর বাবুর কোন অহিত সাধনের জন্য মনোহর বাবু দুইজন ডাকাত ভাড়া করিয়া মুরশিদাবাদে লইয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে লোকটা তবে কেন ব'ল্লে যে দুইজন লোক একটা মাল ধরে আন্‌তে মুরশিদাবাদে গিয়াছে। এ কথার মানে কি? একবার মনে হইল যে, সরলা কমলকুমারীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কি মনোহর বাবু এই চক্রান্ত করিয়াছেন; আবার তখনই মনে করিলাম যে এও কি কখন সম্ভব হইতে পারে; বাটীর ভিতর হইতে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক একজন যুবতীকে ধরিয়া আনা বড় সহজ কথা নয়; একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। হায়! তখন আমি জানি না যে, পশুবলে সতীর ধর্ম্ম নাশ করাকে, প্রকাশ্যে বলপূর্ব্বক গৃহ হইতে সুন্দরী যুবতীদের ধরিয়া আনাকে মুসলমান শাসন কর্ত্তারা বিশেষ অপরাধ বলিয়া মনে করেন না; কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলে সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়। সুতরাং ধনী যুবকেরা গৌরব মনে করিয়া যে ঈদৃশ পৈশাচিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমি যদিও আজীমগঞ্জে মনোহর বাবুর বাটীতে বাস করিতেছি, কিন্তু প্রস্তরে অঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় কমলকুমারীর নিরমল চিত্র আমার অন্তরে চিত্রিত রহিয়াছে; এক দিনের জন্যও সেই লজ্জায় জড়িত, সৌন্দর্য্যে বিভূষিত সুচারু মুখখানি ভুলিতে পারি নাই। আমি কমলের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলে, কখনই এত শীঘ্র হরকিশোর বাবুর বাটীর মায়া কাটাইতে পারিতাম না; আমি কমলের মুখেই শুনিয়াছি যে, গিন্নী তাহার গর্ব্ভধারিণী নয়, তাহা হইলে হরকিশোর বাবু যে তাহার পিতা, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। বোধ হয় আমার ন্যায় কমলও তাহাদের কোন গোপনীয় কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া এই বিষয় জানিতে পারিয়াছে। কর্ত্তা গিন্নী যদি কমলের বাপ মা না হয়, তাহ'লে কখনই তাদের প্রতি তাঁর ততদূর মায়া হইবে না। আমার যদি অবস্থার উন্নতি হয়—আমি যদি তার প্রতিপালনের ভার নিতে সক্ষম হই, তাহ'লে বোধ হয় কমলকুমারী কর্ত্তা গিন্নীর পাপপুরী পরিত্যাগ ক'রে; আমার অন্ধকার অন্তরাকাশের উজ্জ্বল শুকতারার রূপে উদিত হ'তে পারে।

আমি কুহকিনী আশার এই আশ্বাস বাক্য বিশ্বাস করিয়া মনোহর বাবুর আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তে স্বীকৃত হ'য়েছিলাম।

আজ সেই কমলকুমারীর জন্য আমার মহা ভাবনা হইল; কারণ আমি মনোহর বাবুর যে প্রকার স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছি, তাতে তিনি না পারেন, এমন অকার্য্য জগতে নাই। তাতে আবার মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় বক্সী তাহার সহায় হইয়াছে! সুতরাং আমার মনের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক, তাহা কিছুতেই বোধ হইল না। বিশেষ নেকবিবির আস্তানায় যদিও সে রাত্রে ঘটনাক্রমে বাবু ও বক্সীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু পরে আমি জানিতে পারিলাম যে, বক্সী বেটার পরামর্শ মত ফৌজদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া হরকিশোর বাবুকে খুন দায়ে ফেলিবার জন্য তিনি মুরশিদাবাদে আসিয়াছিলেন; এবং নীচ অভ্যাস মত সুরাপান করিবার আশয়ে বিবির আস্তানায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় যখন জানিতে পারিলেন, যে লাস সাবাড় হইয়াছে, তখন কাজেই সেই মতলব হইতে নিরস্ত হইলেন। নির্ব্বোধ মনোহর বাবু বক্সীর কুহকে পড়িয়া হরকিশোর বাবুকে সকল অপরাধের নায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তো সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছি; একমাত্র বক্সী যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার প্রধান উদ্যোগী, তাহাও তো বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই; আমার কথা যে সত্য, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং বক্সীকে তার কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই মনোহর বাবু যখন মুরশিদাবাদে গিয়া সেই বক্সীর মারফত দুই জন গুণ্ডো নিয়ে গেলেন, তখন হরকিশোর বাবু ছাড়া আর কার উপর তাঁর এতো আক্রোশ হইতে পারে? নিশ্চয় বক্সী বেটার পরামর্শে হরকিশোর বাবুর কোন অহিত সাধনের জন্য এই ষড়যন্ত্র করিয়াছেন।

হরকিশোর বাবু খেলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া মনোহর বাবুকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ হরকিশোর বাবুকে কি খুন করিবার জন্য দুইজন গুণ্ডা ভাড়া করিয়া লইয়া গিয়াছেন? কেবল এই উদ্দেশে কি ৫০৲ টাকা খরচ করিলেন ও কাজ হাসিল হইলে আরো ৫০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন? যদি তাই হয়, তাহ'লে সে লোকটা কেন ব'ল্লে যে, "দুইজন লোক একটা মাল ধরে আন্‌তে গেছে? আমার

বোধ হয়, সে বেটাও একজন ডাকাত! সঙ্গীদের যাবার উদ্দেশ্য জানে ব'লে অমন কথা ব'লেছিলো।

যাই হোক কথাটায় প্রাণে বড় সন্দেহ হইল। বিশেষ বাল্যকাল হ'তে হরকিশোর বাবুর বাটীতে প্রতিপালিত হইয়াছি; গিন্নী আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, কাজেই তাঁদের কোন বিপদের কথা জ্ঞাত হ'য়ে কি ক'রে চুপ করিয়া থাকি? কিন্তু তখন কোন উপায় নাই। সুতরাং নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে সেই নিশা প্রায় জাগরিত অবস্থায় অতিবাহিত করিলাম।

প্রভাতে উঠিয়া স্থির করিলাম, যে মনোহর বাবুর অনুসন্ধানের ভান করিয়া একবার মুরশিদাবাদে শিবনারায়ণ উকীলের বাড়ী যাই। তাহা হইলে অনেকটা সন্ধান জানিতে পারিব; মনোহর বাবু আমাকে যেরূপ ভাল বাসেন, তাতে বোধ হয় তিনি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবেন না। প্রথমে তো প্রকৃত ব্যাপার কি জ্ঞাত হওয়া যাক্; তার পর যাহা কর্ত্তব্য হয়, করা যাইবে।

মনে মনে এই মতলব স্থির করিয়া মুরশিদাবাদে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দুই পয়সা নৌকা ভাড়ায় ব্যয় হইবে, পাছে এই আশঙ্কায় কর্ত্তা নিষেধ করেন, এই জন্য তাঁহাকে কিছু না বলিয়া বেলা আন্দাজ ৮টার সময় একাকী বাটী হইতে যাত্রা করিলাম।

মনোহর বাবুর বোকামো, বক্সীর চাতুরী, আলি আখড়ার বদমাইসদের প্রকৃতি, মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; এবং পার হইবার জন্য নৌকার উপর উঠিয়াই জুন সাহেবের বাজারের পশ্চিমধারের গলির মধ্যে যে যুবককে দেখিয়াছিলাম ও যাহাকে পাগল বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, তাহাকে দেখিতে পাইলাম। যুবক নৌকায় এক-ধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে ও উদাসনয়নে চারিদিক দেখিতেছে। যুবকের বগলে খুব মলিন কাপড়ের একটা দপ্তর রহিয়াছে। যুবকের নিজের খেয়ালের বশে যে কটী কথা বলেছিলো, তাই শুনে তার সঙ্গে আমার আলাপ করিতে ও দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু যুবক সহসা অদৃশ্য হওয়ায় আমার সে বাসনা ফলে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে সেই যুবককে নৌকার উপর দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার অভি-

প্রায়ে আমি তাহার পাশে গিয়া বসিলাম ; কিন্তু যুবক আমাকে লক্ষ্য না করিয়া সেইরূপ ভাবে বসিয়া রহিল।

ক্রমে আমাদের লোকসংখ্যা পূর্ণ হওয়ায় নৌকাখানি ছাড়িয়া দিল। দাঁড়িরা ঝপাঝপ্ দাঁড় ফেলিতে লাগিল ; মাঝি নিজের গুণপনা দেখাইবার অভিপ্রায়ে ঘন ঘন ঝিঁকে মারিতে লাগিল ; নৌকাখানি তালে তালে নাচিতে নাচিতে ভাগীরথীর বক্ষঃ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

যুবকের সঙ্গে দুই চারটি কথা কহিতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছিল, কাজেই আমি যুবকের আরও নিকটস্থ হইয়া কহিলাম, "হ্যাঁ ভাই! তোমার ও দপ্তরের মধ্যে কি আছে ?"

আমার কথায় যুবকের যেন চট্‌কা ভাঙ্গিল ; যুবক আমার দিকে ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, "এতে সব দলীল আছে ; বাড়ীর দলীল, বাগানের দলীল, জমিদারীর দলীল ; এতে সব আছে। আমি এই সব নিয়ে একবার দিল্লীর বাদসাহের কাছে, আর একবার বিলাতে যাবো ; দেখি তারা কি বিচার করে, হাজার টাকার জন্যে সর্ব্বস্ব নিলে, ঠাকুরদাদাকে মেরে ফেল্লে, বাবা ও কাকাকে কুঠির জেলে পচালে, পিসীর ধর্ম্মনাশ ক'র্‌লে, পথের ভিখারী ক'র্‌লে! এত অত্যাচার অবিচার কখনও মানুষে কি করে? না না, তারা মানুষ নয়—পিশাচ! পশু অপেক্ষা অধম!! শালা আমাদের সর্ব্বস্ব নিয়ে বড় মানুষ হ'য়েছে—ভুঁড়ি নেড়ে বাবুগিরি ক'চ্চে ; কিন্তু সেই ভুঁড়ি তরমুজের মতন হাঁসাবো, নিশ্চয় হাঁসাবো—একশবার হাঁসাবো, হাজারবার হাঁসাবো ; যদি না করি, তা হ'লে আমি তাঁতির ছেলে নয়!—মুচি।"

যুবক আপনার মনে এইরূপ বক্‌চে, এক একবার দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে কড়মড় কচ্চে ; আমরা সকলে অবাক্ হ'য়ে তাহার রকম দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের মধ্যে একজন আরোহী আমাকে বল্‌লে, "মহাশয়! এ লোকটা বড় মানুষের ছেলে ছিল, এখন সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় পাগল হইয়াছে। আহা! এক সময় এদের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ হইত, প্রত্যহ শত শত অতিথি পরিতোষে আহার করিত ; কিন্তু আজ কি না এরা এক মুঠো উদরান্নের জন্য লালায়িত! ইন্দ্রালয় তুল্য যাদের অট্টালিকা ছিল, আজ তারা কি না নিরাশ্রয় পথের ভিখারী! একখানি সামান্য পর্ণকুটীর অবধি নাই! এই সংসারে বিধাতা কাকে যে কিরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করেন,

তা স্থির করা মানব বুদ্ধির অতীত। ফলতঃ মনুষ্যের সুখ দুঃখ যে ছায়াবাজীর অনুরূপ, তা এই যুবকের অবস্থা দেখিলেই সহজে অনুমিত হইবে।” আমি সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়! কিরূপে যুবকের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইবার কারণ কি?” সেই ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন, শুনিয়াছি ইহার পিতামহ নাকি সাহেবদের নিকট রেশমের দাদন লইয়াছিল, সেই টাকা শোধ করিতে না পারায় সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লয় ও বৃদ্ধের দুই পুত্রকে কয়েদ করিয়া রাখে; শুনিয়াছি তারা নাকি জেলে মরিয়া গিয়াছে, এখন ইংরাজেরা দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা! তাঁদের কাজে বাধা দেয়, এমন লোক বাঙ্গলাদেশে নাই; নবাব বাহাদুর এখন বিষভাঙ্গা সাপ, ইংরাজেরা যেরূপ ভাবে খেলাচ্ছেন, তিনি সেরূপ ভাবে খেলছেন; সুতরাং সুন্দরীর ধর্ম্ম ও ধনীর অর্থ রক্ষা হওয়া এক প্রকার ভার হইয়া উঠিয়াছে। মহাশয়! ব’ল্‌বো কি, কুটিল ইংরাজের অত্যাচারে কত শত ধনাঢ্য তাঁতির যে ভিটেয় ঘুঘু চরিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। একবার দাদনের কলে পড়িলে, আর তাহার নিস্তার নাই, দশগুণ দিলেও নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। অনেকে এই সব কুটিল প্রভুদের কবল হ’তে রক্ষা পাইবার জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রবল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হ’লে রাজার শরণাপন্ন হইয়া সুবিচার প্রার্থনা করিবে, পোড়া বাঙ্গলা দেশে সে সুবিধা নাই। কারণ নবাব বাহাদুর ইংরাজদের জুজুর মতন ভয় করেন; তাঁদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে বা তাঁদের শাসন করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। কাজেই বিদেশীর পদে দলিত নিঃসহায় প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হইবার, কি অত্যাচারের স্রোত রুদ্ধ করিবার উপযুক্ত পাত্র এদেশে নাই! নবাবকে আয়ত্ত করিয়া এখন প্রত্যেক ইংরাজ আপনাকে রাজশক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করেন; সুতরাং এদেশে তাঁহাদের কাহাকেও ভয় করিতে হয় না, ব্যবসার অছিলা করিয়া, শীঘ্র বিপুল বিত্তবের অধিপতি হইবার জন্য মনুষ্যত্বকে একেবারে বিদায় করিয়া দেন; টাকার জন্য কোন প্রকার অকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। হায়, তাহাদের ঘোর স্বার্থপরতার জন্য কত শত সুখের সংসার যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁরা—”ভদ্র লোকটির কথায় বাধা দিয়া সেই যুবক কহিল, “তাঁদের দোষ

কি? তাঁরা কি বোঝেন,—কি জানেন? ঐ শালাই তো নিজে বড় মানুষ হইবার জন্ত কোম্পানীর নাম ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ কল্লে, যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে, পথের কাঙ্গাল কল্লে! শালা এখন সেই বাড়ীতে বাস কচ্চে, মারো শালাকে—এই ছুরির বাড়ীই মারো।" যুবক এই কথা ব'লে সেই নৌকার তক্তার উপর খুব জোরে এক কিল মারলে, নৌকা শুদ্ধ সকলেই যুবকের রকম দেখে অবাক্ হ'য়ে রইলো। গঙ্গার মাঝখানে পাগল ক্ষেপিয়া উঠিলে, পাছে নৌকার কোন বিপদ ঘটে, এই ভয়ে মাঝি সকলকে নিষেধ করিল, যেন আর কেহ পাগলের সহিত বাক্যালাপ না করেন; কাজেই আর কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, যুবক আপনা আপনি কিছুক্ষণ বকিয়া শেষে চুপ করিয়া বসিল।

যুবক নীরব হইলে সেই ভদ্রলোকটি আমাকে আস্তে আস্তে কহিলেন, "লোকটার অন্তরে সুদারুণ প্রতিহিংসানল প্রজ্জলিত হইয়া অনেকটা বাহ্ জ্ঞানশূন্ত করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ পাগল নয়, এর মতন শোচনীয় অবস্থায় পতিত হ'লে প্রকৃতিস্থ থাকা বড় কঠিন ব্যাপার, অতি বড় মেধাবী বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে।"

আমিও সেইরূপে চুপি চুপি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! যুবক একজন লোককে লক্ষ্য করিয়া গালাগালি দিল, উদ্দেশে ছুরি মারিল, সম্ভবতঃ সেই লোকটাই এদের ঈদৃশ দুরবস্থার প্রধান কারণ। আপনি যখন এই যুবককে চেনেন, তখন বোধ হয় সেই লোকটার নাম জানেন।" সেই ভদ্র লোকটি মাথা নাড়িয়া কহিল, "না মহাশয়! আমি অতো খপর জানি না। তবে শুনেছি যে, সাহেবদের দেনা পরিশোধ করিতে না পারায় রামসদয় বসাকের সর্ব্বস্ব সাহেবেরা যা বেচে নিয়েচে ও বসাকের দুই ছেলেকে কয়েদ ক'রে রেখেছে; এই যুবক রামসদয় বসাকের পৌত্র। বাজারে প্রকাশ যে, এর পিতা কুঠীর জেলে মরিয়াছে, এই জন্ত এর এত জাতক্রোধ। এই সকল কথা লোকের মুখে শুনিয়াছি, ইহা ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।

আর আমার কিছু জানিবারও আবশ্যক হইল না। কারণ আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা মীমাংসা হইয়া গেল। কর্ত্তার আমলা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, এই বৃহৎ বাড়ী রামসদয় বসাক নামক একজন ধনী তাঁতির ছিল। সাহেবেরা তাহার বাড়ী কাড়িয়া লইয়া কর্ত্তাকে

দিয়াছিলেন, আর এই ভদ্র লোকটি বলিতেছে যে, এই যুবক সেই রামসদয় বসাকের পৌত্র, তাহ'লে আমাদেরই কর্ত্তা এদের সর্ব্বনাশ ক'রে নিজের অবস্থার উন্নতি ক'রেছেন, এই যুবকের ন্যায় আরো কত হতভাগ্য যে, কর্ত্তার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া অত্যাচারানলে দগ্ধ হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

কর্ত্তা কত লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে, কত লোককে অকূলে ভাসিয়ে অনেকগুলি টাকা জমাইয়াছেন; কিন্তু তাঁর ন্যায় নরাধম নীচমনা কৃপণের সেই পাপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় হওয়া সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে; সেই জন্য কর্ত্তার পুণ্যে মনোহর বাবুর ন্যায় সুপুত্র ও অলকাসুন্দরীর মতন গুণবতী পুত্রবধূ মিলিয়াছে; তিনি একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেই তিন দিনের মধ্যে তাঁহার সমস্ত বিভব আচ্ছাদনহীন কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যাইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এই হতভাগ্য যুবকের জন্য আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, কর্ত্তার ষড়যন্ত্রে ইহাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে; কর্ত্তার ন্যায় স্বজাতীদ্রোহী ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নরপ্রেত যদি বাঙ্গালীর কুলে না জন্মাইত, তাহা হইলে কখনই অর্থপিশাচ বিধর্ম্মীরা এত শীঘ্র দেশের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে পারিত না। জগতে ইহাদের ন্যায় উদ্যম-হীন পরান্নভোজী, পরপদলেহন প্রার্থী, আত্মদ্রোহী জাতি আর আছে কি না সন্দেহ। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য গগনে উদিত হইবেন, তত দিন বাঙ্গালীর এ ঘোর কলঙ্ক কিছুতেই তিরোহিত হইবে না।

যদিও যুবকের অবস্থা সম্বন্ধে আরও দুই চারটি কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার মনে মনে ইচ্ছা হইল, কিন্তু পাছে আবার সেইরূপ ক্ষেপিয়া উঠে, এই ভয়ে আর কিছু বলিতে আমার সাহস হইল না। বিশেষ এই যুবকের সহিত কথা কহিতে মাঝি সকলকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছে, কাজেই আমার মনের ইচ্ছা মনেই লয় হইয়া গেল।

ক্রমে আমাদের নৌকাখানি পর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল; একে একে আমরা সকলে অবতরণ করিলাম, যুবকও নৌকা ত্যাগ করিয়া সেই দপ্তর বগলে লইয়া আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল। আমিও তাহার পশ্চাৎ-গামী হইলাম, খানিকদূর গিয়ে যুবক পিছনে আমাকে দেখিয়া ভ্রুকুটী করিয়া

কহিল, "তুমিও বুঝি সাহেবের কুঠীর লোক ; আর তো আমাদের কিছুই নাই। কি নেবে! আমাকে খুন কর্ব্বে? না তা করো না—তোমার পায়ে পড়ি তা করো না ; তাহ'লে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'বে। আমি কেবল সেই শালাকে খুন কর্ব্বো বলে, তার ভুঁড়ি ফাঁসাবো বলে বেঁচে আছি। যে দিন আমার মনের সাধ মিটবে, সেই দিন আমি হাস্‌তে হাস্‌তে মর্‌বো। ম'র্‌তে আমার ভয় নেই—কিছুমাত্র নেই। সব যে পথে গেচে, আমিও সেই পথে যাবো ; তাতে আমার ভয় কি? কেবল নিজের হাতে শত্রু নিহত কর্ব্বো ব'লে আমার বেঁচে থাকবার সাধ। আমার চোখে এখন সব অন্ধকার, অন্তরে রাত্র দিন রাবণের চিতা হুহু করিয়া জ্বলচে ; উহু জ্বলে গেলো, যাই যাই—শালার ভুঁড়িতে ছুরিখানা বসিয়ে প্রাণকে ঠাণ্ডা করিগে।" যুবক এই কথা বলে, আমার দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে দৌড়ে গেল! আমি যুবকের রকম দেখিয়া অবাক্ হইয়া সেইখানে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঘোর দারিদ্র্যতায় পতিত হইয়া যুবকের যে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কাজেই যুবকের জন্য আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট, কিন্তু কোন প্রকার উপায় নাই। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারায় তাপদগ্ধ যুবকের কোন উপকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, যাদের হস্তে ক্ষমতা আছে, অত্যাচারীকে দণ্ড দিতে যাঁরা সক্ষম, শিষ্টের পালন যাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁদের হৃদয় যদি দুর্ব্বলের সকরুণ ক্রন্দনে দ্রব না হয়, সেই বিপুল ক্ষমতার যদি অপব্যবহার করেন, শাসনের ছলে যদি পেষণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে একমাত্র ঐশ্বরিক কৃপা ব্যতীত নিপীড়িত দুর্ব্বলদের আর কোন ভরসা নাই। পশু যেমন অন্য দুর্ব্বল পশুর প্রাণ হরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ পরাক্রান্ত মনুষ্য সামান্য স্বার্থের জন্য যদি অন্য মনুষ্যকে পদদলিত না করিত, তাহা হইলে প্রকৃতই এই পাপতাপময় সংসার অমরাবতীতে পরিণত হইত। দয়া মায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত বলিয়া জগতে মনুষ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু সেই মনুষ্য যে দুরাশার দাস ও বাসনার বশংবদ হইয়া পশু অপেক্ষাযথেচ্ছাচারী হইয়াউঠে,ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়।

এই সকল কথা আমার মনে তোলাপাড়া হইতে লাগিল ; এই হতভাগ্য যুবকের কথা আমার অন্তরে উদয় হইয়া আমাকে এমনি বিমনা করিয়াছিল যে, আমি আমার নিজের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। যুবক অদৃশ্য

হইলে আমার যেন চটকা ভাঙ্গিল, আমি আর সে স্থানে অপেক্ষা না করিয়া আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে শিবনারায়ণ উকীলের বাসার দিকে গমন করিতে লাগিলাম।

গঙ্গার ধারের রাস্তা ছাড়াইয়া সবে বাজারের কাছে আসিয়াছি, ঠিক সেই সময় সহসা দুইজন বরকন্দাজ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি হরিদাস?" আমার মনে কোন পাপ নাই, সুতরাং আমি সরল-ভাবে কহিলাম, "হাঁ আমার ঐ নাম।" আমার কথা শেষ হইলে দুইজনে আমার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে, তোমাকে আমাদের সঙ্গে কোতোয়ালিতে যেতে হবে।"

আমি তাদের কথা শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলুম; কিন্তু প্রাণে ততদূর ভয় হ'লো না, কারণ আমি মনে তো জানি, কখন কোন অপরাধ করি নাই, তবে কি জন্য সাজা হইবে। বোধ হয় নামে নামে মিল হওয়ায় ভ্রমক্রমে এরা আমাকে ধরিয়াছে; কোতোয়ালিতে গেলে আমাকে এখনি ছাড়িয়া দিবে। আমি মনে মনে এই স্থির করিয়া সেই বরকন্দাজদের কহিলাম, "আমার কি অপরাধের জন্য তোমরা গ্রেপ্তার কল্লে?" একজন বরকন্দাজ উত্তর কল্লে, "আমরা অত খপর জানি না, দারোগা সাহেব তোমাকে সব কথা সমঝে দেবে। এখন আমাদের সঙ্গে এস, নগদ কিছু থাকে তো দাও, তা না দিলে ধাক্কা মার্‌তে মার্‌তে নিয়ে যাবো।"

দেশের শান্তিরক্ষক মহাশয়দের সহিত আমার এই প্রথম আলাপ; আমি আলাপের প্রারম্ভেই বুঝিলাম যে, কিছু পয়সা ব্যয় না করিলে এই মহা-প্রভুদের নিকট নিস্তার নাই! কাজেই একটী দুয়ানি ট্যাঁক হইতে খুলিয়া একজনের হাতে দিলাম। অমনি যেন জলন্ত আগুনে জল পড়িয়া গেল; আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া আমার পাশে পাশে দুইজন চলিতে আরম্ভ করিল। আমি আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া সেই দুইজন বরকন্দাজের সঙ্গে কোতোয়ালির দিকে যাইতে লাগিলাম।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## হাবুজখানা।

বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা কোতোয়ালিতে পৌঁছিলাম এবং জ্ঞাত হইলাম যে, দারোগা সাহেবের এখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। কাজেই বরকন্দাজদ্বয় আমাকে তাহাদের ঘরে লইয়া গেল।

তাহারা আমাকে যে ঘরে লইয়া গেল, সে ঘরটা খুব লম্বা চওড়া ও তার দুই ধারে প্রায় খানচল্লিশেক খাটিয়া পাতা রহিয়াছে; ঘরের আসবাবের মধ্যে এক কোণে এক তাড়া লাঠি ও সড়কী, দেয়ালে টাঙ্গানো একটা ঢোল, গোটা দুই বদনা, কাণা ভাঙ্গা একটা কুঁজো ও গণ্ডাপাঁচেক মেটে গুড়গুড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না; ঘরটার ভিতর প্রায় ১২।১৪ জন রকম বেরকম চেহারার লোক সেই খাটিয়ার উপর ব'সে পরস্পর গল্প করিতেছে; বাকী খাটিয়াগুলো খালি পড়িয়া আছে।

আমরা তিন জনে সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম; আমার সঙ্গী বরকন্দাজ আমাকে একটা খালি খাটিয়ার উপর বসিতে বলিল। আমি আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া তাহার আদেশ পালন করিলাম।

আমি উপবেশন করিলে সকলের চক্ষু আমার দিকে আকৃষ্ট হইল, কিন্তু তাহারা মুখে কোন কথা না ক'য়ে কেবল পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল।

কেন যে এরা আমাকে গ্রেপ্তার কল্লে, আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য কে যে উদ্যোগী হইল, তা আমি কিছুতেই স্থির কর্ত্তে পাল্লুম না। আমি বেশ ভেবে দেখলাম যে, আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে কখন কোন অপরাধ করি নাই—স্বপ্নেও কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই, তবে কি জন্য এরা আমাকে গ্রেপ্তার করিল? আমার দণ্ড হইলে, কি আমি জগৎ হইতে অপসারিত হইলে, কার মনোরথ পূর্ণ হইবে? আমি কাহার সুখের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছি? আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, প্রকৃত অপরাধীর পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে আমাকে ধৃত করিয়াছে; ন্যায়পরায়ণ বিচারক

এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিশ্চয় আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। বিশেষ আমার বিরুদ্ধে তো কোন দোষের প্রমাণ পাইবেন না যে, কোনপ্রকার দণ্ড বিধান করিবেন! সুতরাং আমার বিপদের আশঙ্কা খুব অল্প; ভীত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। তখন আমার মনের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, রাজা বিদেশী ও বিধর্ম্মী হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায় বিচার হইয়া থাকে; বিচারকেরা পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া কখনই পক্ষপাত করেন না, পরিণামে নিশ্চয় সত্যের জয় হইয়া থাকে; পাপ না করিলে কখনই দণ্ডভোগ করিতে হয় না, সুতরাং আমার অন্তরে তত ভয় হয় নাই। মনে মনে সাহস ছিল যে, আমি যখন নির্দ্দোষী, তখন আমি নিশ্চয় মুক্ত হইব। কিন্তু হায়! রাজার বিচার যে অন্য অন্য বস্তুর ন্যায় বিক্রয় হইয়া থাকে, যার অধিক অর্থ—সেই উত্তম বিচার পায়, টাকা ব্যয় করিলে নির্দ্দোষী ব্যক্তি দোষীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া দণ্ডভোগ করে, দেশের আইন কেবল দরিদ্রের জন্য, টাকা খরচ করিলে বিচারকের রায় পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তখন আমি এ সব জানি নাই; কাজেই আমার যে কোন বিশেষ বিপদ হইবে, সে সময় তাহা আমার মনে আদৌ উদয় হয় নাই। কাজেই অনেকটা প্রফুল্ল চিত্তে, সেই সকল ভীষণ চেহারা শান্তিরক্ষকদিগকে দেখিতে ও তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমার সঙ্গে কেহ কোন কথা কহিল না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটা লোক আসিয়া কহিল, "নসরদ্দি, দারোগা সাহেব বাহিরে এসেচেন; আসামীকে এই সময় নিয়ে এস।" আমার সঙ্গী বরকন্দাজদ্বয় এই কথা শুনে গুড়গুড়ির নলে সুখটান টেনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে দারোগা সাহাবের সম্মুখে হাজির করে দিলে।

কোতোয়ালির সাম্‌নে বারাণ্ডায় একখানি বড় কাঠের চৌকির উপর দারোগা সাহেব বসিয়া আছেন; তিনি বোধ হয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে কাঁচাঘুমে উঠিয়া আসিয়াছেন, কাজেই চক্ষুর্দ্বয় এখনো মুদ্রিত করিয়া আছেন; মাঝে মাঝে এক একটা হাই উঠিতেছে, দুই কস্ দিয়ে পানের পিক গড়াইয়া যেন রক্তদন্তি সাজিয়াছেন, চক্ষের কোণে তাল প্রমাণ পিঁচুটী জমিয়া রহিয়াছে।

দারোগা সাহেবের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে; বর্ণটুকুন কষ্টি পাথরের অনুরূপ! দেখতে খুব বেঁটে, হাত পা গুলি বেশ গোলগাল,

ঘাড়টি ছোট, ভুঁড়িটা শাঁসে জলে, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যে, যেন তিন-মণি একটা ঢাকাই কুপোর মুখে খুব বড় একটা ছিপি দেওয়া রহিয়াছে।

দারোগা সাহেবের মুখখানি চাকার মতন গোল, চোখ দুটো ছোট ছোট, নাকটি একটু বসা, কাঁচায় পাকায় মিশানো উঁচু উঁচু গোঁফ জোড়াটি প্রকাণ্ড, দাড়ি উলুঘরের ছাঁচের ন্যায় ছাঁটা ছাঁটা, দারোগা সাহেবের মুখখানি দেখলে বেঁটে মুসলমান সম্বন্ধে যে সুখ্যাতি আছে, তাহা যে সত্য, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে। কারণ নিষ্ঠুরতা ও গর্ব্ব তাহাতে মাখানো রহিয়াছে।

একজন ভৃত্য দারোগা সাহেবকে তামাক দিয়া গিয়াছে, তিনি সেই গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া ঝিমাইতেছিলেন। এমন সময় আমরা গিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। আমাদের পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া, আমাকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন; অল্পক্ষণ পরে আমার সঙ্গী বরকন্দাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নসরদ্দি! কোথায় এ ছোকরাকে গ্রেপ্তার কল্লে?" নসরদ্দি যোড় হাত করিয়া উত্তর করিল, "হুজুর ঠিক বাজারের কাছে আমরা গ্রেপ্তার করিয়াছি।"

দারোগা। এই ছোকরা ঠিক লোক তো; তাতে তো কোন ভুল হয়নি।

নসরদ্দি জীব কাটিয়া কহিল, "হুজুর! মোদের যে দিন কামে ভুল হবে, সে দিন কোরাণ সরিফ অবধি ঝুট হ'য়ে যাবে।" দারোগা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলন, "তাহ'লে কে নিসান্দি করিয়াছিল।" আমি যদিও এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম, কিন্তু তথাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। কারণ নসরদ্দি, দারোগা সাহেবের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া এমনি চুপি চুপি এই কথার উত্তর দিলে, যে আমি তার বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। দারোগা সাহেব আর কোন কথা না কহিয়া আর একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "আসামীকে এখন হাবুজ খানায় লইয়া যাও।"

আমি এতক্ষণ কোন কথা কহি নাই; কাঠের পুতুলের ন্যায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। মনে মনে ভরসা ছিল যে, দারোগা সাহেব আমার অপরাধের কোন প্রমাণ না পাইলে নিশ্চয় ছাড়িয়া দিবেন; কিন্তু দারোগা

সাহেবের এই হুকুম শুনিয়া, সে আশায় নিরাশ হইলাম। প্রাণে একটু ভয় হইল,—বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য তলে তলে একটা কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে! কিন্তু আমি বিপন্ন হইলে কার যে মনোরথ সিদ্ধ হইবে, আমি কার যে সুখের পথের কণ্টক হইয়াছি, আমাকে জগৎ হইতে অপসারিত করা কার যে মনোগত ইচ্ছা, তাহা আমি কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার আশা ছিল যে, নিশ্চয় দারোগা সাহেব আমি দোষী কি নির্দ্দোষী তাহা তদন্ত করিয়া দেখিবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; কেবল আমার ধৃতকারী বরকন্দাজদের দুই একটা বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে অপরাধী বলিয়া স্থির করিলেন; একেবারে আমাকে হাবুজখানায় আটক থাক্‌তে অনুমতি দিলেন। এ সব ব্যাপারের অর্থ কি? দারোগা সাহেবের ব্যবহার দেখে বেশ বোঝা গেল যে, পূর্ব্ব হইতে যেন সব কথা বার্ত্তা ঠিক্ ঠাক্ হ'য়ে আছে, সেইজন্য বোধ হয় আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক ব'লে বোধ কল্লেন না। রক্তমাংস বিশিষ্ট মনুষ্যের অন্তর তো প্রস্তরে নির্ম্মিত নয়! হিতাহিত জ্ঞান তো সকলের আছে—পাপের সাজা, পুণ্যের পুরস্কার, সকলেই তো মুখে স্বীকার করিয়া থাকে; কিন্তু কার্য্য কালে কি করে? সেই মনুষ্য আর একজন নিরপরাধ ভ্রাতার দুর্লভ স্বাধীনতা ধনের পরিপন্থি হয়, অবিচারে নিরত যন্ত্রণানলে দগ্ধ করে। হায়! সে সময় আমার জগতে অভিজ্ঞতা ততদূর জন্মায় নাই, অর্থের কি মোহিনী মায়া, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। নবাবের কৃপা, কাজীর বিচার, ফৌজদারের সহায়তা, দারোগার আনুগত্য, সকলই যে ব্যয়সাপেক্ষ, তাহা আমার জানা ছিল নাই; কাজেই আমার অন্তরে ওরূপ সন্দেহ ও কুতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল।

দারোগা সাহেবের হুকুম মত আমাকে হাবুজখানায় লইয়া যাইবার জন্য বরকন্দাজদ্বয় আমার হাত ধরিল; আমি তখন নিরুপায় হইয়া নিতান্ত কাতরস্বরে দারোগাসাহেবকে কহিলাম, "হুজুর! কি অপরাধের জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে? আমি স্বপ্নেও কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই; তবে কি জন্য আমাকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে?"

আমার কথা শেষ হইলে দারোগাসাহেব খুব গম্ভীরভাবে একটু বিস্ময়ের

ত্তান করিয়া তাহার নিজের বুলিতে বলিল, "কেঁউ, তোমারা কস্থুর তোম আপ্‌সে জান্তা নেই? হামারা মালুম হোতা, যে তোম পাক্কা বদমাইস হায়। আচ্ছা, কাল ফজিরমে যব কাজী সাবকো পাশ হাজির হউগে, তব সব মালুম হোগা। আবি হাবুজখানামে যাও, হাম্‌কো মৎ দিক্ করো; নসরদ্দী! আসামী লে যাও।"

দারোগা সাহেব এই হুকুম দিয়ে তামাকে মনোনিবেশ করিলেন; তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মন প্রাণ শীতল হইয়া গেল! কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দুই গণ্ড দিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। আমি আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া বরকন্দাজদের সঙ্গে হাবুজখানা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

হাবুজখানাকে একটি ছোটখাট কারাগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিচারের পূর্ব্বে অপরাধীরা এই স্থানে আটক থাকে; কর্ম্মচারীদের সুব্যবস্থার গুণে বিনা বিচারে অনেকের চিরজীবন এইখানে কাটিয়া যায়! আবার অর্থ ব্যয় করিলে এখানে সকল প্রকার বিলাসের দ্রব্য পাওয়া গিয়া থাকে।

এই হাবুজখানা ঠিক গঙ্গার উপরে স্থাপিত; চতুর্দ্দিকে খুব উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, মধ্যে ছোট ছোট পায়রার কুঠুরীর ন্যায় অনেকগুলি একহারা ঘর ধনুকের ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা রহিয়াছে, সাম্‌নে খুব প্রকাণ্ড এক লৌহের ফটক, ফটকের পর প্রহরীদের থাকিবার ঘর, তাহার পর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে পাশাপাশি দুটো কূপ রহিয়াছে; হতভাগ্য কয়েদীরা এই কূপের জলে স্নানাদি করিয়া থাকে।

আমরা ফটকের নিকট উপস্থিত হইলে একটি ছোট কাটাদরজা উদ্‌ঘাটিত হইল; বরকন্দাজদ্বয় আমাকে লইয়া সেই ফটকের ঠিক পাশের একটা ঘরে প্রবেশ করিল। সেই ঘরে তক্তাপোষের উপর একটি লোক বসিয়া হিসাবের কাগজপত্র দেখিতেছেন। তাঁহার সাম্‌নে দুই তিনটা বড় বড় কাঠের বাক্‌স শোভা পাইতেছে ও হাতে লেখা রাশি রাশি কাগজগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি মুসলমান নহেন—আমার স্বধর্ম্মী; কারণ তাঁহার প্রশস্ত ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটার আদয়া রহিয়াছে; যদিও তাঁহার বেশভূষায় বাঙ্গালীর কোন চিহ্ন নাই,—সম্পূর্ণ পশ্চিমদেশবাসীর ন্যায়, কিন্তু তথাপি তিনি হিন্দু! আমার মনের দুঃখ বুঝিবেন, এই আশায় হঠাৎ আমার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

আমরা সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট হইল; তিনি অনিমিষ নয়নে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন বরকন্দাজ তাঁহার কাপড়ের খুঁট হইতে একখানি কি কাগজ খুলিয়া তাঁহার হাতে দিল। সেই কাগজখানিকে আমার পত্র বলিয়া বোধ হইল, তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সেইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি দেখিলাম যে, পত্র পাঠ শেষ হইলে, মেঘের কোলে বিজলীর ন্যায় ঈষৎ হাস্যের রেখা তাঁহার অধরে প্রকটিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। আমি যদিও সেই ঈষৎ হাস্যের কোন অর্থ বুঝিলাম না, কিন্তু প্রাণে বড় ভয় হইল; অথচ সহসা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না।

পত্র পাঠ শেষ হইলে তিনি সেই খানি নিজের জামার জেবে রাখিয়া, একখানি বাঁধানো খাতা খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং খানিক পরে কহিলেন, "দশ নম্বরের ঘরে একজনমাত্র কয়েদী আছে, সেইখানে রাখো গে।" বরকন্দাজেরা আমাকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ কল্লে, কাজেই আমি কাতর হ'য়ে কহিলাম, "মহাশয়! কি অপরাধে আমি গ্রেপ্তার হইয়াছি, তাহা আমি এখনো জানি নাই; আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি সেটী বলিয়া দেন, তাহা হইলে নিতান্ত অনুগৃহীত হইব।" আমার কথায় সেই লোকটী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যুবক! তোমার অপরাধ কি, তাহা আমার জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই; যে কয়েক দিন তোমার বিচার না হইবে, সেই কয়েক দিন কেবল তোমাকে বন্দীভাবে এখানে রাখিব, আমার নিকট হইতে কোন সংবাদ জানিতে পারিবে না, কারণ আমি নিজে তাহা জানি নাই।

আমার অন্তরে যে আশার ক্ষীণ আলো প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে নির্ব্বাণ হইয়া গেল! মনে মনে একেবারে নিরাশ হইলাম; দুই গণ্ড দিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল; কিন্তু তখন আর উপায় নাই। কাজেই আর বাক্য ব্যয় না করিয়া আমার সঙ্গী বরকন্দাজদের সঙ্গে চলিলাম। তাহারা আমাকে লইয়া সেই প্রাঙ্গন পার হইল এবং পূর্ব্বোক্ত একটা কুঠরীর দরজা খুলিয়া আমাকে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল, আমি মনে মনে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া তাহাদের আদেশ পালন করিলাম; তাহারা পুনরায় দরজায় চাবি দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি যে ঘরে প্রবেশ করিলাম, তাহা লম্বে আট হাত ও প্রস্থে পাঁচ হাতের উপর হইবে না। ঘরের মেঝের পাশাপাশি দুটো ক'রে চার্‌টে মাটীর ঢিপি রহিয়াছে ও তাহার উপর এক একখানা কালো কম্বল পাতা আছে। আমি দেখিবামাত্র বুঝিলাম যে, এইগুলি হতভাগ্য কয়েদীদের সুখ-শয্যা; ঘরটিতে জানালার নামমাত্র নাই, কেবল আলো আসিবার জন্য খুব উপরে লোহার গরাদে দিয়ে ঘেরা একটীমাত্র গর্ত্ত বিদ্যমান আছে।

আমি একটা ঢিপির উপর বসিয়া সেই ঘরের চারিদিক দেখিতে দেখিতে দেখিলাম যে, ওধারের একটা ঢিপির উপর একজন কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ যোগাসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন; তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের কোন লক্ষণমাত্র নাই, বরং প্রফুল্লতা ও সন্তোষের চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করিলে, তিনি চক্ষু খুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও পাশের ঢিপিতে বসিতে বলিলেন।

আমি উপবেশন করিয়া প্রথমেই সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আপনি কি জন্য এই জঘন্য স্থানে বন্দীভাবে আছেন?" আমার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসি হাসি মুখে কহিল, "বাপু! আমার অপরাধ বড় গুরুতর, বোধ হয় কাজী সাহেব আমার ফাঁসীর ব্যবস্থা করিবেন।" আমি ব্রাহ্মণের কথায় নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলাম; কারণ তাঁহার ধরণ দেখিয়া বোধ হইল যে, তিনি যেন নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, ভয় ও ভাবনার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে না। প্রকৃত অপরাধী ঘোর মানসিক যাতনায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে, বিষাদের ছায়া বদনমণ্ডলে পতিত হয়, এই ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রফুল্লতা ও সদানন্দ ভাব, তাহারা কিছুতেই দেখাইতে পারে না। কাজেই আমি অনেকটা বিস্মিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার ন্যায় মহাপুরুষ যে কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইবেন, তাতো সহসা বিশ্বাস হয় না; তবে কিজন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করিল?" ব্রাহ্মণ সেই রকম হাস্‌তে হাস্‌তে কহিলেন, আমি শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি করিয়া মা জগদম্বাকে পূজা করিয়াছিলাম, তাহাতে মুসলমানদের নেমাজের বিঘ্ন হইয়াছিল, তাহারা কাজীর নিকট নালিশ করিয়া আমাকে আজ দুই দিন হইল এই স্থানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধভাবে কহিলাম, "বোধ হয় অসুরের রাজ্যে এ প্রকার ভয়ানক

অত্যাচার হয় না। আপনি তবু আপনার অপরাধ কি তাহা জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু আমাকে যে কেন বন্দী করিয়াছে, তাহা আমি এখনো জানিতে পারি নাই। হায়! নিশ্চয় নরাধমদের হৃদয় পাষাণের সারাংশে নির্ম্মিত, তা না হ'লে মানুষ হ'য়ে কখনই নিরপরাধী মনুষ্যকে এতো কষ্ট দিত না।" আমার কথা শুনিয়া সেই সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বৎস! স্থির হও; কেহ কাহাকে কষ্ট দিতে পারে না, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। আর কষ্টই বা কি? দীনবন্ধু যে দিন যেরূপ ভাবে খাবার বিধান করেছেন, কিছুতেই তার অন্যথা হইবে না। আমরা যদি সুখের দিনে বিচলিত না হই, তা হ'লে কখনই দুঃখের সময় কাতর হইতে হইবে না। সুখ দুঃখ সকলই মনের ভাবান্তর মাত্র। অন্তর যদি সন্তোষের আলোকে আলোকিত থাকে, মন প্রাণ যদি শ্রীকান্তের শ্রীচরণে সমর্পণ করা যায়, তা হ'লে পার্থিব কোন প্রকার ক্ষণিক সুখে কি আকিঞ্চিৎকর কষ্টে ব্যথিত হইতে হয় না। বিশেষ আমাদের ভাল ক'র্‌বার জন্য, ভবিষ্যতে উন্নতির আশয়ে জগদম্বা আমাদের পুনঃপুনঃ সংসারচক্রে পেষিত করেন; আমরা মনের দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য না বুঝে নিতান্ত বিরক্ত হই ও নিজের অদৃষ্টের উপর ধিক্কার দিয়া থাকি; ফলতঃ যেমন গৃহে প্রদীপ জ্বলিলে অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি যার বিমল অন্তরে ভগবৎ ভক্তির প্রাবল্য আছে, তার নিকট এই সকল সামান্য সাংসারিক কষ্ট যে অতি আকিঞ্চিৎকর, তাহায় আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।")

আমি ব্রাহ্মণের কথাগুলি খুব মনোযোগের সহিত শুনিলাম বটে, কিন্তু ঠিক বু'ঝিতে পারিলাম না; মনে অনেক প্রকার সন্দেহের উদয় হইল। আমি ব্রাহ্মণকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি, এমন সময় সেই দ্বার উদ্ঘাটিত হইল ও এক জন লোক একটা টীনের পাত্রে জল, কতকগুলো চিঁড়ে ও একটু গুড় আমার কাছে রাখিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ঠাকুর, কিছু খাবে কি না বল! না খেয়ে আর ক দিন বাঁচ্‌বে? এ নবাবের হাবুজখানা, এখানে বড় বড় বদমাইস সোজা হ'য়ে গেছে, তুমি তো কোন্ ছার! তুমি যদি ভাল চাও, তা হলে ও সব বিট্‌কেলমী ছাড়; যা দি, তাই খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর—আর নয় তো শুকিয়ে শুকিয়ে মর!" সেই সদানন্দ ব্রাহ্মণ সেইরূপ হাসি হাসি মুখে সেই লোকটাকে কহিল, "এখনও ত বাপু

মরি নি ? যদি উপবাসে মৃত্যু আমার কপালের লিখন হয়, তা হ'লে কেউ অন্যথা ক'ত্তে পারবে না। তা ব'লে এই দগ্ধ উদর পোষণের জন্য, এই ঘৃণিত প্রাণ রক্ষা করিবার আশয়ে ব্রাহ্মণের অখাদ্য ঊনছত্রিশ জাতির স্পর্শ করা অপবিত্র দ্রব্য আহার করিব না।

"তবে শুকিয়ে শুকিয়ে মর!" সেই লোকটা এই কথা বলে দোরে চাবি দিয়া প্রস্থান করিল। আমি নিতান্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি এই দুই দিন একেবারে অনাহারে আছেন ?" ব্রাহ্মণ হাসিয়া উত্তর করিল, "কি ক'র্‌বো বাপু! বিধাতা না মাপাইলে কি ক'রে খাবো ? পবিত্র ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে উদরের জন্য তো ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে পারি নি; এত দিন তো প্রত্যহ খেয়ে আস্‌ছি, এখন দিন কয়েক না খেয়েই দেখা যাক্ না কি হয়, কাল পূর্ণ না হ'লে তো আর মৃত্যু হবে না; তবে আর ভয় কি ?" আমি কহিলাম, "এরূপ ভাবে আর কয় দিন কাটাইবেন ? পাপিষ্ঠেরা যে শীঘ্র আপনাকে মুক্ত করিয়া দেবে, তাহাও ত বোধ হয় না, কাজেই আপনাকে আহার কর্ত্তেই হবে।"

আমার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সগর্ব্বে কহিল, "কিছুতেই নয়, যদি ছার প্রাণ যায় সেও ভাল, কিন্তু তথাপি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না; যখন জগদম্বার ইচ্ছা না হ'লে একটী সামান্য পত্র পর্য্যন্ত বৃক্ষচ্যুত হয় না, তখন তাঁর দাসের এই শোচনীয় দশা কি মার অপরিজ্ঞাত থাকা সম্ভব ? কখনই নয়; দেখি না, কৃপাময়ী অভাগার ভাগ্যে কি লিখেছেন।"

ব্রাহ্মণের এই কথাগুলি আমার ভাল লাগিল না বটে, কিন্তু মনে মনে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম! ব্রাহ্মণ দুই দিন অনাহারে আছেন, কিন্তু মুখ কিছু-মাত্র শুষ্ক হয় নাই; অঙ্গের লাবণ্য সমভাবেই রহিয়াছে। ইহার অর্থ কি ? আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ভক্তিভাবে ঈশ্বরের পবিত্র নাম জপ করিলে, মন প্রাণ তাঁহার পাদপদ্মে উপহার দিলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা অবধি লয় হইয়া যায়; তাহা না হইলে এই ব্রাহ্মণ কখনই এত প্রফুল্লভাবে অবস্থান করিতে পারিত না। এই ব্রাহ্মণের ন্যায় স্থির বিশ্বাস থাকিলে বোধ হয় সংসারে কোন বস্তুর অভাব হয় না। আমাদের সেই অটল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি নাই ব'লে পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করি; সকল অবস্থায় অমন বিমল আনন্দ ভোগে বঞ্চিত হই; জলজ কুসুম যেমন উদ্যানে জীবিত থাকে না, তেমনি আমাদের

ন্যায় লঘুচিত্ত ব্যক্তির অন্তরে এতাদৃশ অনন্য সাধারণ সহিষ্ণুতার উদয় নিতান্ত অসম্ভব।

যদিও এই ব্রাহ্মণের উপর আমার যথেষ্ট ভক্তি হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ন্যায় অনাহারে থাকা বিহিত বলিয়া বিবেচনা করিলাম না। আমি দিন কয়েক পারসী পড়িয়াছিলাম, মনোহর বাবুর বাড়ীতে ইংরাজী পুস্তকের পাঁচ ছয় খানি পাতা পড়া হইয়াছিল, সুতরাং শ্রীমান্ উদরদেবকে কষ্ট দিয়া যে কোন ধর্ম্ম হয় না, তাহা এক প্রকার আমার ধারণা হইয়াছিল; বিশেষ সে সময় আমার নিজের জঠরানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, কাজেই সেই ঢিপি হইতে নামিয়া চিঁড়েগুলি উত্তমরূপে ধুইলাম ও গুড়মিশ্রিত করিয়া আহার করিলাম, সে সময় সেই চিঁড়ে আমার মুখে রাজভোগের ন্যায় উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল।

আহারাদি করিয়া সেই অপূর্ব্ব শয্যার উপর আসিয়া বসিলাম, ব্রাহ্মণ পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন এক প্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল, বদনমণ্ডল যেন কি একপ্রকার স্বর্গীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আমি ভয়বিহ্বলচিত্তে ও নিতান্ত ভক্তি-ভাবে ব্রাহ্মণের সেই সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, কাজেই আমি সেই কম্বলের উপর শয়ন করিলাম; দলে দলে ছারপোকা আসিয়া আমার সেবা করিতে লাগিল। এক দল মশা আসিয়া মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল; আমি তাহার পরিচর্য্যায় নিতান্ত বাধিত হইলাম এবং আঃ ওঃ প্রভৃতি আনন্দ-ধ্বনি করিতে করিতে সেই সুখশয্যার উপর মনের সুখে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম।

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

---

### রামেশ্বর ব্রহ্মচারী।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল; মুসলমানের রাজধানী মুরশিদাবাদে সমস্ত রাত্রি মানব মানবীর নানাপ্রকার পৈশাচিক কাণ্ড দেখে চন্দ্রদেব লজ্জায় গগন-

বক্ষে লুক্কায়িত হইলেন; অকপট প্রণয়ের জলন্ত নিদর্শন সুখমত্ত মানবদের দেখাইবার অভিপ্রায়ে তারাগণ প্রিয়তমের পথানুসরণ করিল; পক্ষীকুল শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যকে পশু অপেক্ষা নীচপথের পথিক নিরীক্ষণ ক'রে ছি ছি ক'রে ধিক্কার দিতে দিতে স্ব স্ব নীড় পরিত্যাগ করিল; বঙ্গ বিধবার ন্যায় কুমুদিনীর বিষণ্ণ মুখ দেখে সরোজিনী ঘোম্‌টা খুলে মনের সুখে হাস্‌তে আরম্ভ করিল। অলিকুল গুন্ গুন্ ক'রে ক্রমে ক্রমে এসে জুটলো; পদ্মিনীর কাণ্ড দেখে ক্রোধে দেব দিবাকরের রম্য মূর্ত্তি লাল হইয়া উঠিল।

প্রত্যেক প্রভাতে কার ভাগ্যে যে কিরূপ ঘটনা ঘটে, কি ভাবে কার যে রাত্রি প্রভাত হয়, তা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত আর সকলের পক্ষে অপরিজ্ঞাত ও ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে লুক্কায়িত। মনোহর বাবুর কার্য্যে নিতান্ত সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে কুপথ হইতে ফিরাইবার মানসে সাধ্যমত হরকিশোর বাবুর কোন প্রকার উপকার করিবার আশয়ে কল্য প্রভাতে আজিমগঞ্জ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম; কিন্তু আজ প্রভাতে এই হাবুজখানায় বন্দী অবস্থায় অবস্থান করিতেছি; কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, হঠাৎ আমার অবস্থার এরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন হইবে! আমার ধারণা ছিল যে, অপরাধ না করিলে কখনই দণ্ডভোগ করিতে হয় না; কিন্তু এখন দেখিতেছি, মুসলমানের রাজত্বে নিরপরাধে নিরীহ লোকদের অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতে হয়; আর অন্যে টাকার জোরে মহা মহা পাপী গুরুতর অপরাধ করিয়াও পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। আজ কাল তো নবাব নামে নবাব, নিজের আয়েস লইয়াই উন্মত্ত, দেশের শাসন রক্ষা এখন সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের হাতে; শুনিয়াছি, এই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজেরা নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসনের পক্ষপাতী, তবে কিজন্য ক্ষমতা থাক্‌তেও তাঁরা দেশের অত্যাচার দমনের জন্য যত্নপর হন না; টাকা আদায় করিয়া বিলাতে ডেস্‌প্যাচ করিতে যেরূপ মজবুত, শাসনসংস্কার করিয়া দুর্ব্বল নিরীহ প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করিতে ততদূর আগ্রহ নহেন কেন? দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যে রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, তাতো তাঁরা মুখে স্বীকার করেন; কিন্তু কার্য্যকালে তো তাহার পরিচয় দেন না, ইহার কারণ কি? বোধ হয় আমাদের ভাগ্যদোষে কি বাঙ্গালার জল বায়ুর গুণে, তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ উদারতার পরিবর্ত্তে ঘোর স্বার্থপরতা হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়াছে।

প্রভাতে ব্রাহ্মণকে দেখিলাম যে, তিনি সেইরূপ ভাবে যোগাসনে বসিয়া আছেন; আমার বেশ বোধ হইল যে, সমস্ত রাত্রি তাঁহার ঐরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বাহ্যজ্ঞান আদৌ নাই; কেবল নির্ব্বাত স্থানের দীপ্ত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন! তাঁহার সর্ব্বশরীরে যেন একপ্রকার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে। বারিবর্ষণ হীন মেঘের ন্যায় ব্রাহ্মণের এই সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল; হৃদয় ভক্তিরসে পরিপূরিত হইয়া উঠিল; আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এই দ্বিজবর নয়ন মুদ্রিত করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, এই অসার সংসারে সেই বিমল আনন্দ লাভ যে একান্ত দুর্লভ ও স্পৃহনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, এই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য-জীবনকে বৃথা কাজে অপব্যয় করিলাম! কাঞ্চন দূরে রাখিয়া কাচে উন্মত্ত হইলাম,—গৃহে সুমিষ্ট পায়স থাকিতে অনশনে দিনপাত করিলাম। আমার ভাগ্য নিতান্ত অপ্রসন্ন ব'লে নিয়ত কুলোকের সঙ্গে আমার সংসর্গ ঘটিয়া থাকে, আর সেইজন্যই আজ আমার এ প্রকার শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে; অপরাধ না করিয়াও অপরাধীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি! এ যে অসৎসংসর্গের প্রত্যক্ষ ফল, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বড় আশায় আশ্বাসিত হইয়া মনোহর বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম; মনে করিলাম, বিধাতা খুব উত্তম সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। হরকিশোর বাবুর ন্যায় ব্যক্তির পাপ সংসারে থাকিলে আরো অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এই ভয়ে তাঁর আশ্রয় পরিত্যাগ করিলাম; কিন্তু তার পর দেখি যে, অর্থপিশাচ কর্ত্তা ও ঘোর অপব্যয়ী লম্পট তস্য পুত্র হরকিশোর বাবুর দলেরই লোক! বিশেষ কোন ইতরবিশেষ নাই। হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্য এই সংসারে আর কেহই নাই। কারণ আমি এই বিশাল জগতে একা; জন্মেও কখন পিতামাতাকে দেখি নাই, চিরকাল পরের আশ্রয়ে বাস করিতেছি। বাল্যকাল হ'তে হরকিশোর বাবু লালন পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা যে স্নেহের জন্য নয়, কোন বিশেষ স্বার্থের উদ্দেশে, তাহা আমি তাঁর নিজের মুখের কথাতে বুঝিতে পারিয়াছি; সেইজন্য এক কথায় মনোহর বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম; কিন্তু পরে দেখিলাম যে, এক নরককুণ্ড হইতে আর একটায় আসিয়া পড়িলাম। প্রথম দিনে আসিয়াই কর্ত্তার ধরণ দেখিয়া

বোধ করিলাম যে, এরূপ অর্থপিশাচ কৃপণ কখনই সৎ লোক হইতে পারে না, তার পর সেই উন্মাদ যুবকের নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে ত কর্ত্তাকে একজন নরকের কীট বলিয়া বোধ হয়। হায়! যদি এইরূপ কুলোকের সংসর্গে না পড়িয়া এই ব্রাহ্মণের ন্যায় কোন মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে যে বিমল আনন্দের লহরী ইঁহার অন্তরে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার কণামাত্রও উপভোগ করিতে সক্ষম হইতাম।

"আমি মনে মনে এই সব কথা তোলাপাড়া করিতেছি, অন্তরে নানা প্রকার চিন্তার ঢেউ উঠিতেছে, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ চক্ষু খুলিয়া হাসি হাসি মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বৎস, তোমার রাত্রে তো সুনিদ্রা হইয়াছিল?" আমি নিতান্ত বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "সমস্ত দিনে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম; কাজেই শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রাদেবী কোলে স্থান দিয়াছিলেন; কিন্তু মশা ও ছারপোকায় অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছিল। আপনি কি ঐরূপ ভাবে বসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন?" ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কি কর্ব্বো, শুয়ে ছারপোকার কামড় খাওয়া অপেক্ষা, এইখানে বসে মার নাম করি। যখন মার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে ভ্রান্ত জীবের ভবযন্ত্রণা অবধি লয় হয়, তখন আমার এই সামান্য কারা-যন্ত্রণা কেন থাকবে?" গৃহে বসে যে কাজ কত্তুম, এখানেও তো তাই কচ্চি; তখন আর বিশেষ কষ্টের কারণ কি? আমি ভক্তি ভাবে কহিলাম, "প্রভো! আপনি কখন সামান্য মনুষ্য নন, আমাদের পক্ষে দেবতা বিশেষ; এই পাপতাপময় সংসারে আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ আছেন ব'লে, এখনো চন্দ্র সূর্য্য উদয় হচ্চেন; আপনারা যে দিন পাপ সংসার ত্যাগ ক'রে, আপনাদের যোগ্য নিত্যধামে গমন কর্ব্বেন, সেই দিন নিশ্চয় ধরাতল রসাতলে যাবে। আপনি যখন অনাহারে ও অনিদ্রায় কিছুমাত্র কাতর হন নাই, তখন, আপনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ আমার কথা শুনিয়া বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে উত্তর করিলেন, "বৎস! ও কথা বলিও না,—আমি অতি অধম কীটাণুকীট; আমার অপেক্ষা কুপুত্র আর মার কেহই নাই; কিন্তু কুপুত্র হ'লেও স্নেহময়ী জননীর স্নেহের তো হ্রাস হয় না! সেইজন্য এই ভজন-পূজন-হীন অধমকে, কৃপাময়ী পদে পদে কৃপারাশি বিতরণ কচ্চেন। আহা! মার অপার কৃপার কি তুলনা আছে? বিমল

শারদীয় জ্যোৎস্না যেমন প্রাসাদ ও কুটীর উভয়কেই সুরঞ্জিত ক'রে থাকেনি জগদম্বার অতুল কৃপা হ'তে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হয় না। ভক্তি ভাবে অভয়ার অভয় চরণে শরণ নিলে সমস্ত অভাব একেবারে দূর হ'য়ে যায়। আমার ন্যায় নরাধম অভক্ত, দুই দিন অনাহারে আছি ব'লে, মা আমার প্রাণরক্ষার জন্ত রাত্রিতে এসে খাইয়ে গেলেন, ঐ দেখ তাঁহার চিহ্ন এখনো আছে। ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া সেই ঘরের কোণের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া দেখাইয়া দিলেন। আমি নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, দুটো মাটীর ভাঁড় পড়িয়া আছে; কিন্তু আমি কোন কথা কহিবার পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিলেন, "একটা ভাঁড়ে দুগ্ধ ও অন্যটায় গঙ্গাজল মা আমাকে দিয়া গিয়াছেন। তুমি মনে করোনা, যে তিনি নিজের হাতে কোন কাজ করেন, কেবল একটা উপলক্ষ করিয়া দেন; কৃপাময়ীর কৃপা হইলে মরুভূমির মধ্য দিয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া থাকে। সানুময় প্রদেশে কমলিনী বিকশিত হয়, প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ঘোর নাস্তিকের নীরস অন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হইয়া পড়ে; সুতরাং এখানকার হিন্দু কারাধ্যক্ষ যে আমার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে, রাত্রিকালে গোপনে আমার জন্ত যে দুগ্ধ ও গঙ্গাজল দিয়ে যাবে, এর আর বিচিত্র কি? এ নিশ্চয় মার খেলা, তিনি তাকে এরূপ মতি না দিলে কথনই তার এ প্রবৃত্তি হতো না। যদিও এখন ঘোর কলি, ম্লেচ্ছদের একাধিপত্য, তথাপি জগদম্বার সাধন করে, কেউ কখন ফললাভে বঞ্চিত হয় নাই। প্রাণের সহিত যে ডেকেছে, সেই মহা মহা সঙ্কট হ'তে পরিত্রাণ পাইয়াছে; হায়! আমি মাকে ডাকতে জানি না, আমার মন এখনো আমার হয়নি; কিন্তু তবু তো মার কৃপার বিরাম নাই। আহা! এমন কৃপাময়ীকে ভুলে যে, অনিত্য সংসার নিয়ে মত্ত হ'য়ে আছে, তার তুল্য দুর্ভাগা আর কেহই নাই। তার মনুষ্য জন্ম ধারণ করাই বৃথা।"

পিযুসপ্রপাত সম ব্রাহ্মণ এই মধুর কথা শুনতে শুনতে আমার মনের যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল, হৃদয় একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; ক্ষণেকের জন্ত আমার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত উৎকণ্ঠা অন্তর হ'তে অন্তরিত হইয়া গেল। কিন্তু মুখে কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কেবল এক দৃষ্টে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরে তিনি একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমাকে দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তুমি কোন সৎবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমার ললাটফলকে যে সুলক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় তোমার দ্বারায় জগতে কোন মহৎ কার্য্য সমাধা হইবে।" আমি ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিলাম, "প্রভো! আমার ন্যায় হতভাগ্য আর এই ধরাধামে কেহ আছে কিনা সন্দেহ; সংসারের সার সম্পদ পিতা মাতার পবিত্র চরণ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। কোথায় আমার জন্মস্থান তাও আমি জানি নাই, এই সহরের হরকিশোর আগরওয়ালা নামে একজন ভদ্রলোক আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; সম্প্রতি তাঁহার প্রতি ঘোর অভক্তি হওয়ায় আমি তাঁর বাটী পরিত্যাগ করিয়া আজিমগঞ্জে বাস করিতেছিলাম; কল্য প্রভাতে কোন কর্ম্মোপলক্ষে মুরশিদাবাদে আসিতেছিলাম। ঠিক বাজারের নিকট আমাকে দুইজন বরকন্দাজ গ্রেপ্তার করিয়া কোতোয়ালিতে লইয়া গেল, তারপর দারোগা সাহেবের অনুমতিক্রমে আমাকে এখানে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া দিল।"

ব্রাহ্মণ। তুমি আজিমগঞ্জে কোথায় ছিলে?

আমি। হলধর সরকারের বাটীতে বাস করিতেছিলাম?

ব্রাহ্মণ। সে বেটা যে তোমায় বাটীতে আশ্রয় দিয়াছিল, এ যে বড় অসম্ভব কথা! কারণ সে বেটার অপেক্ষা নরাধম কৃপণ আর কেহ সংসারে জন্মগ্রহণ করে নাই। সে বেটা রামকৃষ্ণ ঘরামির পৌত্র, জাতিতে কৈবর্ত্ত; কিন্তু ইংরাজদের অধীনে কর্ম্ম করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, সেই অহঙ্কারে নিজেকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। সে বেটার মতন পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর এই সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। কত দিন তুমি সে বেটার বাড়ীতে বাস করিতেছ?

আমি। প্রায় ১৫ দিন হইল, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি; মনোহর সরকার নামে তাঁহার এক পুত্র আছে, তাঁহারই অনুরোধক্রমে কর্ত্তা আমাকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ। সে বেটাকেও আমি জানি; তার বাপ যেমন কৃপণ, সে বেটাও তেমনি অপব্যয়ী ও পাপপরায়ণ! আমি পূর্ব্বে আজিমগঞ্জে বাস করিতাম। আজ প্রায় দুই বৎসর হইল আমার এক জন ধনাঢ্য শিষ্যের অনুরোধক্রমে,

মা জগদম্বার একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মুরশিদাবাদে বাস করিতে ছিলাম। আজি তিন দিন হইল এই স্থানে বন্দী ভাবে আছি। মা নিজের পূজা নিজে গ্রহণ কর্ব্বেন, তার জন্য আমার কোন চিন্তা নাই; কিন্তু সেই অনাথিনী কি ভাবচে! আমাকে না দেখে কতই না উৎকণ্ঠিতা হয়েছে! কারুর জন্য কখন আমার কোন ভাবনা ছিল না; কিন্তু আজ কয়েক বৎসর হইল, একটা মিছে মায়ার বেড়ি পায়ে দিয়েছি; সকলই মার ইচ্ছা, তিনি দিয়েছেন তিনিই রক্ষা কর্ব্বেন।

আমি। কার জন্য আপনি চিন্তিত হচ্চেন? বাটীতে আপনার কি একটী কন্যা আছে?

ব্রাহ্মণ। না বৎস, এই সংসারে আমার কেহই নাই, জগদম্বা কৃপা ক'রে সকল বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েচেন। কেবল নিতান্ত দায়ে পড়ে একটী তাঁতির মেয়েকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছি; কারণ এই জগতে সেই হতভাগিনীর আর কেহই নাই।

আমি। আপনি সেই মেয়েটিকে কোথায় পেয়েছিলেন?

ব্রাহ্মণ। গঙ্গায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে যাচ্ছিল, আমি তুলে অনেক কষ্টে বাঁচালাম, সেই অবধি আমার আশ্রয়ে আছে।

আমি। সে মেয়েটির বাড়ি কোথায় তা ঠিক কর্ত্তে পেরেছেন?

ব্রাহ্মণ। তা পেরেছি বইকি?

আমি। তবে সেইখানে পাঠিয়ে দিন না কেন?

ব্রাহ্মণ। তাহ'লে তো কোন ভাবনাই ছিল না, আমি নিশ্চিন্ত হতুম; কিন্তু সে উপায় যে নাই। পাপাত্মারা নীচ স্বার্থের বশীভূত হ'য়ে যে, এতো বড় লোকটাকে একেবারে ধনে প্রাণে নষ্ট করিয়াছে। যাক সে কথা তোমার শুন্‌বার আবশ্যক নাই, এখুনি তোমার শীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিবে ও স্বজাতি মনুষ্যের উপর ঘোর ঘৃণা জন্মাইবে।

আমি। প্রভো! একটী ঘটনা আমারও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। গত কল্য আমি যখন পার হই, সেই সময় নৌকার উপর এক যুবককে দেখিয়াছিলাম। আহা! তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইল, ঘোর দুঃখে পড়িয়া সে এক প্রকার ক্ষিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু কোনপ্রকার উপদ্রব নাই। কেবল নিজে নিজে বকে, আর কার উপর যেন রাগ ক'রে

ব'লে, "শালার ভুঁড়িটা তরমুজের মতন ফাঁসাবো।" সেই নৌকার অন্য অন্য ভদ্র লোকেরা বল্লে যে, এই যুবক খুব বড় মানুষের ছেলে ছিল; এর পিতামহ কোম্পানীর কুঠীতে রেশমের দাদনের সেই টাকা শোধ না দেওয়ায় ওদের সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।"

ব্রাহ্মণ। কুবেরের ভাণ্ডার দিলেও বোধ হয় দাদনের টাকা শোধ হয় না, কারণ পাপাত্মাদের ছলের অভাব নাই। যাক্, সে সব কথা যাক; তুমি যে যুবকের কথা বল্লে, তার কিছু পরিচয় জান্তে পেরেচো?

আমি। সেই যুবকের সঙ্গে আমার দুই দিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল; প্রথম দিনেই আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। কিন্তু যুবক সহসা অদৃশ্য হওয়ায়, আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাই নাই। দ্বিতীয় দিনে নৌকার উপর দেখি, যুবক কতকগুলো ছেঁড়া কাপড়ের একটা দপ্তর খুব যত্নে বগলে ক'রে রেখেছে; সে সময় আরো সাত আটজন আরোহী ভদ্র লোক আমাদের সঙ্গে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল যে, "এই দপ্তরে তার বাড়ীর ও জমিদারীর দলিল আছে। এগুলি দেখিয়ে দিল্লীর সম্রাট ও ইংলণ্ডের রাণীর কাছে বিচার প্রার্থনা করিবে। তারপর তার অভ্যাস মত ভুঁড়ি ফাঁসাবো ফাঁসাবো বলে চীৎকার করে উঠলো। যদিও আমি তার নিজের মুখে কোন কথা শুনিনি, কিন্তু আমাদের সঙ্গী সেই ভদ্রলোকেদের মধ্যে একজনের মুখে শুনিলাম যে এই যুবক রামসদয় বসাক নামক একজন ধনাঢ্য তাঁতির পৌত্র; সাহেবদের ক্রোধানলে তাহার সকল পরিজন দগ্ধ হইয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ। আমি সে সময় উপস্থিত না থাক্‌লে তাই হ'তো, কিন্তু মা জগদম্বার তা ইচ্ছা নয়; সেইজন্য মা সেই অভাগিনীর জীবন রক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণের এই কথায় আমি নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, "আপনি যে কন্যাটিকে আশ্রয় দিয়াছেন, সে কি ঐ তাপদগ্ধ যুবকের কোন আপনার জন? সদানন্দ ব্রাহ্মণ একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "সেই অভাগিনী তোমার কথিত যুবকের বিবাহিতা স্ত্রী; তুমি যে পাষণ্ডের বাড়াতে ছিলে, সেই বেটা কৌশল ক'রে, সাহেবের লোকজন এনে দুপুর বেলা মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যায় ও গঙ্গার ধারের একটা দোতলা বাড়ীতে আটক করিয়া রাখে। মেয়েটি নিতান্ত সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা, কাজেই তুচ্ছ প্রাণের বিনিময়ে নিত্যধন

ধর্ম্মরক্ষার জন্য মনকে দৃঢ় করিল। নীচাশয় মনিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নির্ম্মম পাষণ্ড হলধর সরকার মেয়েটিকে যে বাড়ীটায় রাখিয়াছিল, সেটা গঙ্গার এত নিকটে যে, জোয়ারের সময় জল সেই বাড়ীটার নীচে অবধি আসিত; হতভাগিনী আর কোন উপায় না দেখে, দুর্বৃত্তদের নিকট হইতে অমূল্য সতীত্বরত্ন বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে সেই ঘরের জানালার একটা গরাদে ভেঙে গঙ্গায় পতিত হয়। যদি আমার দৃষ্টিপথে পতিত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আর অল্পক্ষণ পরে অভাগিনীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইত। আমি প্রথমে অজ্ঞান অবস্থায় তীরে তুলিয়াছিলাম এবং অনেক পরিচর্য্যার পর তবে চৈতন্য হয়; সেই অবধি কন্যাটি আমার আশ্রমেই থাকে। ব্রাহ্মণের মুখে এই সকল কথা শুনে আমি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যুবক বড় প্রাণের জালাতেই "ভুঁড়ি ফাঁসাবো ফাঁসাবো" বলে চীৎকার করে, এই জন্যই কর্ত্তার উপর তার এরূপ জাতক্রোধতা হইয়াছে। কারণ এ প্রকার অত্যাচারে নিতান্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে যুবক পাগল নয়; সুদারুণ ক্রোধে অধীর হইয়া ওরূপ প্রলাপ বোকে চিত্তকে শান্ত করে। যদি কখন ইহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তখনি এ নিজেও প্রকৃতিস্থ হইবে।

আমি মনে মনে এই সব কথা ভাবিতে লাগিলাম, এমন সময় আমাদের গারদ ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং বরকন্দাজদ্বয় প্রথমে আমাকে এখানে যে ভদ্রলোকটির কাছে উপস্থিত ক'রেছিলো, যিনি দশ নম্বর ঘরে আমাকে থাকতে হুকুম দিয়েছিলেন; সম্ভবতঃ যিনি হাবুজখানার অধ্যক্ষ, তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ব্রাহ্মণের দিকে অগ্রসর হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। আমি এই লোকটার এরূপ ভাব দেখে নিতান্ত বিস্মিত হলুম; কারাধ্যক্ষ হ'য়ে যে কয়েদীকে এ প্রকার সম্মান করিবে, এ যে নিতান্ত অসম্ভব! তবে কিরূপে এই লোকটার মনের ঈদৃশ পরিবর্ত্তন হইল? এ নিশ্চয় এই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণের অসীম ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছে! তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ জগদম্বার এক জন যথার্থ ভক্ত ও দৈববলসম্পন্ন; নিতান্ত লঘুচেতা ভ্রান্তেরাই বলে যে, এই ঘোর কলিকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা বৃথা। কিন্তু যিনি সংসারে পদাঘাত ক'রে ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ববশে এনে অকপটে জ্ঞানপথের

পথিক হয়েছেন, তিনিই জানেন যে, সাধনা করিলেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, মন প্রাণ ঐক্য ক'রে জগদম্বার উপাসনা ক'র্‌লে কখনই ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। এই অসার সংসারে তুচ্ছ বাহুবল অপেক্ষা যে, দৈববল শতগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি মনে মনে এই সব কথা ভাবিতে লাগিলাম; আমার বোধ হইল যে, এই ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন, সেই জন্য আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লেন, কিন্তু মুখে কোন কথা কহিলেন না, এমন সময় সেই লোকটা হাতযোড় ক'রে, খুব ভক্তিভাবে কহিলেন, "প্রভো! এই পাপপুরীতে আপনি তো গঙ্গাজল ও কাঁচা দুধ ব্যতীত আর কিছুই আহার করিবেন না, কিন্তু এই যুবক যদি রসুই করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমি তাহার উদ্যোগ করিয়া দিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ আমার মত জানিবার জন্য আমার দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; আমি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলাম, রসুই করা আমার আদৌ অভ্যাস নাই।" "আচ্ছা, তা হলে বাজার হইতে লুচি আনাইয়া দিতেছি" সেই লোকটা এই কথা বলে ব্রাহ্মণকে পুনরায় প্রণাম ক'রে সেই ঘর হইতে প্রস্থান করিল; কিন্তু সেই ঘরের আর চাবি বন্ধ করিয়া দিল না।

ভূতের মুখে রামনামের ন্যায় এই লোকটার ঈদৃশ ভদ্রতাসূচক ব্যবহার দেখে আমি বিস্মিত হয়ে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভো! কাল দুটি চিঁড়ে আর গুড় খেয়ে দিনপাত কল্লুম, কেউ কোন কথা বলিল না, কিন্তু আজ যে এই লোকটী এসে একেবারে লুচির ব্যবস্থা কর্‌লেন! মুসলমানের কর্ম্মচারী হয়ে যে, আমাদের আহার করাবার জন্য এত যত্নপর হবে, এ যে নিতান্ত অসম্ভব কথা? নিশ্চয় আপনার অদ্ভুত যোগবলে এ ব্যক্তির ও প্রকার সুমতি হইয়াছে; আপনি একজন মহাপুরুষ, আমার সৌভাগ্যবশতঃ আপনার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

ব্রাহ্মণ। বৎস! আমি পূর্ব্বেই ত বলেছি, আমি নিতান্ত অধম,—আমার কোন ক্ষমতা নাই; এ সমস্তই মা'র কৃপা। আমরা কুপুত্র ব'লে জগজ্জননী ত কুমাতা হতে পারেন না! কাজেই সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য পাষাণের নীরস অন্তর হতে দয়ার উৎস প্রবাহিত কর্‌লেন। তুমি মার ভক্ত হলে সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌বে।

আমি আজ হ'তে আপনার দাস হইলাম; আপনি আমার গুরু হইলেন। যদি এ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাই, তা হ'লে চিরকালের জন্য আপনার সেবক হইয়া থাকিব। তাহা হইলে জগতে আমার কোন ভয় থাকিবে না।

ব্রাহ্মণ। মার নাম কর, কোন ভয় থাকিবে না; কিন্তু প্রথমে মা মন পরীক্ষার জন্য বিপদে ফেলে, হৃদয়ের ভক্তি কতদূর গভীর তা দেখেন। যেমন স্বর্ণ দগ্ধ হইলে আরও উজ্জ্বল হয়, তেমনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জীবের জন্ম সার্থক হইয়া থাকে। তুমি এই বিপদ হ'তে মুক্ত হ'য়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে; তোমার যাতে মঙ্গল হয়, আমি তাহার বিধান করিব। তোমার নাম?

আমি। আমাকে সকলে হরিদাস বলে ডাকে; আমি যে কি জাতি, তাহা আমি ঠিক জানি নাই। হরকিশোর বাবু নিজেকে আগরওয়ালা বেণে বলে পরিচয় দিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া আমার বোধ হইত। তিনি আমার স্বজাতি কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণে রসুই করিত, আমি তাহা আহার করিতাম। তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, আমার শিক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; প্রথমে একজন পণ্ডিত আমাকে সংস্কৃত পড়াইতেন। সম্প্রতি পারসী শিখাইবার অভিপ্রায়ে কর্ত্তা তাঁহার স্থলে একজন মৌলবী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; কারণ মুসলমানের রাজ্যে সংস্কৃত অপেক্ষা পারসীর আদর বেশী ও ধনোপার্জ্জনের সুগম পন্থা হইবে। হরকিশোর বাবু আমাকে এত যত্ন এত স্নেহ করিলেও কোন বিশেষ কারণবশতঃ আমি তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ। যে কারণে তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করেচো, সে কথা আমার শুনিবার কোন আবশ্যক নাই। এখান হ'তে মুক্ত হ'য়ে যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে ইচ্ছা কর, তা হ'লে রামেশ্বর ব্রহ্মচারীর কালীবাড়ীতে যেও, তুমি বাজারের কাছে গিয়ে যাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, সেই পথ দেখিয়ে দেবে।

আমি। তা হলে রামেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রভুরই নাম।

ব্রাহ্মণ। হাঁ,—লোকে ঐ নামে এই অধমকে ডাকে বটে।

এমন সময় সেই লোকটি লুচি, তরকারী ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন আনিয়া আমার নিকট রাখিল ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান

করিল। সেই লোকটা প্রস্থান করিলে ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে কহিলেন, "বৎস! আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক কি, বেলাও ত অধিক হইয়াছে! তুমি স্বচ্ছন্দে আহার কর।"

আমি ব্রাহ্মণের আদেশক্রমে সেই কূপের জলে স্নান করিয়া পরিতোষে লুচি আহার করিলাম ও তাঁহার সহিত সদালাপে মত্ত হইয়া পরম সুখে সময় পাত করিতে লাগিলাম।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

## কাজীর বিচার।

পাঁচ দিন আমাকে হাবুজখানায় থাকিতে হইল; কিন্তু কিছুমাত্র কষ্ট-ভোগ করিতে হয় নাই। এক স্থানে আটক থাকা ভিন্ন আমরা যে বন্দী, তাহা কিছুতেই বোঝা যাইত না। যে লোকটি এই ব্রহ্মচারী ঠাকুরের জন্য দুধ ও আমার জন্য লুচি আনিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই এই হাবুজখানার অধ্যক্ষ; তাঁহার নাম লছমীপ্রসাদ লালা, নিবাস ত্রিহুত অঞ্চলে। ব্রহ্মচারীর উপর তাঁহার অকপট ভক্তি হইয়াছিল এবং আমি তাঁহার সঙ্গী বলিয়া আমার জন্যও উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য আনিতেন; কিন্তু ব্রহ্মচারী ঠাকুর এক পোয়া দুগ্ধমাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। আমি এই পাঁচ দিন সেই মহাত্মার সহিত সদালাপ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলাম, তাঁহার শ্রীমুখের মধুর উপদেশাবলী শুনিয়া আমার অন্তরে যে বিমল আনন্দের লহরী ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। কুসুমের সংসর্গগুণে যেমন জলও সুরভিত হয়, তেমনি এই দেবপ্রতিম তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের সঙ্গলাভ করিয়া আমার মলিন হৃদয়ও সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আমি এই পাঁচ দিন সেই কারাগৃহ মধ্যে যেরূপ মনের আনন্দে ছিলাম, হরকিশোর কি মনোহর বাবুর বাড়ীতে সেরূপ আনন্দলাভ আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই।

ষষ্ঠ দিনে প্রাতঃকালে লছমীপ্রসাদ বাবু আসিয়া আমাকে কহিলেন, "যুবক! অদ্য তোমাকে কাজীর সম্মুখে হাজির হইতে হইবে; এত শীঘ্র

কখন কাহারও মোকদ্দমা উঠে না, অন্ততঃ এক মাস হাবুজখানায় বাস না করিলে কোন অপরাধীর বিচার আরম্ভ হয় না; তোমার ভাগ্যক্রমে ইহার অন্যথা হইয়াছে।" কি অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছ, তাহা আজি কাজী সাহেবের নিকট শুনিবে। আমি আর তোমায় কি বল্‌বো, এই মাত্র জেনে রাখ যে, তোমার পিছনে লোক আছে, তারা তোমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য দু পাঁচ শ টাকা খরচ কত্তে কাতর হচ্চে না।"

লছমীপ্রসাদের মুখে এই কথা শুনে আমার প্রাণে বড় ভয় হইল; বুক গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল! সহসা কোন কথা বলিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া নিতান্ত বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিলাম, "আমার বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তাহা আমি অনেকটা জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য কে যে অর্থব্যয় কচ্চে, তাতো কিছুতেই বুঝিতে পাচ্চি না; আপনি আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, আপনার ঋণ চিরজীবনের মধ্যে কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনি যদি কৃপা করিয়া বলেন যে, আমি বিপন্ন হইলে কার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে—কি জন্য তিনি আমার সহিত এরূপ শত্রুতাচরণ করিতেছেন?" আমার কথা শেষ হইলে লছমীপ্রসাদ বাবু হঠাৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে কথা শুনিলে আপাততঃ তোমার কোন লাভ হইবে না, সময়ে সব জানিতে পারিবে। এখন আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, কাজীর দুই জন সেপাহী তোমাকে লইতে আসিয়াছে, তুমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

আমি বুঝিয়া দেখিলাম যে, ইঁহার সহিত আর অধিক বাক্যব্যয় করা বৃথা। ইঁহার যেরূপ উদার প্রকৃতি, আমাদের উপর যে প্রকার অনুগ্রহ বরিষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বোধ হয় যে, ইঁহার কোন ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয় আমার উপকার করিতেন; কিন্তু কাজীর আড্ডা, কাজেই তাঁহাকে মান্য করিতে হইবে। আমি ভক্তিভাবে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলাম, তিনি প্রসন্নমুখে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি মনে মনে জগদম্বার নাম স্মরণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সেই কারাগার হইতে বহির্গত হইলাম।

লছমীপ্রসাদ বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই ফটকের পাশের ঘরে গেলেন।

তথায় গিয়া দেখি যে, দুই জন সশস্ত্র সেপাহী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। লছমীপ্রসাদ বাবু তাহাদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই আসামী ভদ্র সন্তান, তোমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবার কোন চেষ্টা করিবে না, সুতরাং হাতে হাতকড়ি দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই।" সেপাহীদ্বয় তাঁহার কথা স্বীকার করিল; কাজেই আমার হাতে আর হাতকড়ি দেওয়া হইল না। আমাকে মধ্যস্থলে লইয়া তাহারা আমার পাশে পাশে চলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে আমরা কাজী সাহেবের বিচারালয়ের নিকটস্থ হইলাম; আমার সঙ্গী সেপাহীদ্বয়ের সঙ্গে যেমন আমরা আদালতের প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিব, অমনি দেখি না বক্‌সী খুব শশব্যস্ত ভাবে ভিতর হতে বেরিয়ে আস্‌চে; আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলেই অমনি ঝাঁ করে মুখ ফিরিয়ে ছাতাটা আড়াল দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি বক্‌সীর রকম দেখে নিতান্ত বিস্মিত হলুম; বক্‌সী যে আমাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েচে, তাতে আর সন্দেহই নাই,—তা হ'লে আমার কি হয়েছে, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না? যখন আমার দু পাশে দু জন সেপাহী যাচ্চে, তখন আমি যে একজন অপরাধী, এ কথা বুঝতে তো কারুর বাকী থাক্‌বে না। এরূপ অবস্থায় দেখলে অপরিচিত লোকও কারণ জিজ্ঞাসা করে, আর বক্‌সী আমার জানা শোনা লোক হ'য়ে কি জন্য আমাকে দেখেও পাশ কাটিয়ে চলে গেল? এর মানে কি?

আমার মনে বিষম খট্‌কা হইল; আমি অনেক ভাবিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমাকে দেখিয়া বক্‌সী যখন কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল, তখন বেশ বোধ হইতেছে যে, ও বেটা আমার বিষয়ের সব কথাই জানে। কিন্তু কি অপরাধের জন্য আমি গ্রেপ্তার হইয়াছি, তাহা আমি নিজেই জানিতে পারি নাই; দারোগাসাহেব ও হাবুজখানার অধ্যক্ষ অবধি জানেন নাই; তা হ'লে বক্‌সী কি ক'রে সে কথা জান্‌বে?

আমি এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সিপাহীদের সঙ্গে চলিলাম ও সেই ফটক পার হইয়া সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম; সিপাহীরা আমাকে লইয়া নীচের একটা কুঠরীর মধ্যে আটক করিয়া রাখিল।

সেই কুঠরীর মধ্যে আমাকে অনেকক্ষণ থাকিতে হইয়াছিল; মধ্যে একটা লোক আসিয়া প্রথামত কিঞ্চিৎ চিঁড়ে গুড় ও এক মগ জল দিয়া গিয়াছিল। আমি তখন নিজের চিন্তায় বিভোর, কাজেই সেই অপূর্ব্ব খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতেও আমার স্পৃহা হইল না; কেবল নিতান্ত তৃষিত হওয়ায় সেই জলটা সমস্ত পান করিয়াছিলাম।

বেলা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় সেই সিপাহীরা আমাকে বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। আমি কোন বাক্য ব্যয় না করে কলের পুতুলের ন্যায় বাহিরে আসিলাম। তাহারা আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রশস্ত সোপানাবলী অতিক্রম পুর্ব্বক উপরে উঠিল ও কাজী সাহেবের এজলাসে কাঠরায় মধ্যে আমাকে খাড়া করিয়া দিল।

সিঁড়ির ঠিক পাশে খুব একটা লম্বা চওড়া চেয়ারে কাজী সাহেব এজলাস করিয়া বসিয়া আছেন; উকীল মোক্তার, আমলা ও দর্শকে সেই ঘরটি গিস্ গিস্ করিতেছে।

কাজীসাহেবের বয়স ৬০ বৎসরের উপর হইবে; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যুবাদের ন্যায় উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, শ্বেত শ্মশ্রুরাজি নাভিদেশ অবধি বিস্তৃত, বর্ণ দাড়িম্বের ন্যায় আরক্তিম, নাসিকাটি সরল ও সমুন্নত, ভ্রূযুগল যুক্ত, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল সুদৃঢ় ও সামর্থ্যব্যঞ্জক। কাজী সাহেব বয়সে প্রবীণ হইলেও তাঁহার গাত্রের মাংস কিছুমাত্র লোল হয় নাই এবং মুক্তার ন্যায় শুভ্র দন্তগুলির সংখ্যা পূর্ণ অবস্থায় আছে। তিনি তাঁহার উচ্চ পদমর্য্যাদার উপযুক্ত রক্তবর্ণ বনাতের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন ও দুই জন সৈনিক উলঙ্গ তরবারী লইয়া তাঁহার একটু পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

কাজীসাহেবের এজলাসের এক ধাপ নীচে একখানি গালিচার উপর বাক্স কোলে লইয়া দুই জন আমলা মুখোমুখী করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন; তাঁহাদের নীচে অর্থাৎ মেজের উপর উকীল, মোক্তার ও সম্ভ্রান্ত দর্শকদের জন্য নানাপ্রকার কাষ্ঠাসন শোভা পাইতেছে।

বিচারকের বাম দিকে লোহার গরাদে দিয়ে ঘেরা কাটগড়ার মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া আছি,—মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছি, এক একবার কাজী সাহেবকে দেখিতেছি, এমন সময় খোদ কাজী সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

আমি। হুজুর! আমার নাম হরিদাস।

কাজী। হরিদাস! তোমাকে কি জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ; এখন যদি নিজের মঙ্গল চাও, তা হ'লে তোমার অপরাধ স্বীকার কর! সত্য কথা বলিলে আমি অনেকটা অনুগ্রহ করিব।

আমি। হুজুর! আমার অপরাধ কি, কি জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল, তাহা আমি কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই।

আমার কথা শুনিয়া কাজীসাহেব খুব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "বটে! আচ্ছা, পেস্কার! ছোক্‌রার কসুর কি, এখনই শুনিয়ে দাও।" কাজী সাহেবের এই হুকুম শুনিয়া বাক্‌স কোলে করিয়া যে দুই জন লোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন একখানা খাতা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন; আমি স্থিরকর্ণে শুনিতে লাগিলাম। "গত ১১৬৫ সালের ৯ই চৈত্র সোমবার প্রাতঃকালে বালুচরনিবাসী হৃদয় জেলে নামক এক ব্যক্তি মৎস্য ধরিবার জন্য গঙ্গার জলে জাল ফেলিতেছিল, ঘটনাক্রমে তাহার জালে একটা মুখ আঁটা বস্তা পাওয়া যায়; ঐ বস্তার মধ্যে একজন মুসলমানের লাস ছিল; লোকটার বুকের দাগ দেখিয়া বোধ হয় যে, গুলি মারিয়া কেহ তাহাকে খুন করিয়াছে ও পরে বস্তাবন্দী করিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়াছে। উক্ত হৃদয় জেলে বেলা আটটার সময় লাস সমেত কোতোয়ালীতে আসিয়া এৎলা করে; দারোগা সহবদ্দীন সমস্ত রোজ মেহেনত করিয়া এই খুনের কিনারা করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি জানিতে পারিলেন যে, রবিবার রাত্র প্রায় একটার সময় হরিদাস নামে একজন যুবক এই বস্তা লইয়া গঙ্গার তীরে আসিতেছিল, দুই জন লোকের সহিত পথিমধ্যে তাহার সাক্ষাৎ হয়, তাহারা গাওয়া দিতে প্রস্তুত আছে। এমত অবস্থায় হুজুরের হুকুমানুসারে উক্ত দোষী হরিদাসকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা জারি করা হইল। ইতি, ২৩এ চৈত্র।"

পেস্কার মহাশয়ের পড়া শেষ হইলে আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, ভয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম! কাজেই আর দাঁড়াইতে পারিলাম না—সেই কাটগড়ার মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি ব্যাপার!

যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি, তাহাই কি না আজ সত্য হইল? আমি আজী-মোল্লার খুনের দায়ী হইলাম? যাহারা প্রকৃত অপরাধী, তাহাদের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত হইল না, ইহার কারণ কি? যদি দারোগার তদন্ত সত্য হয়, তাহা হইলে বস্তা ত আমার নিকট ছিল না, বরাবর খাঁ সাহেব ঘাড়ে করিয়া লইয়াছিল; আমি কেবল সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। আর আমার নাম যে হরিদাস, তাই বা তাহাকে কে বলিয়া দিল? মনোহর বাবু ও বক্সী হরকিশোর বাবুকে এই খুনদায়ে দায়ী করিবার জন্য পরামর্শ করিয়াছিল; কিন্তু আমার উপর যে এই গুরুতর অপরাধ পড়িবে, ইহা ত স্বপ্নের অগোচর—কল্পনার বহির্ভূত। যদি প্রকৃত বস্তা আমার কাছেই থাক্‌তো, তা হ'লে আমি যে খুন করিয়াছি, তাহার প্রমাণ কি? কোথায় কার দ্বারায় এই খুন হইয়াছে, ইহা ত বিচারক প্রথমেই জানিতে ইচ্ছুক হইবেন। কিন্তু কৈ, কাজীসাহেব ত এখন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না? দেখি না তিনি কি সুবিচার করেন। আমি সকল কথা সত্য করিয়া বলিব—কোন কথা গোপন করিব না, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাই ঘটুক।

আমি মনে মনে এই স্থির করিয়া সেই কাটগড়ার মধ্যে পুনরায় কাজী-সাহেবের দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইলাম। তিনি একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "প্রমাণ না পেয়ে কখন কাহারও প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া আইনসঙ্গত নয়; তা হলে সুবিচারে দোষ স্পর্শ হইবার সম্ভাবনা; কাজেই প্রথমে প্রমাণ আবশ্যক।" কাজীসাহেবের কথা শেষ হইলে অমনি চারি দিক্ হ'তে "শোভান আল্লা, বহুত আছো" "কেঁয়া খুব" "শভুম হে যে" প্রভৃতি ধ্বনি উঠ্‌লো। খোসমোদ ক'রে ফোলাবার জন্য বাবুদের বৈঠকখানায় মোসাহেব নামে এক প্রকার নিকৃষ্ট জীব বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু আজ দেখিলাম যে, মুসলমানদের আদালতের মধ্যেও এদের গতিবিধি আছে। কাজীসাহেবের মুখ হইতে একটি কথা বেরুলেই অমনি হাজার হাজার বাহবা পড়িয়া যায়।

ন্যায়পরায়ণ বিচারক মহাশয় মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত বলিয়া বোধ করিলেন না; কেবল পাছে অবিচার হয়, এই ভেবে আমার অপরাধের প্রমাণ লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পেস্কারের ইঙ্গিতমত একটা লোক সাক্ষ্য দিতে আসিল; আমি জীবনের মধ্যে কখন

সে মুখ দেখি নাই। সেই লোকটা শপথ করিয়া কহিল যে, আমার নাম হৃদয়নাথ বাগ, মাছ ধরিয়া আমি দিনপাত করি; গত ৯ই চৈত্র সোমবার প্রাতঃকালে মাছ ধরিবার জন্য গঙ্গায় জাল ফেলি, কিন্তু দড়ি টানিয়া দেখি যে, জাল অত্যন্ত ভারী হইয়াছে; অনেক বড় মাছ পড়িয়াছে এই আশায় আমি ডুব দিয়া অতি কষ্টে জাল তুলি। তার পর দেখি যে, মাছের বদলে একটা মুখ আঁটা বস্তা রহিয়াছে! আমি ডাঙ্গায় উঠিয়া সেই বস্তা খুলিয়া দেখি যে, তার ভিতর একটা মুসলমানের লাস!! আমি এই দেখে নিতান্ত ভয় পেলুম ও কোতোয়ালিতে আসিতেছিলাম; পথিমধ্যে রহিম সেখ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। সে ব্যক্তি বল্লে, 'কাল রাত্তির প্রায় একটার সময় এক জন মোটসোটা হিন্দু ছোগরা এই বস্তা ঘাড়ে ক'রে গঙ্গার দিকে যাচ্ছিল।' রহিম সেখ ছোগরার যে রকম চেহারা বল্লে, তাতে এই ছোগরার উপর আমার খুব সুবে হয়; কারণ ওর ঠিক্ সেইরূপ চেহারা।"

যদিও তখন আমার অতি দুঃসময়, ভয় ও ভাবনায় অন্তর একান্ত কাতর, তথাপি এই অদ্ভুত বিচারপদ্ধতি দেখিয়া—সাক্ষীর এই বিচিত্র জবানবন্দী শুনিয়া একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না; কিন্তু মেঘের কোলে বিদ্যুতের ন্যায় সে টুকুন তখনই অধরের কোলে মিশিয়া গেল! আমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, কাজেই আমি কিছু বলিবার অবসর পাইলাম না। আমি একমাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সেই কাটগড়ার মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তার পর রহিম সেখ নামক দ্বিতীয় সাক্ষী উপস্থিত হইল; এ লোকটাও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই লোকটা আমার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া কহিল, "৯ই চৈত্র রবিবার রাত্রি আন্দাজ একটার সময় এই ছোগরা একটা বস্তা ঘাড়ে করিয়া গঙ্গার দিকে যাইতেছিল; আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নাই, সেই জন্য সে সময় কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই; পর দিন বেলা আন্দাজ আটটার সময় আমি দেখি যে, হৃদয় জেলে নামক এক ব্যক্তি সেই বস্তা লইয়া কোতোয়ালির দিকে আসিতেছিল; আমি বস্তা দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম এবং সেই জেলের কাছে শুনিলাম যে, ইহার ভিতর একটা লাস আছে; আমি সেই অন্ধকার রাত্রে এই ছোগরাকে একবার দেখিয়াই ঠিক

চিনিয়া রাখিয়াছিলাম এবং যদিও তখন রাস্তায় জনমনুষ্য ছিল না, তথাপি পর দিন সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সেই ছোগরার নাম হরিদাস। তা হ'লে এই ছোগরাই যে খুন করিয়াছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

সাক্ষী নিজের সাক্ষ্য দিতে আসিয়া এক রকম রায় দিয়া গেল; কেবল দণ্ডাজ্ঞা তাবাকী রহিল! কাজীসাহেব তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বিদায় দিলেন। আমার বেশ বোধ হইল যে, তার অন্ধকারে দেখার কথা বিচারক মহাশয় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন! আমি এই প্রহসন দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম।

কাজীসাহেব তখন খুব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আর কাহারও সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই; প্রকৃত ব্যাপার ইহাতেই বেশ বোঝা গিয়াছে। যখন একটা লাস পাওয়া গিয়াছে, তখন তার জীবনের জন্য আর একজনকে দণ্ড না দিলে আমাদের সুশাসনে কলঙ্ক হইবে। আমরা যখন একজনকে আসামীরূপে পাইয়াছি, তখন আর কোন ভদ্রলোককে অনর্থক কষ্ট দিবার আবশ্যক নাই। একটা অপরাধের জন্য একজনকে দণ্ড দিলেই আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইল। নবাববাহাদুর আমাদের উপর শান্তিরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন; আমরা যদি কোন অপরাধের জন্য কাহাকে দণ্ড দিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মের নিকট পতিত হইব। অতএব সেই হতভাগ্য মুসলমানের খুনের জন্য যে, এই হরিদাস নামক ছোক্‌রা অপরাধী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; যদিও সাক্ষী দ্বারায় ইহার অপরাধ এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহাকে খুন করিতে চক্ষে দেখে নাই; সেই জন্য ও ইহার অল্প বয়স বলিয়া আমি কোন কঠিন দণ্ড দিলাম না, কেবল ইহার চরিত্রসংশোধনের জন্য এক বৎসর মেয়াদের আজ্ঞা দিলাম।"

এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া এজলাসের চারি দিক্ হইতে ·হবা পড়িয়া গেল; কিন্তু বিনা মেঘে আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল! আমি চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম ও অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাজীসাহেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি কোন দোষের দোষী নই; আমাকে দণ্ড দেওয়া বৃথা। আমার কাছে"—আমার মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তে পেস্কার মহাশয় খুব বিরাশী সিক্কার ওজনে একটা ধমক দিয়ে বল্লেন, "চোপ রাও বেয়াদব! হজরত আলি তোর জান বেঁচিয়ে

দিয়েচেন, আবার কথা কচ্চিস্—নেমকহারাম কাফের!" পেসকারের ধমকে আমি থুতিয়ে গেলাম; আমার মুখের কথা মুখেই রইলো, প্রকাশ ক'রে ব'লতে আর সাহস হইল না। এমন সময় কালান্তক যমের ন্যায় দুই জন সেপাহী আসিয়া আমাকে ধরিল! আমি দুই চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কলের পুতুলের ন্যায় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### এ কথা কি সত্য ?

আমি এখন কারাগারে; আজীমোল্লার খুনের জন্য আমারই এক বৎসরের কারাদণ্ড হইল! আমি কাজীসাহেবের অদ্ভুত বিচার দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইলাম। আমার বিরুদ্ধে হৃদয় জেলে ও রহিম সেখ নামক ভুঁইফোড় সাক্ষীদ্বয় যে কোথা হইতে আসিল, কে যোগাড় করিল, তাহা ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না। আমি জেলখানার একটা কুঠরীতে একখানা কম্বলের উপর বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, এই সংসারে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই মিথ্যা—কবির কল্পনামাত্র! তা না হ'লে হরকিশোর, মনোহর ও বক্সীর কিছুই হইল না—আর আমি কোন অপরাধ না করিয়াও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম? আমিই ত দেখিয়াছি যে, আলি আখড়া প্রভৃতি স্থানে কত শত বদমাইস দিনে দুপুরে গুরুতর গুরুতর অপরাধ ক'রে মনের সুখে বিচরণ কচ্চে; কেহ তাহাদের অকার্য্যে বাধা দিতে সাহস করে না, কিন্তু নিরপরাধ নিরীহ লোকেরা নিয়ত নির্যাতন সহ্য করিতেছে। লোকে বলে 'পাপ ক'ল্লেই ভুগ্তে হয়।' কিন্তু কই তা ত হয় না; বরং পাপাত্মারাই সংসারে ধনে মানে শ্রেষ্ঠ, রাজার আইন তাহাদের নিকট অগ্রসর হয় না; কেবল দরিদ্র দুর্ব্বল প্রজারাই অপরাধ না করিয়াও দণ্ডভোগ করিয়া থাকে। শাসনচক্র যেন তাহাদেরই পেষণ করিবার জন্য পরিচালিত হয়। পাষাণহৃদয় পাপাত্মারা মনুষ্যত্বহীন হইয়া পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে, আর ঈশ্বরপরায়ণ নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিরা দণ্ডভোগ করেন! পাপের

প্রতিফল, পুণ্যের পুরস্কার সত্য হইলে কখনই এ প্রকার বৈষম্য ঘটিত না। নিশ্চয়ই পাপপুণ্যের অস্তিত্ব মিথ্যা, সত্য হইলে আজ আমি কখনই এই কারাগারে থাকিতাম না, আর হরকিশোর বাবু প্রভৃতি প্রভুরা স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত না! পাপের ফল থাকিলে অবশ্যই তাহা তাহাদের ভাগ্যে ফলিত! ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইত না। আর আমি কপটতাকে ঘৃণা করি ব'লে, সত্য কথা বলা অভ্যাস থাকায় আমাকে এই প্রকার বিপদে পতিত হইতে হইতেছে—অপরাধ না করিয়াও দণ্ডভোগ করিতেছি; প্রকৃত পক্ষে যদি সত্যের মর্য্যাদা থাকিত, তাহা হইলে কখনই এরূপ ঘটিত না।

আবার তখনই সেই সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা মনে উদয় হইল। তিনি ত আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মার সেবক হইলে প্রথমে তিনি নানাপ্রকার সাংসারিক বিপদে ফেলে ভক্তি পরীক্ষা ক'রে দেখেন, আর শীতকালের সঞ্চিত বাষ্প যেমন বর্ষাকালে মুষলাধারে বরিষণ হয়, সেইরূপ পাপী পরিণামে তাহার কৃতকর্ম্মের শতগুণ ফলভোগ করিয়া থাকে। পাপাত্মারা উন্নতির শিখরে আরোহণ করে বটে, কিন্তু সেটা তার পতনের পূর্ব্বলক্ষণ; অচিরকাল মধ্যে তাকে নিরাশার গভীর হ্রদে পতিত হইতে হয়। তখন দীপ্ত দাবানলের ন্যায় সুদারুণ অনুতাপানলে সেই অপরিণামদর্শী পাষণ্ডের হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়।

সেই ব্রাহ্মণের যেরূপ তেজঃপুঞ্জ কলেবর, যেরূপ অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা, স্বধর্ম্মে যেরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাতে তিনি কখনই সামান্য ব্যক্তি নন! সুতরাং তাঁর ন্যায় মহাত্মার কথা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। অমন ঘোর বিপদে পতিত হইয়াও তাঁহার কিছুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই; ভয় ও ভাবনা যেন তাঁর বিমল অন্তর হইতে একেবারে অন্তরিত হইয়াছে। মিথ্যাপরাধে ধৃত হইয়া যবনের কারাগারে আসিয়াও তাঁহার মুখমণ্ডল বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই; বরং প্রফুল্লতা যেন পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে! অমন সদানন্দ ভাব, সাংসারিক ভোগবিলাসে ওরূপ নিস্পৃহতা, বিপদে ও প্রকার উদাসীন লঘুচেতা সামান্য মানবে কিছুতেই সম্ভবে না। নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মচারী মহাশয়ের হৃদয়ে এমন কোন বল আছে, যার দ্বারায় তিনি ঐহিক সকল প্রকার বিপদকে পরাভব করিতে সক্ষম হন!

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপর আমার অচলাভক্তি হইয়াছিল; তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তিচক্ষে দেখিতাম, তাঁহার কথাগুলিকে বেদের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া বোধ করিতাম; সুতরাং সেই মহাত্মার মধুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী স্মৃতিপথে উদয় হইয়া সন্দেহাকুল চিত্তকে অনেকটা শান্ত করিল। কিন্তু মনের দুর্ব্বলতা ও চাঞ্চল্যনিবন্ধন আবার নানাপ্রকার কুচিন্তা আসিয়া আমাকে পুনরায় অশান্তির ক্রোড়ে শায়িত করিল।

ব্রহ্মচারী ঠাকুরের প্রভাবে হাবুজখানার মধ্যে যেমন লছমীপ্রসাদ বাবু যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তেমনই বোধ হয় তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমি এই জেলখানায় আসিয়া এখানকার অধ্যক্ষের অনেকটা সুনজরে পড়িয়াছিলাম। আমার প্রতি তিনি অনেকটা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও সকল বিষয়ে আমার অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যদিও জাতিতে মুসলমান, কিন্তু দৈত্যকুলে পরমভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায়,—কয়লার খনিতে-মূল্যবান্ হীরকের সম! তাঁহার প্রকৃতি স্বজাতীয়দের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি হিন্দুদের কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন না ও সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল।

এই দয়ালু কারাধ্যক্ষের নাম মির্জ্জা আলি; আমি ইহাঁর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম। ভাবে বোধ হইল যে, আমার দুঃখময় কাহিনী তিনি অবিশ্বাস করিলেন না। আমার সহিত সদয় ব্যবহার করিতে তিনি তাঁহার অধীনস্থ প্রহরীদের আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

মির্জা আলীর আজ্ঞা মত আমি একাকী একটী কুঠুরী অধিকার করিয়াছিলাম, তাহাতে আর অন্য কোন কয়েদী ছিল না; হাবুজখানার ন্যায় তাহারও মধ্যে চারটি ঢিপি ছিল। কিন্তু প্রহরীরা আমাকে একখানি খাটিয়া দিয়াছিল, আমি তাহাতে শয়ন করিয়া প্রত্যহ উদারস্বভাব ছারপোকা মহাশয়দের পরিচর্য্যা গ্রহণ করিতাম। কারাধ্যক্ষ মহাশয় কৃপা করিয়া আমাকে কোন শ্রমসাধ্য কঠিন কর্ম্মে নিয়োগ করেন নাই। প্রথমে তিনি আমাকে কয়েদীদের ঘরগুলি ঝাঁট দিতে ও বাগানের শুক্‌নো পাতা কুড়াইবার ভার দিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে আমি উত্তম বাঙ্গালা লিখিতে পারি জানিতে পারায় তিনি নিজের সেরেস্তায় মুহুরীগিরি কাজে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে উত্তমরূপে বাঙ্গলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম;

জমিদারী ও মহাজনী কার্য্যপ্রণালী বিষয়েও আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল; কাজেই আমার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া তিনি আমার উপর নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। একমাত্র দস্তখত ব্যতীত প্রায় তাঁহাকে আর কোন্ কাজ করিতে হইত না। উদার হৃদয় বদান্যবর মির্জা আলির অন্তর যাবতীয় সদ্‌-গুণের আধার ও দয়াধর্ম্মের নিকেতন স্বরূপ; কোন কয়েদী তাঁহার উপর বিরূপ ছিল না; কারণ তিনি কখন কাহারও উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন না, বরং সাধ্যানুসারে সকলের উপকার করিতে উৎসুক হইতেন। আমার উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, পাছে আমার কষ্ট হয়, এইজন্য একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ তাঁহার আজ্ঞা মত খুব গোপনে আমাকে রুটী ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়া যাইত। যদিও মিছে ফেসাদে পড়িয়া আমি এই বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়াছি, কিন্তু কৃপাময়ের কৃপায় আমাকে বিশেষ কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। একমাত্র কয়েদীদের পরিচ্ছদ পরিধান, খাটিয়ার ছারপোকার দংশন সহ্য ও প্রাতঃকালে হাজিরার সময় একবার সমস্ত কয়েদীর সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবেশন ব্যতীত আমি যে কয়েদী, তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। এইরূপ ভাবে এক দুই করিয়া ক্রমে ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

কার্ত্তিক মাস, অল্প অল্প শীত আরম্ভ হইয়াছে। হতভাগ্য কয়েদীরা একটী ক'রে কম্বলের জামা পাইয়াছে; আমি অবধি বঞ্চিত হই নাই। কারণ মির্জা আলি গোপনে আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যে কারাগারের নিয়মাবলী মান্য করিতে তিনি বাধ্য; কাজেই অন্যান্য অপ-রাধীর ন্যায় আমাকেও সেই রাজবেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল।

একদিন প্রাতঃকালে প্রথা মত সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়াছে, আমি এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছি, এমন সময় সাম্‌নের শ্রেণীতে নূতন একটা লোককে দেখিলাম; লোকটাকে দেখিয়াই আমার যেন প্রাণ ঝাঁৎ করিয়া উঠিল! ইতিপূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; অল্প-ক্ষণ পরে স্মরণ হইল, লোকটাকে চিনিতে পারিলাম।

সেই লোকটার সহিত আমার দুই চারটা কথা কহিবার নিতান্ত বাসনা হইল, বিশেষ সে কি অপরাধের জন্য এই রাজদণ্ড ভোগ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলাম; কিন্তু তখন কোন সুবিধা নাই,

কাজেই সে সময় আমাকে নিরস্ত হইতে হইল ; কিন্তু আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ অন্বেষণে বিরত হইলাম না।

আমি অবসরক্রমে প্রহরীদের সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গত কল্য কে কে নূতন কয়েদী আসিয়াছে ?" সে উত্তর করিল, "হানিফ খাঁ নামে একজন মুসলমান তিন বৎসরের জন্য এখানে আসিয়াছে, লোকটা বড় বদ্‌মাইস, সেইজন্য বোধ হয় মুঙ্গেরের জেলে চালান যাবে।" আমি তার পর নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলাম, "সেই লোকটার সঙ্গে একবার আমার দেখা ক'র্‌বার বড় আবশ্যক আছে, আমি কেবল তাহাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ; তুমি যদি দয়া ক'রে আজ রাত্রিকালে সেই হানিফ খাঁকে আমার কুঠুরীতে একবার ডেকে আন।" আমার কথা শুনে সর্দ্দার মহাশয় প্রথমে কোন স্পষ্ট জবাব দিলে না, কেবল ঘাড় হেঁট ক'রে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বার কয়েক "তাইতো তাইতো" ব'লে আবার চুপ করিয়া রহিল। আমি তাহার গতিক দেখিয়া পুনরায় কহিলাম, "আমার অনুরোধ রাখ্‌তে যদি তুমি অসম্মত হও, তাহ'লে স্পষ্ট ক'রে বল, আমি মির্জ্জা আলি সাহেবকে না হয় এই কথা বলি ; তিনি আমাকে যে প্রকার অনুগ্রহ করেন, তাতো তুমি জান, কাজেই তিনি আমার বাসনা নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন।" আমার কথা শুনিয়া প্রহরী মহাশয় নিজের উচ্চ পদমর্য্যাদার উপযুক্ত খুব গম্ভীরভাবে ও মুরুব্বিয়ানা ধরণে কহিল, "আচ্ছা, তুমি যখন ধরেছো, তখন আমিই ঐ লোকটাকে ডেকে দেবো, এই সামান্য বিষয়ের জন্য আর মির্জ্জা সাহেবকে কোন কথা ব'ল্‌তে হবে না। কিন্তু দেখো যেন দুজনে জুটে পালাবার মতলব ক'রো না! তাহ'লে মারা যাবে। হানিফ খাঁ লোকটা বড় সোজা নয়, একজন নামজাদা বদমাইস ; তোমার মতন ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে ওর আলাপ হওয়া আশ্চর্য্যের কথা। মির্জ্জা সাহেব কেবলমাত্র ঐ বেটার জন্য অতিরিক্ত দুই জন সেপাহী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন ; তারা বন্দুক, তলোয়ার নিয়ে রাতদিন ওর পাশে পাশে থাকে। বেটা ভয়ানক খুনে, রাতকে দিন কর্‌তে পারে, সেইজন্য মির্জ্জা সাহেব এ জেলে রাখ্‌তে সাহস করেন না, বোধ হয় শীঘ্র মুঙ্গেরে চালান দেওয়া হবে, নেক্‌বিবি ব'লে ঐ বেটার এক বেশ্যা থাকে, তার বাড়ী যত পাকা পাকা বদমাইস ও ফেরার লোকের আড্ডা—বদমাইস বেটারা তাকে নেক্‌বিবির আস্তানা বলে। সে বাড়ীর ভিতর

মাথা গলাইলে আর কোন ভয় থাকে না, কোতয়ালির বরকন্দাজেরা সহস্র চেষ্টা করিয়া তাহার ভিতর কি আছে, তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। বাড়ীর সদর দরজা বহুকাল হইতে বন্ধ আছে, দেখিলে কাহারো বোধ হয় না যে, ইহার ভিতর মনুষ্য আছে। কাজেই কাহারও কখন সন্দেহ হয় নাই, সেইজন্য অবাধে সকলের চক্ষে ধুলো দিয়ে এই বেটা নিজের ভয়ানক কারবার চালাইতেছিল; এতদিনের পর একটা ডাকাতি মোকদ্দমায় ধরা পড়িয়াছে। ওবেটার টাকার জোর খুব আছে, নিশ্চয় খালাস হ'য়ে যেতো, কেবল ইংরাজদের হুকুম ব'লে কাজী সাহেব আর বড় কিছু ক'র্‌তে পাল্লেন না। আজকাল ইংরাজদের ভয়ে সকলেই জড়সড়! নবাব সরকারে চাকরী করে বটে, মাহিয়ানা টাকা নিজামতি তহবিল হইতে আসে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনিব যেন ইংরাজ। ইংরাজের হুকুম না মান্‌লে চাকরী থাকা ভার! সেইজন্য কাজীসাহেব এমন একটা দাঁও ছেড়ে দিলেন। এর ভিতর ইংরাজ না থাক্‌লে হানিফ খাঁর কথনই দণ্ড হ'তো না, টাকার জোরে বেঁচে যেতো। আমি জানি ও বেটা বড় ভয়ানক লোক, সেই জন্য আমি প্রথমে তোমার কথা শুনে আম্‌তা আম্‌তা ক'রেছিলুম।

প্রহরীর কথা শেষ হইলে আমার স্মরণ হইল যে, আমি হানিফ খাঁর সঙ্গে একবার সেই নেক্‌বিবির আস্তানায় গিয়াছিলাম। সেইখানে বক্সী ও মনোহর বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; খাঁ সাহেব আমাকে দেখেই সাঁ ক'রে সরে প'ড়েছিলো। আমি তখনই বুঝেছিলাম যে, নেক্‌বিবির সহিত খাঁ সাহেবের বিশেষ দহরম মহরম আছে, এখন প্রহরীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সেই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল; মনে মনে ঠিক বুঝিতে পারিলাম যে, হানিফ খাঁ, বক্সী ও হরকিশোর বাবু একদরেরই লোক, এক বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া এই সকল মহাপুরুষদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আমি সন্ধ্যার পর খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়া উদারস্বভাব ছারপোকা মহাশয়দের সেবা গ্রহণ করিতেছি, মন নানাপ্রকার চিন্তায় বিব্রত রহিয়াছে, এমন সময় আমার কারাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল ও সেই প্রহরী হানিফ খাঁকে লইয়া প্রবেশ করিল। আমি ইঙ্গিত করিবামাত্র সেই প্রহরী দ্বার পুনরায় রুদ্ধ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। হানিফ খাঁ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল! আমি আদর করিয়া

তাহাকে সেই খাটিয়ার একধারে বসাইয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "খাঁ সাহেব! কতদিনের জন্য তোমার মিয়াদ হইয়াছে?" হানিফ খাঁ যেন তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "আরে ভেইয়া, তিন বরেষকা আস্তে মেরা জেল হুয়া; এই শালা ফিরিঙ্গি লোক হাম্‌কো ফাঁসায়া। ওই শালা লোককে সুপারিস্‌মে মেরা সাজা হুয়া। কাজী সাপ্‌ কা সাথ মেরা জান পছান থা, লেকিন এলিস সাহেবকা খাতিরমে কুচ ফয়দা হুয়া নেই।"

এলিস সাহেব যে মনোহর বাবুর পিতার মনিব, তাহা আমি জানিতাম; কাজেই এলিস সাহেবের নাম শুনিয়া একটু কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এলিস সাহেবের সুপারিস করিবার কারণ কি?" খাঁ সাহেব হাসিয়া উত্তর করিল, "ঐ শালা সাপ্‌কা একঠো বাবু থা, ঐ বাবুকা মোকামসে হাম্‌লোক ডাকাতি কিয়া, লেকিন কুচ রোপেয়া বি মিলা নেই! ঝুটমুট এই ফ্যাসাদমে গির গিয়া।" খাঁ সাহেবের কথা শুনিয়া আমার মনে বড় খট্‌কা হইল; কিন্তু যদি তাই হয়, তা হ'লে কেন বল্লে, "রূপেয়া কুচ্‌ মিলা নেহি।" কর্ত্তার ত নগদ টাকার অভাব নেই। যাইহোক সব কথা ভাল ক'রে জান্তে হবে। আমি মনে মনে এই ঠিক করে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা খাঁ সাহেব! তোমরা কোন জায়গায় ডাকাতি করেছিলে?"

খাঁ। আজিমগঞ্জমে ডাকাতি কিয়া থা।

আমি খাঁ সাহেবের পেটের কথা লইবার জন্য কহিলাম, "আজিমগঞ্জে হলধর সরকার তো বাঙ্গালীর মধ্যে বড় মানুষ, এতো নগদ টাকা কারুর ঘরে নাই।" হানিফ খাঁ একটু রাগতস্বরে কহিল, "ও সব ঝুটবাত, শালাকা ঘরমে একঠো কৌড়ী বি হ্যায় নেই, যো কুচ্‌ থা, শালাকা বহু সব মাল লেকে ভাগা।"

আমার মনের সন্দেহ ক্রমে সত্যে পরিণত হইল; আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, গুণবতী অলকাসুন্দরী সর্ব্বস্ব লইয়া নিধিরামের সঙ্গে কাশী যাত্রা করিয়াছে; কিন্তু কি উপায়ে কর্ত্তার নিকট হইতে টাকা আদায় করিল, কর্ত্তা লোহার সিন্দুকের চাবিগুলিকে ইষ্টকবচের অপেক্ষা যত্ন করিয়া রাখেন, সুতরাং চুরি করিবার সম্ভাবনা খুব অল্প! তাহ'লে কি উপায়ে পাপিয়সী নিজের নীচ বাসনা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইল! স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কাজেই নিতান্ত আগ্রহসহকারে খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি-

লাম, "বৌ কি করে সর্ব্বস্ব নিয়ে পালালো? কর্ত্তা এবং তাহার পুত্র মনোহর বাবু কি বাড়ীতে ছিল না?"

আমার এই কথা শুনিয়া খাঁ সাহেব নিজের বিকট মুখমণ্ডল খুব গম্ভীর না করিয়া একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ভাবে বেশ বোধ হইল, যে, নেকৃবিবির আস্তানায় সে রাত্রে আমার সঙ্গে যে মনোহর বাবুর আলাপ হইয়াছিল, তাহা স্মরণ ছিল না; কিম্বা আমি যে তাহাদের বাটীতে থাকিতাম তাহাও জানিতাম না। সেইজন্য অকপটে আজিমগঞ্জের ডাকাতির কথা আমার কাছে গল্প করিতেছিল, এক্ষণে আমার মুখে মনোহর বাবুর নাম শুনিয়া সব বুঝিতে পারিল, কাজেই তাহার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। হানিফ খাঁ সে কথা একেবারে চাপা দিয়া আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া একটু মুরুব্বিয়ানা ধরণে কহিল, "তোম্ ভেইয়া হক্‌নাহক্ এহি ক্যাসাত মে গিয়া।" যদিও আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, খাঁ সাহেব সকল কথা আমার নিকট গোপন করিতেছে, কিন্তু তথাপি আমার মনের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য খুব আগ্রহ সহকারে কহিলাম, "খাঁ সাহেব! তুমি ত সব কথা জান, আমি কেবলমাত্র তোমার সঙ্গে ছিলাম, খুনের কিছুমাত্র সহায়তা করি নাই; তবে কি জন্য আমার সাজা হইল! আর কেই বা আমাকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিল?"

খাঁ সাহেব আমার কথা শুনিয়া একগাল হাসিয়া কহিল, "আরে ভেইয়া! খুন কর্‌নেসে যব সাজা হোতা তো এতনা রোজ হানিফ খাঁ কবরমে মাট্টি হোকে যাতা! রোপেয়ামে সব হোতা; রোপেয়া খরচ'—আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলাম, "আমাকে বিপদে ফেল্‌বার জন্য কে টাকা খরচ কর্ব্বে, আমি তো কখনো কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করি নাই!' হানিফ খাঁ সেইরূপ একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "আরে তোম্ লেড়্‌কা হ্যায়, কুচ্ সম্‌জাতা নেই, যে রোজসে তোম্ হরকিশোরকা বাড়ী ছোড়া, ঐ রোজসে ও তোম্‌রা দুষ্‌মন হুয়া, আজিমোল্লাকা লাস একঠো জেলিয়াকা জালমে মিলা; হরকিশোর শালা কোতয়ালিমে কহাথা যে, হাম খুনিকা কিনারা বাতলানে সেক্‌তা, লেকিন মনোহর বাবুসে ওস্‌কো মিল হুয়া, জান্‌কা ডরমে হরকিশোরকো কুচ রূপেয়া দিয়া থা, তব দো আদ্‌মি সলা করকে কাজী সাপ্‌কো কুচ্ খেলায়া, আউর তোম্‌কো বি এই ক্যাসাতমে গিরদিয়া।

লেকিন খোদাতাল্লা তোম্‌রা উপর বহুত রুজি হ্যায়, যো যো আদমি তোম্‌রা উপর হুষ্‌মনি কিয়া, খোদা ও লোককো সাজা দিয়া।"

আমি খাঁ সাহেবের কথা শুনিয়া ব্যাপার অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। দৈবঘটনায় আজিমোল্লার মৃতদেহ কোন জেলের জালে উঠিয়াছিল, কাজেই খুব গোলযোগ হয়; হরকিশোর নিজের ঝোঁক কাটাইবার জন্য ও মনোহর বাবুকে বিপদে ফেলিবার অভিপ্রায়ে বোধ হয় আগে কোতোয়ালিতে গিয়া বলিয়াছিল, যে আমি এই খুনের কিনারা করিয়া দিতে পারি; তার পর মনোহর বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় মতলব পরিবর্ত্তন হইয়া যায় ও আমাকে হত্যাকারী করিয়া সকলে নিষ্কৃতি পায়। সেই জন্য মনোহর বাবুর মুরশিদাবাদে বিলম্ব হইয়াছিল ও তহশীলদারের চাকরীর উমেদার আছি বলিয়া সেই পত্র লিখিয়াছিল, পত্র পাঠ করিয়াই আমার মনে ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছিল! এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, কি কাজের জন্য মুরশিদাবাদে মনোহর বাবুর বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু কি জন্য যে আলি আখড়া হ'তে ৫০৲ টাকা খরচ করিয়া দুই জন বদমাইস মুরশিদাবাদে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে যে সত্য কথা কহিবে, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; যাহাই হোক কৌশল করিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। আমি মনে মনে এই স্থির করিয়া খাঁ সাহেবকে কহিলাম "আচ্ছা খাঁ সাহেব, হরকিশোর বাবু এখন সেই বাড়ীতে বাস কচ্চেন?"

হানিফ খাঁ কহিল, "আরে ভেইয়া! সে মোকাম যাঁহা থা, আবি ময়দান হো গিয়া, হরকিশোর শালা সহর ছোড়কে ভাগ গিয়া।"

আমি নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরকিশোর বাবু কোথায় গিয়াছেন, আর তার পরিবারেরাই বা কোথায়?"

হানিফ। হরকিশোর কাঁহা ভাগা, হাম জান্তা নেই, শালা বড়া বদমাই থা; ছোট ভাইকা জরুকো বাহার করকে লে আয়া, ও রেণ্ডিবি দোস এক আদমিকো সাত ভাগ গিয়া।

আমি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম। "হরকিশোর বাবুর মেয়ে কোন খপর জান? হানিফ খাঁ অম্লান বদনে কহিল, "ও বি কসবী হো গি

খাঁ সাহেবের এই উত্তর শুনিয়া আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হই

হৃদয় মধ্যে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল! চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। হানিফ খাঁকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না। এমন সময় সেই প্রহরী পুনরায় সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, "রাত্র অধিক হইয়াছে, এখন এই কয়েদীকে লইয়া যাই।" আমি কোন কথা না কহিয়া মস্তক সঞ্চালন দ্বারায় আমার সম্মতি জানাইলাম; কাজেই হানিফ খাঁকে লইয়া প্রহরী দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

আমি একাকী সেই খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়া শরবিদ্ধ মৃগের ন্যায় মানসিক যন্ত্রণায় নিতান্ত অধীর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম; কিছুতেই নিদ্রাদেবী এ অভাগার নিকটস্থ হইলেন না। আমি মনে ভাবিতে লাগিলাম। হানিফ খাঁর কথা কি সত্য? বাস্তবিক কি আমি ফুলের মালা ভেবে কাল সর্পকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, সরলতার আধার, ত্রিলোক সুন্দরী কমলকুমারীর হৃদয়াভ্যন্তর কি এতো নীচ ভাবে মণ্ডিত—প্রকৃত পক্ষে কি বিষকুম্ভ অল্প পয়ে আচ্ছাদিত ছিল? আমার মনে এই সকল কথা তোলাপাড়া হইতে লাগিল। এক এক বার হানিফ খাঁর কথায় অবিশ্বাস হইতে লাগিল ও অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্যুতের ন্যায় আশার ক্ষীণ আলোক এক এক বার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার সন্দেহ-মেঘের উদয়ে দ্বিগুণ অন্ধকার হইল।

এইরূপে মানসিক যাতনায় অস্থির হইয়া প্রায় জাগ্রত অবস্থায় সেই নিশা যাপন করিলাম; কিন্তু কোন কথার মীমাংসা করিতে পারিলাম না। কেবল লাভের মধ্যে মনের উৎকণ্ঠা শত গুণ বৃদ্ধি হইল।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

### ইনি কে?

ক্রমে এক দিন দু দিন করিয়া আরও ছয় মাস কাটিয়া গেল; আমি নিতান্ত কষ্টিত ভাবে এই ছয় মাস যাপন করিলাম। আমার বিরস বদন দেখিয়া রাধ্যক্ষ মির্জা আলি দুই তিন দিন আমার এই বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা রয়াছিলেন। কিন্তু আমি সাহস করিয়া অকপটে আমার মনের ভাব

প্রকাশ করি নাই। ক্রমে অকাট্য ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে আবার চৈত্র মাস ফিরিয়া আসিল ও ২৮শে চৈত্র তারিখে আমার এক বৎসর মিয়াদপূর্ণ হইয়া গেল ; কাজেই উক্ত তারিখে প্রভাতে আমি মুক্ত হইলাম।

ভবের নরককুণ্ড সদৃশ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন কোথায় যাই ? এ সমগ্র বিশ্বরাজ্যে আমার বলিতে আমার কেহ নাই। যাহাদের কাছে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম, তাহাদের কাছে যাইতে আমার মনে আদৌ স্পৃহা হইল না। একবার মনে হইল যে, আজীম গঞ্জে মনোহর বাবুর বাড়ীর অবস্থাটা দেখে আসি ; কিন্তু সাহসে কুলাইল না, কাজেই আমার মনের ইচ্ছা জলে জলবিম্বের ন্যায় লয় হইয়া গেল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রামেশ্বর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীর দিকে যাইতে মনস্থ করিলাম।

আমি সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপার বিস্ময় সাগরে নিপতিত হইলাম, কারণ সহরের আজ এক নূতন বেশ ; চারি দিকেই উৎসবের চিহ্ন বিদ্যমান। রাজপথের দুই ধারের বাটী ও দোকান গুলি ফুলের মালা ও নবীন পল্লবের হারে শোভিত ; নানাবর্ণের শত শত পতাকা সকল স্থানে স্থানে প্রোথিত, সিক্ত রাজপথ সকল বিচিত্র বেশভূষাধারী নাগরিকে পরিপূর্ণ। আমি নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একজন ভদ্রবেশধারী মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সহরে এরূপ উৎসবের কারণ কি ?" সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাঙ্গলার তক্তে নূতন নবাব বসিলেন ; তাঁহারই সম্মানের জন্য এই উৎসব হইতেছে।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধ নবাবের কবে মৃত্যু হইয়াছে ?" সেই ভদ্রলোকটি একটু হাসিয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যু হয় নাই, তিনি রাজকার্য্যের অযোগ্য হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে মসনদ হইতে সরাইয়া তাঁহার জামাই মীরকাসিমকে ইংরাজ বাহাদুর নূতন নবাব করিলেন। আমি তাঁহার কথায় অনেকটা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, "দেখিতেছি, ইংরাজ বাহাদুরেরই অসীম ক্ষমতা ! আজ মীর-জাফরকে সরাইয়া মীরকাসেমকে নবাব করিলেন, কাল হয় ত তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়া নিজে নবাব হইয়া বসিবেন। সেই ভদ্রলোকটি কহিলেন, "ভাই ! তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই, মরীকাসিম কিছুতেই ইংরাজ বাহাদুরকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন না, কাজেই এই বাঙ্গালা দেশ, শুদ্ধ বাঙ্গালা কেন

সমগ্র হিন্দুস্থান ইংরাজ বাহাদুরের পদানত হইবে। ভদ্রলোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পার্শ্বের একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই ভদ্রলোকটি যদিও মুসলমান, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ততদূর উগ্র নয়; আমি তাঁহার সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, হিন্দুর উপরও তাহার ততদূর ঘৃণা নাই। তাঁহার বিনয় সনম্রস্বর সহাস্য বদন ও অমায়িক ভাব দেখিলে তাঁহাকে একজন যথার্থ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হয়।

সেই ভদ্রলোকটী প্রস্থান করিলে আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বাটী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। যদিও সহরের চারি দিকেই উৎসবের রোল, স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হইতেছে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই আকৃষ্ট হইতেছে না। হানিফ খাঁর মুখে সেই ভয়ানক সংবাদ শুনিয়া অবধি আমার এই চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে; সেই দিন হইতে আমার মনে যে শান্তিটুকু ছিল, তাহাও লুপ্ত হইয়া গেল! আমি মনে মনে স্থির করিলাম, যে কোন উপায়ে হোক্, হানিফ খাঁর কথা সত্য কি না, তাহা একবার বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে। এখন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বাটী যাওয়া যাক্, তাহার পর কমলকুমারীর সন্ধান করিয়া দেখিব। তেমন সরলার যে এরূপ কুমতি হইবে, ইহা ত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। খাঁ সাহেবের ন্যায় বদমাইস ডাকাতে কথা ও বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নয়।

আমি মনে মনে এই স্থির করিয়া এক মনে চলিতে লাগিলাম ও তাহার কথিত ঠিকানানুসারে গঙ্গা তীরের রাস্তা ধরিয়া খানিক যাইয়া একজন প্রবীণ দোকানদারকে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আমাকে যে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন; আমি সেই পথ ধরিয়া খানিক দূর গিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

আমি দেখিলাম যে, একখানি বৃহৎ বাগানের মধ্যস্থলে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ী অবস্থিত; মন্দিরের পরিবর্ত্তে একটী একহারা কুটুরীতে মা জগদম্বার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, রকের চারিধারে উলুর চাল, চতুর্দ্দিক প্রাচীর দ্বারায় বেষ্টিত ও ঠাকুর ঘরের অনতিদূরে পাশাপাশি দুইখানি মাটির দেয়ালের উলুর ঘর শোভা পাইতেছে। প্রাচীরের চারিদিক নানাপ্রকার ফুলের গাছে বেষ্টিত, কোলাহল পরিপূর্ণ ও সাত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

আমি সদর দরজা পার হইয়াই ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেখিতে পাইলাম তিনি সেই ঠাকুর ঘরের রকের উপর বসিয়া আর একজন তেজঃপুঞ্জ কলেব সন্ন্যাসীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে দেখি য়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এস বাপু এস! আমি তোমারই জন্য অপেক্ষ করিতেছি।"

আমি রকের উপর উঠিয়া তাঁহার পদে প্রণত হইলাম ও সেই নূতন সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একখানি কুশাসন দেখাইয়া দিলেন, আমি সেইখানি লইয়া সেই রকের উপর উপবেশন করিলাম।

আমি উপবিষ্ট হইয়া একদৃষ্টে সেই সন্ন্যাসী মহাশয়কে দেখিতে লাগিলাম যদিও তাঁহার বয়স আন্দাজ ষাট্ বৎসরের উপর হইবে, কিন্তু সুবিস্তীর্ণ চক্ষু দ্বয় যুবাদের ন্যায় উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ; বর্ণ কষিত-কাঞ্চনের সম সমুজ্জ্বল আকার বেশ দীর্ঘ, ভ্রূযুগল যুক্ত, নাসিকা সমুন্নত, চক্ষু বিশাল, বাহুদ্বয় সুদৃঢ় ও আজানুলম্বিত, সর্ব্বাঙ্গ একপ্রকার স্বর্গীয় তেজে উদ্ভাসিত! ফলতঃ এই সন্ন্যাসী মহাশয়কে দেখিলে নিতান্ত পাষণ্ডের নীরস অন্তরে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

আমি একদৃষ্টে সেই সন্ন্যাসী মহাশয়ের অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতেছি, সন্ন্যাসী মহাশয়ও এক একবার আড়চক্ষে দেখিয় হাসিতেছেন, এমন সময় সেই ব্রহ্মচারী মহাশয় হাসিতে হাসিতে আমাকে কহিলেন, "মিছে ফ্যাসাতে পাপিষ্ঠদের ষড়যন্ত্রে প'ড়ে ত মিয়াদ খাট্‌লে এখন কোথায় যাবে স্থির করিয়াছ?" আমি অতি বিনীতভাবে বাষ্পাকুল নয়নে কহিলাম, "আপনি ত জানেন, এ সংসারে আমার কেহই নাই! কা কাছে যে যাবো, তাহারও কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমার আর কো পাপাত্মা মনুষ্যের পাপ সংসারে থাকিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আপনা শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইলাম; আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার কথা শুনিয়া সেই শান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাস মহাশয় মধুরস্বরে আমাকে কহিলেন, "বৎস! তুমি বলিলে যে, এ সংসারে আমার কেহই নাই, এ কথার অর্থ কি? তোমার পিতা মাতা প্রভৃতি সম পরিজনের কি মৃত্যু হইয়াছে?" আমি অশ্রুপূর্ণলোচনে উত্তর করিলাম

প্রভো! সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আমার জীবনে কখন পিতা মাতা বা অন্য কোন আত্মীয়ের চরণ দর্শন করি নাই। এই সহরে হরকিশোর আগরওয়ালা ব'লে এক ব্যক্তির বাটীতে বাস করিতাম, সম্ভবতঃ তিনিই আমাকে আমার খুব শৈশবকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আমার জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ায়, কোন ঘটনাক্রমে জানিতে পারিলাম যে, তিনি আমার কেহ আত্মীয় নন, কোন নীচ স্বার্থের অনুরোধে আমাকে বাটীতে স্থান দিয়াছিলেন। ক্রমে আমি জানিতে পারিলাম যে, আমার আশ্রয়দাতা ভয়ানক প্রকৃতির লোক। আমি তাহার পর সেই আজি মোল্লার খুনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম ও যে সূত্রে আমি তাঁহার বাটীত্যাগ করি, তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্ত অকপটে সেই সন্ন্যাসীর নিকট প্রকাশ করিয়া কহিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে কহিলেন, "হরকিশোর আগরওয়ালা লোকটা কে?" ব্রহ্মচারী মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া একটু আস্তে আস্তে কহিলেন, "এই মুরশিদাবাদে সেই বেটাই এই কাল্পনিক নাম গ্রহণ করিয়াছিল।" যদিও তিনি আস্তে আস্তে এই কথাগুলি বলিলেন, কিন্তু আমি তাহা শুনিতে পাইয়াছিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তাহার এ কথার অর্থ কি? তবে কি হরকিশোর বাবুর আর কোন নাম ছিল! ব্রহ্মচারী মহাশয় কি তাঁকে চেনেন? তাঁহার কথায় তো স্পষ্ট প্রমাণ হইল যে, তাঁহারা উভয়েই হরকিশোর বাবুর প্রকৃত পরিচয় জানেন। আমি কৌতূহল তৃপ্তির জন্য ব্রহ্মচারী মহাশয়কে কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি, এমন সময় তিনি আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, "তোমার মনের সমস্ত সন্দেহ ইহার পর মেটাইব; এখন অদূরে পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া এস। আহারাদির পর সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিব।

আমার আর কোন কথা কহিতে সাহস হইল না; আমি তাঁহার আদেশানুসারে স্নান করিতে যাত্রা করিলাম।"

ব্রহ্মচারী মহাশয় স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া জগদম্বার ভোগ দিলেন, তাহার পর আমরা সকলে প্রসাদ পাইলাম। অনেক দিনের পর সুধাসম মহামায়ার প্রসাদ উদর পূরিয়া আহার করিলাম।

আহারাদির পর ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা

করিলাম, "হাবুজখানার মধ্যে আপনি কহিয়াছিলেন যে, একটী তাঁতির মেয়ে মহাশয়ের আশ্রয়ে আছে, কিন্তু কৈ, তাহাকে ত দেখিতেছি না।" সদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় একটু হাসিয়া কহিলেন, "জগদম্বা আমাকে সে দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আমি আজ প্রায় ছয় মাস হইল, তাহার স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়াছি; কারণ এ স্থান তাহাদের পক্ষে নিরাপদ নহে।" আমি একটু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "তাহার স্বামী তো একজন উন্মাদ পাগল, আমি দুইবার তাহার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আপনি কোন্ বিবেচনায় সেই পাগলের সঙ্গে তার স্ত্রীকে পাঠাইলেন? ব্রহ্মচারী মহাশয় সেইরূপ একটু হাসিয়া কহিলেন, "সে তো প্রকৃতপক্ষে পাগল নয়! কেবল দারুণ ক্রোধে অধীর হয়ে ওরূপ প্রলাপ ব'ক্‌তো। তার পর তার দারুণ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হওয়ায় সে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

আমি। তার আবার প্রতিজ্ঞা কি? সেতো কেবল মুখে বলতো তরমুজের মতন শালার ভুঁড়ি ফাঁসাবো।

ব্রহ্ম। তাই সে করেচে, তার একমাত্র রাগ হলধর সরকারের উপর ছিল। কারণ সেই বেটার পরামর্শে তার সর্ব্বনাশ হয়েচে। ঐ পাপিষ্ঠ বেটাই তার স্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট ক'র্‌বার প্রধান উদ্যোগী, সেইজন্য সেই বেটার ভুঁড়ি ফাঁসাবার বড় সাধ ছিল। শেষে জগদম্বা তাকে সুযোগ দেখিয়ে দিলেন। একদিন বেটা পাল্কি না চড়ে হেঁটে বাড়ী যাচ্ছিল, ঘটনাক্রমে সেই সময় এই পাগলও সেই খানে উপস্থিত হয় ও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ছুরির দ্বারায় স্বহস্তে পাপিষ্ঠ হলধর সরকারকে খুন করে। হলধরের রক্তপাতেই তাহার হৃদয়ের প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হয় ও সেই দিন হইতে তাহার মস্তিষ্ক শীতল হইয়া যায়। আমি তাহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছি, সেখানে আমার একজন সম্পন্ন শিষ্য আছে; সেই ইহাদের আশ্রয় দিবে। বৎস! পাপার্জ্জিত অর্থের যে প্রকার পরিণাম হওয়া উচিত, তাহাই হইয়াছে! পাপিষ্ঠ হলধরের মৃত্যুর পর বেটার পুত্রবধূ সমস্ত টাকা লইয়া একটা ভৃত্যের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে। সে পাপিয়সীরও ঐ সকল টাকা কখনই ভোগ হইবে না। কি আশ্চর্য্য! সংসারে এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়াও সুখমত্ত স্বার্থপর অবোধ মনুষ্যেরা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু একবার ভাবে না যে, পাপার্জ্জিত অর্থ কিছুতেই

ভোগ হইতে পারে না। এই কৃপণ নরপ্রেত হলধর সরকার শত শত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, এখন তাহার পুত্রবধূ উপপতিকে লইয়া ব্যয় করিবে। বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে এইরূপ নিয়মই আবহমান কাল চলিতেছে ও চলিবে।

আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শুনিয়া কহিলাম, "জেলে এক বেটা বদ্‌মাইস ডাকাতের নিকট আমি কতক কতক শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সেই অত্যাচার পীড়িত যুবক যে, স্বহস্তে কর্ত্তাকে খুন করিয়াছে, তাহা আমি শুনি নাই। সে বেটা বলিল যে, হলধর সরকারের বাটী ডাকাতি করিতে যাইয়া ধরা পড়ে ও এলিস সাহেবের সুপারিসে তাহার তিন বৎসরের জন্য সাজা হইয়াছে।

ব্রহ্ম। হাঁ, গুণধর পুত্রের সহচরেরাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তাহাকে সুরাপানে অজ্ঞান করিয়া টাকার লোভে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই পাপিয়সী সমস্ত নগদ টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল! সুতরাং ডাকাতেরা খানকয়েক সামান্য তৈজস ব্যতীত আর কিছুই পায় নাই।

আমি নিতান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কর্ত্তার সেই গুণধর পুত্র মনোহর বাবু এখন কোথায়?"

ব্রহ্ম। তাহা আমি জানি নাই। ডাকাতির পর তাহার পিতার মনিব খুব চেষ্টা করিয়া ডাকাতদের সাজা দিয়াছিল; কিন্তু হত্যাকারীর কিছুই করিতে পারে নাই। দেখ বৎস, মা জগদম্বার খেলা দেখ! রামসদয় বসাকের পৌত্র নীলমণি বসাককে যেমন পথের ভিখারী করিয়াছিল, তেমনি এক দিনের মধ্যে পাপাত্মা হলধর সরকারের অপব্যয়ী পুত্র একেবারে স্বর্ব্বস্বান্ত হইল। কুঠীর সাহেব এখন বাড়ীখানি খাস করিয়া লইয়াছে; সে বেটা যে, কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহা আমি কিছুমাত্র জানি নাই। পাপের পরিণাম প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে, পাপাত্মাদের ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা চপলার ন্যায় একবার উদয় হইয়া শেষে দ্বিগুণ অন্ধকার বৃদ্ধি করেন। বৎস! আমি তো পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, এই ঘোর কলিকালে মা জগদম্বার সাধনা করিয়া কেহই ফলভাবে বঞ্চিত হন না। এই ভজনহীন অধমের ক্ষুদ্র ঘটনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বায়ু যেমন কাহারও আয়ত্তাধীন হয় না, তেমনই স্বধর্ম্মে যার অটল বিশ্বাস, অভয়ার অভয় পাদপদ্মই যার সার সম্পত্তি, কাহার

সাধ্য যে, তার উন্নত মস্তককে অবনত করে। আমাকে পাপাত্মারা পথ হতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আমি সেই অভাগিনীর জন্য চিন্তিত হইয়াছিলাম; কিন্তু জগদম্বা সেই দিন আমার গুরুদেবকে আনিয়ে দিলেন। এ অধমের প্রাণরক্ষার জন্য হাবুজখানার অধ্যক্ষের নীরস অন্তরে দয়ার প্রস্রবণ খেলালেন। আমি উপবাসী আছি বলে সে রাত্রিকালে দুগ্ধ ও গঙ্গাজল দিয়া গেল; শেষে তুমি যেদিন বিচারের জন্য কাজী সাহেবের কাছে গেলে, সেই দিন সন্ধ্যার পর আমাকে গোপনে মুক্ত করিয়া দিল। বৎস! আজ কাল মুসলমানের রাজত্বে ইংরাজ বাহাদুরের কর্তৃত্বাধীনে শাসন শৃঙ্খলা আদৌ নাই, সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারের প্রাবল্য। যাঁহাদের উপর লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ধন প্রাণ নির্ভর করিতেছে, শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন যাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহারাই নীচ স্বার্থের বশীভূত হইয়া নিজের সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন, সর্ব্বদাই নিজের কলুষিত আমোদে উন্মত্ত রহিয়াছেন, কাজেই সামান্য কর্ম্মচারীরা যাহার যা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছে। পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণে যে কি প্রকার বিচারপদ্ধতি, তাহা ত তুমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছ! সুতরাং সে বিষয়ে তোমাকে অধিক বলা বৃথা।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সদর্থযুক্ত কথাগুলি শুনিয়া ক্ষণেকের জন্য আমার অন্তরের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইল,—জাগতিক সকল প্রকার কুচিন্তা বিস্মৃত হইয়া গেলাম। আমি হলধর সরকারের পাপসংসারের শোচনীয় পরিণাম ও ভক্তের প্রতি জগদম্বার অতুল কৃপার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, জগৎকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া মার সেবক হওয়া অপেক্ষা দুর্লভ মানব জন্মের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। এই ব্রহ্মচারী মহাশয় দুরন্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিয়া মনোরাজ্যে যেরূপ বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত, নিয়ত উৎকণ্ঠিত, অলীক আমোদপ্রিয় বাঙ্গলার নবাব তাহার স্বাদ আদৌ জানেন না। যে প্রলোভনের নিকট নিষ্কৃতি পেয়ে মন প্রাণ সেই জগৎ-জননীর পাদপদ্মে অর্পণ ক'ত্তে পেরেছে, সেই ধন্য,—তারই জন্ম ধারণ করা সার্থক।

আমি মনে মনে এই সব কথা ভাবিতে লাগিলাম; এমন সময় বৈকাল সমাগত দেখে ব্রহ্মচারী মহাশয় সেই সন্ন্যাসীর সহিত বাগানের ভিতর বেড়াতে গেলেন; আমি সেই বৃক্ষের উপর বসিয়া গভীর চিন্তানিবিষ্ট হইলাম।

ধুলিপূর্ণ ক্ষেত্রে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইলে যেমন তখনই শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনই আমার মনের সেই সাত্ত্বিক ভাবটুকু মুহূর্ত্ত মধ্যে লয় হইয়া গেল ও নানাপ্রকার পার্থিব চিন্তা আসিয়া চিত্তভূমি সমাচ্ছন্ন করিল। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট মনোহর বাবুদের সংবাদ এক প্রকার জানিতে পারিলাম; কিন্তু হরকিশোর বাবু ও তাঁহার পরিবারদের বিষয় কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। বিশেষ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের একটী কথায় মনে এক নূতন সন্দেহ উদয় হইল। তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রশ্নে উত্তর দিলেন যে, "এই মুরশিদাবাদে সেই বেটাই এই কাল্পনিক নামে পরিচিত।" এ কথায় ত স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, হরকিশোর বাবুর আর কোন নাম আছে, এ নামটা জাল মাত্র! আর সন্ন্যাসী ঠাকুর ও ব্রহ্মচারী মহাশয় নিশ্চয় তাঁকে চেনেন ও তাঁহার সত্য পরিচয় জানেন; তা হ'লে সম্ভবতঃ এখন কর্ত্তার কি অবস্থা ঘটিয়াছে বা কোথায় আছেন, তাহা জানিতে পারেন। যাহাহউক, ব্রহ্মচারী মহাশয়কে হরকিশোর বাবু সম্বন্ধে কি জানেন, তাহা একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও গোপনে কমলকুমারীর সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। হানিফ খাঁর ন্যায় পাপপরায়ণ ব্যক্তির কথায় ধ্রুব বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। জগদম্বা করুন, যেন সেই পাপিষ্ঠের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়।

আমি সেই রকের উপর বসিয়া এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম; এমন সময় দেব দিবাকর স্বীয় কিরণরাশি ঊর্দ্ধে তুলে নিয়ে ক্রমে অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। উচ্চ বৃক্ষচয় ক্ষণেকের জন্য মস্তকে সুবর্ণ মুকুট পরিধান করিল; প্রকৃতি দেবী ভীষণ ভাব ত্যাগ করিয়া রম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; পক্ষীকুল জগৎপিতার অপার মহিমার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাগত হইতে লাগিল; কুসুমচয় সহাস্যমুখে মস্তক সঞ্চালন দ্বারা তাহাদের কথা সমর্থন করিতে লাগিল; শীতল সমীর মৃদুপদ সঞ্চারে জগতে যেন অমৃত বরিষণ করিতে লাগিল; পতিবিরহে পদ্মিনী সতী নয়ন মুদিত করিল; সুধাকরের সুধাময় কিরণ উপভোগের জন্য কুমুদিনী সরোবরে বিকশিতা হইল; ক্রমে সন্ধ্যাসতী অন্ধকারকে সঙ্গে লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণা হইলেন।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় ঠাকুর ঘরে আসিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন ও ভক্তিভাবে জগদম্বার আরতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

আরতির পর কিছু ফল ও দুগ্ধ আমাকে দিলেন, আমি তাহাই জলযোগ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় ও সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই ঠাকুর ঘরের মধ্যে বসিয়া নানাপ্রকার শাস্ত্রকথায় মত্ত হইলেন—আমি সেই বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদের সেই বিচিত্র কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল ও আমি সেই খানেই শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম।

খানিকক্ষণ পরে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; কতক্ষণ যে নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম, তাহা বলিতে পারি নাই,—কিন্তু রজনীর গভীরতা দেখিয়া বোধ হইল, দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। আমি জাগ্রত হইয়া দেখি যে, ঠাকুর ঘরের গবাক্ষ হইতে তখনও আলোক বহির্গত হইতেছে; আমি আস্তে আস্তে গবাক্ষ নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, দুই জন মহাপুরুষে একান্ত মনে কথোপকথনে মত্ত আছেন। আমি সেই খানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। বিশেষ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রথম কথাতেই আমার কৌতূহলানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কাজেই আরও আগ্রহের সহিত তাঁহাদের প্রত্যেক কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম। তিনি সেই সন্ন্যাসী মহাশয়কে বলিলেন, "আমি হাবুজখানায় প্রথম দিনে দেখিয়াই স্থির করিয়াছিলাম যে, এরূপ লক্ষণবিশিষ্ট বালক, প্রভুর সেবক ব্যতীত কখনই সংসারী হইতে পারে না, আমি বিশেষ করিয়া তাহার চিত্তপরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সৎগুরুর দ্বারায় বীজ পতিত হইলেই অনতিকাল পরে মহাবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। প্রভুর দাস না হ'লে সহজে ওরূপ সুমতি সুখমত্ত মানবের হওয়া অসম্ভব। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনিয়া সেই তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী ঠাকুর উত্তর করিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু এখনও চারি বৎসর বিলম্ব আছে। এখন বালকের বয়ঃক্রম আঠারো বৎসর; বাইশ বৎসর না হইলে সে কার্য্য হইবে না। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে জীবের মঙ্গলের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন; কালে এই বালকের দ্বারায়ও জগতের অনেক উপকার হইবে, অনেক পাষণ্ডের নীরস অন্তর ভক্তিরসে উচ্ছলিত হইয়া যাইবে। আমিও ঠিক উপযুক্ত সময়ে আসিয়া দেখা দিব। ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, "তাহ'লে এই চারি বৎসর কিরূপ ভাবে কালাতিপাত করিবে?"

সন্ন্যাসী। এই চারি বৎসর কিছু সাংসারিক সুখ আস্বাদন করুক, জগৎকে আরো ভালো করে চিনুক; তাহ'লে সহজেই সংসারের উপর ঘৃণা উপস্থিত হইবে।

ব্রহ্ম। সংসারে একবার আবদ্ধ হইলে—একবার মায়ার আনুগত্য স্বীকার করিলে, আর তার পক্ষে পরমার্থ পথের পথিক হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

সন্ন্যাসী। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু সেই কৃপাময়ের দাস বলে, এ বালকের অদৃষ্টে সে সকল কুঘটনা কিছুতেই ঘটিবে না। মহীলতা মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়াও যেমন মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, তেমনি এই বালক কখনও প্রকৃত পক্ষে সংসারী হইতে পারিবে না। বালকের অন্তরে প্রণয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা নিরাগ প্রণয়ে পরিণত হইবে; কষিত কাঞ্চনের ন্যায় বিমল স্বভাব কিছুতেই কলুষিত হইবে না।

ব্রহ্ম। প্রভুর কৃপা হ'লে কোন হীন জনের দ্বারায় মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে; বিশেষ পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্যরাশি না থাকিলে কিছুতেই এরূপ শুভসম্মিলন হইতে পারে না। আমি প্রভুর প্রমুখাৎ সমস্ত কথা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম; কিন্তু আপনি অপাত্রে বালকের প্রতি-পালনের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী। বাপু! সকলই সেই চক্রীর চক্র! তাঁর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্তাধীন নয়; বিশেষ অমন মহৎকুলে যে এরূপ কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ ক'র্ব্বে, হীরকের খনিতে লোহ জন্মাবে, শুকের ঔরসে যে বায়সের জন্ম হবে, তা আমি জানিতাম না। পূর্ব্বে আমার প্রতি বেটার অটল ভক্তি ছিল, আমার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য সতত উৎসুক থাকিত, আমি বেটার কপট ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া প্রতিপালনের ভার দিয়াছিলাম। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম যে পাপিষ্টের তুল্য নরাধম এই ধরাধামে বিরল; পাপাত্মা নিজের বিধবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার জায়াকে লইয়া দেশ হইতে পলায়ন করে ও মুরশিদাবাদে আসিয়া বাস করিতেছিল। পাষণ্ডের পিতা অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিল, আমার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল; সেইজন্য বাঙ্গালা দেশে আসিলে তাহার আবাসে অবস্থান করিতাম। এখন এই পাপাত্মার পাপে সেই অট্টালিকা শ্মশানভূমে পরিণত হইয়াছে। নিষ্কলঙ্ক

কুলে ঘোর কলঙ্কের কালী লেপন করিয়াছে, কিন্তু মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় রাজ্যে কেহ কখন চিরদিন পাপ করিয়া পরিত্রাণ পায় না। পাপী একদিন তাহার কৃত কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চয় ভোগ করিবে। পাপিষ্ঠ জহরলালের ভাগ্যে কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না।

ব্রহ্মচারী। সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাততঃ এই বালক কোথায় থাকিবে? আপনি তাহাকে যে আশ্রয় দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা সে ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিয়াছে; কারণ ও প্রকার নরাধমের নরককুণ্ড তুল্য আবাসে তাহার বাস করিবার ইচ্ছা কেন হইবে? যেমন লোকের সংসর্গে বাস করিয়াছিল, হাতে হাতে তাহার অনুরূপ ফল পাইয়াছে; এই জন্যই পণ্ডিত নীচ সহবাস এত ঘৃণা করেন ও বহু দোষের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আর তাকে কোন অসৎ লোকের সংসর্গে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। আপনি যখন সব কথা স্পষ্ট বলিয়া সঙ্গে লইতে এখন অনিচ্ছুক, যখন আরও চারি বৎসর এইরূপ সংসারীর ভাবে থাকিতে হইবে। তখন কিরূপ অবস্থায় কোথায় বাস করিবে আজ্ঞা করুন। সন্ন্যাসী ঠাকুর একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই; কাল নবাব সরকারে তাহার একটী চাকরী হইবে ও অনেক পাপপরায়ণ অত্যাচারী-দের দণ্ড দিয়া নিরীহ লোকেদের উপকার করিবে; আমি ত পূর্ব্বেই বলেচি যে, সংসারের অনিত্য ভোগে চিত্ত তৃপ্ত হ'লে সহজে প্রলোভনকে পরাজয় করে মনকে চিন্তামণির চরণে অর্পণ করা যায়। সেইজন্য আরও চারি বৎসর এই পাপতাপময় প্রলোভন পরিপূর্ণ পাপাত্মা জনসঙ্কুল সংসারে রাখলুম; কিন্তু প্রভুর চরণে যখন ওর মস্তক বিক্রীত হইয়াছে, তখন সকল প্রকার পার্থিব বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে। সাংসারিক কোন প্রকার অলীক প্রসঙ্গে লিপ্ত হইবে না। তাহার পর উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে আমি আসিয়া সাক্ষাৎ করিব। সেই সময় উহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিব; আমি উহার সংক্রান্ত যে সকল কথা তোমার নিকট বলিলাম, তাহা তুমি কিছুতেই প্রকাশ করিও না। এখন যেরূপ অন্ধকারে আছে, সেইরূপ ভাবে এই চারি বৎসর থাকুক, এখন জানিতে পারিলে মনের ভয়ানক উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইবে। কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারিবে না, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। লাভের মধ্যে

উহার অন্তরে যে শান্তিটুকুন আছে, তাহা বিলুপ্ত হইবে। ব্রহ্মচারী মহাশয় যুক্ত করে উত্তর করিলেন, "অধমের প্রতি প্রভুর যে আজ্ঞা হইল, তাহা অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে, কিন্তু এ দাসের প্রতি কি অনুমতি হয়। এরূপ পাপরাজ্যে বাস করিতে বা এ প্রকার নীচ লোকের সহবাসে থাকিতে আমার আদৌ স্পৃহা নাই।

সন্ন্যাসী মহাশয় মুখমণ্ডল একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমাদের মনের একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এমন ক্ষমতা কাহারো নাই, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হয়; বিশেষ মনের চাঞ্চল্য রোধ করা অন্নগত প্রাণ দুর্ব্বল মনুষ্যের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সেইজন্য প্রথমে সাকার উপাসনা সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হইলে, তবে নিরাকার রূপ ভাবিবার অধিকার জন্মায়; যেমন কোন অট্টালিকার খিলান-নির্ম্মাণ-কর্ত্তা একটা আদরা করিয়া তাহার উপর খিলান প্রস্তুত করে ও পরে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তেমনি প্রথমে রূপ চিন্তা ও সকাম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের চিন্তা করা উচিত। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এই মন্দিরে জগদম্বার সেবক করিয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে, এখন তুমি চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের সাধনা করিবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছ। ঈশ্বরের নিরাকার ভাব চিন্তা করা এখন তোমার সাজে। আর তোমাকে অনর্থক বদ্ধভাবে অবস্থান করিতে হইবে না। অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে আর একজন ব্রাহ্মণ এই স্থানে আসিবে। তুমি তাহার হস্তে জগদম্বার পূজার ভার দিয়া, তীর্থযাত্রায় বহির্গত হও, এই চারি বৎসর তুমি ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়া দেখ। নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের রীতি নীতি জ্ঞাত হইলে, বিপুল বহুদর্শীত্ব লাভ হইয়া থাকে ও সৃষ্টি কর্ত্তার অপার মহিমার স্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়া ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়।

ব্রহ্মচারী মহাশয় এই কথা শুনিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আমার আর সেই গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে ইচ্ছা হইল না; আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাতেই আমার মনে ভয়ানক সন্দেহ—বিষম খট্‌কা উপস্থিত হইয়াছে, অথচ স্পষ্ট কোন কথা বুঝিতে পারি নাই।

আমি ফিরিয়া আসিয়া সেই কুশাসনের উপর পুনরায় শয়ন করিলাম। হানিফ খাঁর মুখে কমলকুমারী সে প্রকার শোচনীয় অবস্থা শুনিয়া অবধি আজি ছয় মাস অতীত হইল, আমার মনে সেই কথাই রাত্রদিন জাগরিত ছিল; কিন্তু আজ সন্ন্যাসী ঠাকুর ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে কথা ভুলিয়া গেলাম। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এ ব্যাপারখানা কি? ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তো স্পষ্ট বোধ হইল যে, আমার সম্বন্ধের কথা হইতেছে। ইহারা দুজনেই আমাকে ও হরকিশোর বাবুকে যে চেনেন, তা কথায় ভাবে বেশ বোধ হইল। প্রথমে হরকিশোর নাম শুনে সন্ন্যাসী ঠাকুর চিন্‌তে পারেন না; তাই ব্রহ্মচারী মহাশয় ব'ল্লেন, "এই মুরশিদাবাদে সেই বেটারই এই নাম, জানা শোনা না থাক্‌লে অমন কথা কেন ব'ল্‌বেন? তার পর কর্ত্তার যে গুণের কথা শুন্‌লাম, তাতে তাঁকে তো নরকের কীট অপেক্ষা ঘৃণিত জীব ব'লে বোধ হয়! তিনি কি না কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীকে লইয়া স্ত্রীপুরুষের ন্যায় বাস করিতেছেন!! তা হ'লে গিন্নী কর্ত্তার বিবাহিতা পত্নী নহে। সেই রাত্রে গিন্নীর কথা শুনিয়া আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহার আজ মীমাংসা হইল; সেইজন্য কমলকুমারী আমাকে কহিয়াছিল যে, "আমি যাকে মা বলি, সে আমার মা নয়, বোধ হয় আমার ন্যায় সেও কোন গতিকে এই গুপ্ত বিষয় জানিতে পারিয়াছিল। তা হ'লে কমলকুমারী কে? কর্ত্তার কন্যা কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। তিনি নিশ্চয় বালক বলিয়া আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কথার মর্ম্ম কি তাহা তো কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। তিনি কহিলেন, আরো চারি বৎসর বিলম্ব আছে, এই চারি বৎসর সংসারে থাকিবে; কিন্তু তাহার পর কি হইবে, তাহা তো তিনি কিছুমাত্র বলিলেন না; কেবল বলিলেন যে, "উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে আমি আসিয়া সাক্ষাৎ করিব ও সেই সময় সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিব।" তিনি আমাকে কি সব কথা ব'ল্‌বেন? আর চারি বৎসর পর আমার কি হবে, তাতো কিছুমাত্র বুঝতে পাল্লেম না। সন্ন্যাসী ঠাকুর একবার "জহর লাল" এই নামটা উচ্চারণ ক'রেছিলেন, জহর লাল কি হরকিশোর বাবুর সত্য নাম! তাও তো ঠিক বুঝতে পাল্লেম না। তিনি আরও ব'ল্লেন যে, কাল নবাব সরকারে আমার

চাকরী হইবে, কে আমার চাকরী করিয়া দেবে, আর ইনিই বা সে কথা কি ক'রে জান্‌লেন? কমলকুমারী আমাকে ব'লেছিল যে, কাশীর দেবানন্দ গিরি ব'লে একজন সন্ন্যাসী আমার বিষয় সব জানেন, ইনিই কি সেই দেবানন্দ গিরি! যাইহোক্, কাল সে বিষয় জান্‌তে হবে; কিন্তু শেষকালে ইনি তো ব্রহ্মচারী মহাশয়কে ব'ল্লেন যে, ও'র সম্বন্ধে যে সকল কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাহা এখন প্রকাশ করিও না। এই চারি বৎসর এইরূপ অন্ধকারে থাকুক, এখন জানিলে মনের ভয়ানক উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইবে। ব্রহ্মচারী মহাশয় যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তাঁহার গুরু বলিয়া বোধ হয়। তিনি কখনই গুরুর আজ্ঞা অবহেলা করিয়া আমার মনের কৌতূহল তৃপ্ত করিবেন না। তাহ'লে এ সব কথার অর্থ কি? সন্ন্যাসী ঠাকুর যে একজন মহাপুরুষ, তাহা তাঁহার আকার দেখিয়া বোধ হয়। তবে কি জন্য আমার সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

আমি মনে মনে এই সকল কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম; যদিও আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এটা বেশ জানিতে পারিয়াছিলাম যে, হরকিশোর আগরওয়ালা একজন ছদ্মবেশী, অন্য কোন নাম আছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁকে যখন আমার প্রতিপালনের ভার দেন, তখন তাঁর অন্য নাম ও অন্য স্থানে ধাম ছিল, তার পর গিন্নীকে নিয়ে দেশত্যাগী হন; কিন্তু কথা হ'চ্চে, সন্ন্যাসী ঠাকুর কি জন্য আমাকে কর্ত্তার বাটীতে রাখিয়াছিলেন? আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কে যে, আমার জন্য তিনি এত চিন্তিত! যাঁরা সংসারের কোন ধার ধারেন না, যাঁদের লক্ষ্য এক, তেমন মহাপুরুষ কি জন্য আমার ন্যায় অধমের জন্যে ব্যস্ত হইবেন?

চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মনে করিলাম যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর তো বলিয়াছেন যে, কাল নবাব সরকারে চাকরী হইবে। আমি কোন প্রকার চেষ্টা করিব না। অথচ যদি কাল আমার চাকরী হয়, তাহ'লে বুঝিব ইনি এক জন মহাপুরুষ, ইঁহার সকল কথা সত্য।

নিতান্ত চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই কুশাসনের উপর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম, ক্রমে উষার শীতল বায়ু স্পর্শে আমি সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী নিদ্রাদেবীর অঙ্কশায়ী হইলাম।

# বিংশ পরিচ্ছেদ।

## নবাব বাহাদুর।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তখন গ্রীষ্মকাল, কাজেই চতুর্দ্দিকে রৌদ্র উঠিয়াছে। আমি শয্যাত্যাগ করিয়া ঠাকুরঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, ব্রহ্মচারী মহাশয় কি সন্ন্যাসী ঠাকুর কেহই তথায় নাই। আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, একটী বকুলগাছের তলায় ব্রহ্মচারী মহাশয় আর একজন ভদ্রপরিচ্ছদধারী ব্যক্তির সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর তথায় নাই।

যে ভদ্রলোকটীর সহিত ব্রহ্মচারী মহাশয় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তাঁহার আকার প্রকার ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলে, তাঁহাকে একজন উচ্চপদমর্য্যাদা-বিশিষ্ট মহৎ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। ভদ্রলোকটীর বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে না, দেখিতে একটু দীর্ঘ, বর্ণ কষিত কাঞ্চনের ন্যায়, চক্ষুদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত ও উজ্জ্বল, ভ্রমর-কৃষ্ণ-ভ্রূ-যুগল পরস্পর যুক্ত, নাসিকাটি সমুন্নত, ললাটদেশ প্রশস্ত ও প্রতিভার আবাসভূমি বলিয়া বোধ হয়; চাঁদের কলঙ্কের ন্যায় গোঁফগুলিতে তাঁহার নিরমল বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। কটাক্ষে দয়া ও সারল্যের চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

এই ভদ্রলোকটীকে বেশ বলিষ্ঠ পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাঁহার বাহুযুগল মাংসল সুদৃঢ় ও আজানুলম্বিত, বক্ষঃস্থল বিশাল, কিন্তু কর্কশতা পরিশূন্য ও দেহের ঠিক উপযোগী। তাঁহার পরিধেয় একটী এক রঙ্গা সাটি-নের চিলে পায়জামা, পায়ে একজোড়া মুখ উঁচু পাথর বসানো জরির লপেটা জুতো, গায়ে সাটিনের চাপকান ও তদুপরি কারুকরা কালো মখমলের এক কাবা ও মস্তকে সালের মড়েশ পাগড়ি শোভা পাইতেছে। আমি তাঁহার পোষাকের বোতাম ও ললাটদেশে ক্ষুদ্র রক্তচন্দনের ফোঁটা দেখিয়া স্থির করিলাম তিনি হিন্দু, নবাব সরকারে কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইবেন।

আমি একদৃষ্টে সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছি, এমন সময় ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিলেন। আমি নিকটস্থ হইলে তিনি

সহাস্ত বদনে কহিলেন, "এই ভদ্রলোকটি হালের নবাব মীর কাসিমের দাওয়ান, নবাব সরকারের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী, ইনি তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া তোমাকে একটী চাকরী করিয়া দিতেছেন; তুমি ইহার অনুগ্রহে পরম সুখে দিনপাত করিতে সক্ষম হইবে। আর তোমাকে কুলোকের সহবাসে থাকিতে হইবে না, আজ হতে দয়ালু দাওয়ান বাহাদুর কৃপা করে তোমার সমস্ত প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, সুতরাং এই মহাত্মার বাটীতে তুমি বাস করিয়া নবাব সরকারে চাকরী করিবে, অতএব অদ্যাই তুমি ইহাঁর সঙ্গে যাও।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে সন্ন্যাসী ঠাকুর কখনই সামান্য ব্যক্তি নন, নিশ্চয় একজন মহাপুরুষ! ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টির আয়ত্তাধীন, তিনি যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহার একটীও মিথ্যা নয়, আমি মনের নিতান্ত উদ্বেগ বশতঃ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথার কোন উত্তর না দিয়া নিতান্ত আগ্রহ সহকারে কহিলাম, "কল্য যে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলাম তিনি কোথায়?"

ব্রহ্মচারী মহাশয় সেই রকম ভাবে একটু হাসিয়া কহিলেন, "তিনি এই প্রাতেঃ কামাখ্যা উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল; অন্তরে আশার যে ক্ষীণ আলোকটুকু ছিল, তাহাও নির্ব্বাণ হইয়া গেল। আমি সাহস করিয়া কোন কথা ব্রহ্মচারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না, কারণ আমি যে গোপনে তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিয়াছি, তাহা প্রকাশ হইলে তিনি আমার উপর রুষ্ট হইতে পারেন। এই ভয়ে আমি তখন ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বিশেষ করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না, কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, "আমার কথার কোন উত্তর দিতেছ না কেন? চাকরী করা কি তোমার অভিপ্রেত নহে?"

আমি সজল নয়নে যুক্তকরে কহিলাম, "প্রভো! আমি জানি এ সংসারে আমার বলিতে কেহই নাই। আমি ভবদীয় অনন্ত সাধারণ গুণগ্রামে মোহিত হয়ে আপনাকে গুরু ও পিতা বলিয়া শ্রীচরণে বিক্রীত হইয়াছি। এই সংসারে আপনার শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব ধন, আপনার আজ্ঞা অবিচলিত

চিত্তে পালন করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী মহাশয় আমার কথা শুনিয়া পুলকিত ভাবে কহিলেন, "তুমি যেরূপ শিষ্ট, তাহার উপযুক্ত উত্তর হইয়াছে। বৎস! সময় উপস্থিত না হলে কিছুতেই মনের আশার তৃপ্তি হয় না, সুখ সৌভাগ্য সকলই কালসাপেক্ষ, অতএব সুসময় আসিলে তোমার মনের চিন্তানল নির্ব্বাণ হ'বে। আমি তোমায় এইমাত্র বলিতে পারি যে, এই নশ্বর জগতে মনুষ্যকুলে তোমার ন্যায় ভাগ্যবান খুব অল্প আছে। এক্ষণে কল্পতরু বিশেষ দয়ার সাগর দাওয়ান নন্দকুমার বাহাদুরের সঙ্গে যাও, ইহার কৃপায় তোমার কোন বিষয়ের অভাব রহিবে না।

আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে দাওয়ান বাহাদুরকে প্রণাম করিলাম। কিন্তু তিনি শশব্যস্তে 'বাপরে!' এই কথা বলিয়া প্রণাম প্রত্যর্পণ করিলেন। আমি অনেকটা বিস্মিত হইলাম; কারণ আমি শুনিয়াছিলাম, যে দাওয়ান নন্দকুমার রায় ব্রাহ্মণ, বিশেষ বয়সে অনেক বড়। তবে কি জন্য আমাকে প্রণাম করিলেন? আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, তিনি মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন।

আমি বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দাওয়ান বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; এমন সময় তিনি আমাকে কহিলেন, "তুমি বাপু আমার বাড়ীতে পরম সুখে থাক্‌বে। ইচ্ছা হয় চাকরী করিও, আমি তোমাকে—" কথায় বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, "না, অলসভাবে এক দিনের তরে রাখিবেন না; কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। তার পর নিজের প্রতিভার গুণে ক্রমে উচ্চপদে উন্নত হইবে।

দাওয়ান বাহাদুর "যে আজ্ঞে" বলিয়া আমাকে পশ্চাদগামী হইতে বলিলেন, আমি একদৃষ্টে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার গতিক দেখিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, "বৎস! এখন এই দাওয়ান বাহাদুরের সঙ্গে যাও, ইনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে। আমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে এবং সময়ে সকলকেই দেখিতে পাইবে। এক্ষণে প্রশান্ত চিত্তে, এই মহৎ ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পরম সুখে দিনপাত করগে।" আমি আর কোন কথা না বলিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পদধূলি লইলাম, তিনি প্রসন্ন মুখে আমাকে আশীর্ব্বাদ

করিলেন। তাহার পর আমি সেই দাওয়ান বাহাদুরের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, তিনি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া আমাকে পশ্চাদগামী হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

আমি দাওয়ান বাহাদুরের সঙ্গে ক্রমে সেই বাগান পার হইয়া দেখিলাম যে, রাস্তার উপর প্রকাণ্ড একখানি গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে; আমরা উভয়ে সেই গাড়িতে উঠিলাম। গাড়িখানি দাওয়ান মহাশয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

ক্রমে গাড়ি দাওয়ান বাহাদুরের বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা অবতরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার পূর্ব্বে মনোহর বাবুর বাড়ীকে খুব প্রকাণ্ড বাড়ী বলিয়া ধারণা ছিল। কিন্তু দাওয়ানজী মহাশয়ের বাটীর সহিত তাহার তুলনা হয় না; আমার প্রথমে বোধ হইল, আমি যেন কোন দেবতার সহিত ইন্দ্রালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। যদিও দাওয়ানজী বাহাদুরের প্রাসাদ তুল্য বাড়িটী অশেষ কারুকার্য্য সম্পন্ন ও বহুমূল্য গৃহ-সজ্জায় সজ্জিত, কিন্তু আমার মনের ভয়ানক উদ্বেগ বশতঃ সে সময় সেই সকল শোভারাশি নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে স্পৃহা হইল না। আমি কলের পুত্তলিকা সম তাঁহার মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলাম। দাওয়ানজী বাহাদুর আমাকে লইয়া একটী ছোট সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "এই ঘরেই তুমি বাস করিবে, আমার বাড়ীকে তুমি নিজের বাড়ীর ন্যায় জ্ঞান করিবে। তুমি সচ্ছন্দে এইখানে বিশ্রাম কর, এখনই একজন চাকর আসিয়া তোমার স্নানাদির উদ্যোগ করিয়া দিবে। তোমার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তাহাকে বলিবামাত্র তাহা সম্পাদন করিবে।

দাওয়ানজী বাহাদুরের সহিত আমার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। আমার প্রতি তাঁহার এতদূর সদয় ব্যবহার ও সৌজন্য প্রকাশ দেখিয়া মনে মনে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম ও নিতান্ত বিনীত ভাবে কহিলাম, "আমার ন্যায় সামান্য লোকের উপর এরূপ কৃপা মহাশয়ের মহত্বের পরিচায়ক। আমি এতদূর অনুগ্রহ আশা করি নাই, বোধ হয় আমার সম্বন্ধের কোন কথা সেই তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসী মহাশয় আপনাকে কহিয়াছিলেন।" আমার কথা শুনিয়া দাওয়ান বাহাদুর একগাল হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি যখন তোমার ভাল করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম, তখন আর সে কথা জানিবার আবশ্যক কি?

কালী বাড়ীর ব্রহ্মচারী মহাশয় তোমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা মান্য করিলে নিশ্চয় পরিণামে মঙ্গল হইবে। এখন এইখানে বিশ্রাম কর।

দাওয়ানজী মহাশয় এই কথা ব'লে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, আমি সেই ঘরটির চারিদিক্ দেখিতে লাগিলাম। আমার জীবনে কখন এরূপ সজ্জিত গৃহে বাস করি নাই, মনোহর বাবুর বাড়ীখানা বড় ছিল বটে, কিন্তু এরূপ বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত ছিল না। আমি দেখিলাম যে, মেজের উপর একখানি উৎকৃষ্ট কার্পেট পাতা, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন অসংখ্য ফুলের তোড়া চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে। একধারে একখানি ক্ষুদ্র খাটে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা সজ্জিত আছে, ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে চারিডেলে একটী ঝাড় ঝুলিতেছে। দেওয়ালের উপর শিল্পির শ্রম-প্রসূত তিন চারি খানি ছবি, চারি ধারে কারুকার্য্য সম্পন্ন একখানি বৃহৎ আয়না ও তিন জোড়া বেলোয়ারীর দেওয়ালগিরি শোভা পাইতেছে। রসিক নাগরের ন্যায় টানাপাখা ঝাড় সুন্দরীর পায়ের নীচেয় পড়িয়া রাত্রদিন উপাসনা করিতেছে। ইহা ব্যতীত একটী ছোট গোল টেবিল, গদি আঁটা দুখানি কেদারা ও সেই রকম একখানি ছোট কোচ যথাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। আমি সেই কোচের উপর গিয়া উপবেশন করিলাম, আমার জীবনে কখনো এরূপ সুসজ্জিত গৃহে বাস করি নাই; কিন্তু শিশির-পাতে যেমন ভীম দাবানল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না, তেমনই এই সকল কৃত্রিম শোভারাশি দেখিয়াও আমার মনে কিছুমাত্র আনন্দের উদয় হইল না। অন্তরে বিষম উদ্বেগের লহরী নিয়ত ক্রীড়া করিতে লাগিল। আজ ছয় মাস হইল আমার মনে কমলকুমারীর জন্য চিন্তাই প্রবল ছিল, রাত্রদিন কেবল এই বিষয়ই ভাবিতাম; কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার অন্তরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সকল প্রকার পার্থিব চিন্তা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তরিত হইয়া গেল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, কমলকুমারী আমার নিকট যে দেবানন্দ গিরির কথা বলিয়াছিল, নিশ্চয় সন্ন্যাসী ঠাকুরই সেই মহাত্মা। আমার সমস্ত বিষয়ই জানেন, ব্রহ্মচারী মহাশয়কেও সব কথা খুলিয়া বলিয়াছেন; তা না হ'লে আমার নিকট গোপন কর্ত্তে কেন আজ্ঞা করিবেন? তিনি তো স্পষ্টই বলিলেন যে, "এই চারি বৎসর অন্ধকারে থাক, তা না হ'লে কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ ক'র্ত্তে পারবে না

—মনের ভয়ানক উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইবে।” ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তি যে গুরুর আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবেন, তাহা অসম্ভব; সুতরাং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। নিশ্চয় চারি বৎসর অতীত হইলে আমার জীবনের কোন মহান্ পরিবর্ত্তন হইবে। সেই সময় আমার মনের সকল সন্দেহ অপনীত হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ আমার পিতা মাতা কে, নিবাস কোন্ স্থানে তাহা জানিতে পারিব। আমার মনে আর একটা বিষম খট্‌কা হইল যে, হরকিশোর বাবু লোকটা কে? তাঁহার আশ্রয়ে আমাকে কে রাখিল, কি উদ্দেশে তিনি এত দিন প্রতিপালন করেছিলেন। তিনি যে একজন ছদ্মবেশী নাম ও জাতি ভাঁড়াইয়া মুরশিদাবাদে বাস করিতেছেন, তাহা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর একবার জহরলাল এই নামটা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, জহরলাল কার নাম? কথার ভাবে তো বেশ বোধ হইল, যে সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁর কাছেই আমাকে রাখিয়াছিলেন। তা হলে হরকিশোর ও জহরলাল কি এক ব্যক্তি?

ঠিক কোন কথাই বুঝিতে পারিলাম না, মনে বিষম খট্‌কা ও ভয়ানক সন্দেহের উদয় হইল। অন্তর-সাগর নানাপ্রকার চিন্তার তরঙ্গে উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

আমি সেই কোচের উপর বসিয়া এক মনে ভাবিতেছি, এমন সময় এক জন এক বাটী ফুলেল তৈল একখানি কোঁচানো কাপড় ও গামছা লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল; তাহার পদশব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল। আমাকে সে তৈল মাখাইতে আসিল, কিন্তু আমি তাহা নিবারণ করিয়া নিজে তৈল মাখিয়া সেই উপরেই তোলা জলে স্নান করিলাম। ব্রাহ্মণ ঠাকুর অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দিল, মনোহর বাবুর বাটীতে কলায়ের ডাল, নারিকেল ভাজা ও বোগড়া চালের ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলাম! এক্ষণে এই রাজভোগ পাইয়া সুচারুরূপে উদর দেবকে তৃপ্ত করিলাম।

দাওয়ানজী বাহাদুরের প্রদর্শিত ঘরে বিশ্রাম করিলাম; বৈকালে সেই জন ভৃত্য একখানি রৌপ্যপাত্রে নানাপ্রকার ফল ও খিরের মিষ্টান্ন জলযোগের জন্য আনিয়া দিল। রাত্রি আন্দাজ নটার সময় লুচি ও নানাবিধ মাংসের ব্যঞ্জন আহার করিয়া শয়ন করিলাম।

আমি পরম সুখে জামাই আদরে দাওয়ানজী বাহাদুরের বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। সহসা আমার অবস্থার এরূপ ভয়ানক পরিবর্ত্তনে আমি নিজে মনে মনে একটু লজ্জিত হইলাম। দাওয়ানজী বাহাদুর সর্ব্বদা রাজ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, কাজেই তাঁহার সহিত প্রায় সাক্ষাৎ হয় না; কিন্তু বাড়ীর আর সকলে আমাকে যেন মনিবের ন্যায় জ্ঞান করে। একবার হুঁ, করিলে "হুজুর" বলিয়া দুইজন ভৃত্য সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়! মুখের কথা খুলিতে না খুলিতে তখনই তাহা সম্পাদন করিয়া ফেলে!! ফলতঃ আমি রাজপুত্রের ন্যায় পরম সুখে, খুব বড়মানষী ধরণে দিনপাত করিতে লাগিলাম; কিন্তু মনের বিষম উদ্বেগ প্রযুক্ত এরূপ সুখভোগেও আমার অন্তর তৃপ্ত হইত না। বৃক্ষের কোটরস্থ অগ্নি ক্রমে ক্রমে ধূমায়িত হইয়া শেষে যেমন প্রজ্বলিত হয়, তেমনই আমার অন্তরের চিন্তা প্রবল হইয়া আমাকে ঘোর অশান্তির ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিত। সে সময় এই সকল অসার ভোগ বিলাস আমার তিক্ত বলিয়া বোধ হইত। ফলতঃ দর্পণ বিমল না হইলে যেমন তাহাতে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে না, তেমনই হৃদয় শান্তিরসে আপ্লুত না হইলে সংসারে যথার্থ সুখভোগ করা অসম্ভব; যাঁর অন্তর চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হয় নাই; জগতে তিনিই সুখভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র, সামান্য পর্ণকুটীরে শাকান্ন ভোজনে তিনি যেরূপ বিমল আনন্দ উপভোগ করেন, আমি দাওয়ানজী বাহাদুরের ইন্দ্রালয়তুল্য বাটীতে বাস করিয়া,—সতত উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য আহার করিয়াও কিছুতেই তাহার সমকক্ষ নহি।

এইরূপে দাওয়ানজী বাহাদুরের বাটীতে আমার তিন দিন অতীত হইল। আমি সদর বাটীতে থাকিতাম, সেই খানেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাকে দুই বেলা আহার্য্য দ্রব্য দিয়া যাইতেন; সুতরাং অন্দর মহলে যাইবার কোন আবশ্যক হয় নাই। কাজেই দাওয়ানজী মহাশয়ের পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাই নাই। তবে শুনিয়াছিলাম যে, বাবুর আপনার পরিবারের মধ্যে পত্নী ও দুই কন্যা মাত্র; আমি যে সময় ছিলাম, তখন কনিষ্ঠা কন্যা অনূঢ়া অবস্থায় ছিল। দাওয়ানজী বাহাদুর নিতান্ত স্বধর্ম্ম পরায়ণ দাতা ও মুক্তহস্ত পুরুষ, তিনি অনেকগুলি সচ্চরিত্রা বিধবাদের অন্দরে স্থান দিয়াছিলেন। অসহায় অনেকগুলি দাসী পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত ছিল। সদরেও আমলা ভৃত্য উমেদার ও অতিথিতে প্রায় দেড়শত লোক প্রত্যহ আহার করিত।

কাজেই তাঁহার এই প্রকাণ্ড বাড়ীখানি কৃপণ নরাধম হলধর সরকারের বাড়ীর মতন খাঁ খাঁ করিত না। পক্ষী সমাকুল বৃক্ষের ন্যায় নিয়ত নানাপ্রকার মনুষ্যে পরিপূর্ণ থাকিত।

চতুর্থ দিন বেলা আন্দাজ নয়টার সময় খোদ দাওয়ানজী বাহাদুর আমার কক্ষে আসিয়া হাসি হাসি মুখে আমাকে কহিলেন, "আজ সকাল সকাল আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হও—আমার সঙ্গে নবাব বাড়ীতে যাইতে হইবে; খোদ নবাব সাহেব তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ আজ তোমার চাকরী হইবে। আমি তোমার জন্য যে সকল কাপড় চোপড় দিয়া পাঠাই-তেছি, তাহা পরিধান করিবে।

দাওয়ানজী মহাশয় এই কথা বলিয়া অন্দর মহলের দিকে প্রস্থান করি-লেন। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে নবাব বাহাদুর কি জন্য দেখিতে চাহিবেন? বিশেষ আমি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, বোধ হয় দাওয়ানজী মহাশয় আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া-ছেন, সেইজন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন। তা না হ'লে নবাব বাহাদুর যে আমাকে ডাকিবেন, এ যে নিতান্ত অসম্ভব কথা।

আমি দাওয়ানজী মহাশয়ের আদেশমত আহারাদি সমাপন করিয়া তিনি যে পোষাক পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পরিধান করিলাম। আমি চিরদিনই ধুতি মের্জ্জাই ও চাদর ব্যবহার করিয়াছি, আজ ইজার চাপকান পরিয়া আয়নার নিকট দাঁড়াইয়া নিজের চেহারা দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় দাওয়ানজী বাহাদুর সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া নবাব বাড়ী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

বেলা আন্দাজ একটার সময় নবাব বাহাদুরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম ও বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বাটীখানির চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইলাম। আমার চক্ষে সকল দ্রব্যই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কোন্‌টা দেখিব তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না।

দাওয়ানজী বাহাদুর আমাকে লইয়া উপরে উঠিলেন ও একটা ঘরের সম্মুখে জুতা খুলিয়া কুর্ণিস করিতে করিতে সেই কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আমি ইঙ্গিতক্রমে সেইরূপ অনুকরণ করিলাম। দাওয়ানজি মহাশয় সেই সুসজ্জিত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইউরোপ হইতে আনিত কারুকার্য্য সম্পন্ন

একখানি কোচের উপর উপবিষ্ট হইলেন। আমি তাঁহার ধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আমি দেখিলাম যে, সেই গৃহে একখানি রৌপ্য সিংহাসনে এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার আকার প্রকার ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকেই নবাব বলিয়া বোধ করিলাম। প্রকৃতই দাওয়ানজী মহাশয় নবাব মীরকাসিম খাঁর খাস কামরায় আমাকে আনিয়াছেন।

নবাব বাহাদুরের বয়স ৩৫।৩৬শের অধিক হইবে না; তাঁহাকে দেখিতে একটু খর্ব্ব, বর্ণ চাকচিক্য বিশিষ্ট উজ্জল শ্যামল। চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র—কিন্তু তেজঃপূর্ণ, বদনমণ্ডল দু'একটী বসন্তের দাগে চিহ্নিত, নাসিকা উন্নত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও প্রতিভাব্যঞ্জক। নবাব বাহাদুরের বাহুযুগল তাঁহার দেহের ঠিক অনুরূপ, সুদৃঢ় ও মাংসল, বক্ষঃস্থল বিশাল, গ্রীবাদেশ মরালের ন্যায় সমুন্নত। ফলতঃ প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অনন্ত সাধারণ প্রতিভার লক্ষণ সকল তাঁহার ললাট-ফলকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

নবাব বাহাদুরের পোষাকের বিশেষ কোন পারিপাট্য নাই, এক রকম সাদাসিদে; কিন্তু তাঁহার টুপির উপর উজ্জল তারার ন্যায় একখানি হীরা জ্বলিতেছে ও গলায় ফুলের মতন মতির মালা শোভা পাইতেছে। আমি এই দুটী দেখিয়াই তাঁহাকে নবাব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

আমি বিশেষ করিয়া দেখিলাম যে, নবাব বাহাদুরের মুখমণ্ডল তত দূর প্রফুল্ল নহে; বিভূতি আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় যেন বিষাদ-রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে! তিনি যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, আমাদের পদ-শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি দাওয়ানজী মহাশয়কে প্রত্যভিবাদন করিয়া উপবেশন করিতে আজ্ঞা করিলেন ও আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দাওয়ানজী মহাশয় নিতান্ত বিনীতভাবে নবাব বাহা-দুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হুজুর! এই যুবকের নাম হরিদাস; এক্ষণে আমার বাটীতে বাস করিতেছে। হুজুরের কৃপা ব্যতীত এই নিঃসহায় দরিদ্র যুবকের আর কোন উপায়ান্তর নাই।"

নবাব বাহাদুর একটু হাসিয়া কহিলেন, "রায়জি! তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না; আমি প্রাণপণে যাহাতে যুবকের ভাল হয়, তাহার চেষ্টা করিব; তাহা না করিলে আমাকে নেমোখারাম হইতে হইবে। আমি

যদিও মুসলমান, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করি; তাঁহার ঋণ আমি এ জন্মে কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিব না! কাজেই সেই মহা-পুরুষের আজ্ঞামত এই যুবকের ভাল করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আমি যখন মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিব, তখন উহার এখানে কিছু না করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইব।"

দাওয়ানজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন, "হুজুর! রাজধানী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতে মনস্থ করিয়াছেন?" নবাব বাহাদুর একবার চারি দিকে চাহিয়া—স্বর একটু নম্র করিয়া কহিলেন, "দেখ রায়জি! এখানে কোন অন্য লোক নাই, সেই জন্য তোমাকে প্রাণের কথা খুলে বলিতেছি যে, আমি শীঘ্র মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে যাইব; এখানে থাকিলে আমার উদ্দেশ্য কোন কালেই সফল হইবে না। দেখ, আমি বেশ বুঝিয়া দেখিয়াছি যে, এই ইংরাজদের আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতে পারিব না; কারণ রক্তের স্বাদ পাইলে ব্যাঘ্র যেমন উন্মত্ত হইয়া উঠে, তেমনই ক্ষমতার আস্বাদন পাইয়া ইহারাও দিথিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়াছে! ইহাদের উদ্দেশ্য যে, আমাকে উপলক্ষস্বরূপ রাখিয়া দেশের সর্ব্বস্ব শোষণ করে; যদি সুবেদারের মসনদে বসিয়া প্রবলের করাল গ্রাস হতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষণে অসমর্থ হইলাম, দুষ্টের দমনে ক্ষমতা না রহিল, তাহা হইলে এ নবাবী পদের আবশ্যক কি? ইংরাজ কে? এদেশে তাদের কি স্বত্ব যে, তাহারা দেশের শাসনকর্ত্তাকে শাসন করিতে যায়? তাহারা বণিক, বাণিজ্যই তাহাদের ব্যবসা। তা হ'লে কি জন্য তারা রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করে? ন্যায্য পক্ষে দিল্লীর বাদসা আমার প্রভু; কিন্তু তিনি সিংহাসন হারাইয়া ভিক্ষুকের বেশে বেহার অঞ্চলে ভ্রমণ করি-তেছেন! সুতরাং বাঙ্গলা, বিহার উড়িষ্যা এখন সুবেদারের স্বাধীন রাজ্য; ইংরাজের ইহাতে কোন স্বত্ব নাই। ইংরাজ যে উপকার করিয়াছিল, তাহার দশ গুণ প্রত্যুপকার পাইয়াছে। আমার জড়ভরতবিশেষ শ্বশুর মসনদ হ'তে অপসারিত হ'লে আমি তাদের সমস্ত ঋণ মায় সুদ সমেত চুকাইয়া দিয়াছি এবং পুরস্কারের জন্য তিনটে জেলা ও প্রচুর টাকা ও জহরত দিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও তারা সন্তুষ্ট নহে! আমাকে তারা মুঠোর মধ্যে রাখিতে ইচ্ছা করে। আমি দেশের রাজা হ'য়ে বণিক্‌দের প্রভুত্ব কেন স্বীকার করিব?

শাসনবল্গা যদি হাতে না থাকে, ক্ষমতাভোগে যদি বঞ্চিত হতে হয়, কলের পুতুলের ন্যায় যদি বিদেশী বিধর্ম্মীরা ফেরায়, তা হ'লে এ নবাবী পদ গ্রহণ তার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র! আমি অপরের সেবক হইয়া কেবলমাত্র নিজে পশুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ ক'রে এই উচ্চপদের অবমাননা করিব না। আমার প্রজার প্রতি অন্যের অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করিব না; কাজেই যাহাতে আমার নবাবী পদ বজায় থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইংরাজদের এত নিকটে থাকিলে কোন কাজ হইবে না, সেই জন্য আমি মুঙ্গেরে গিয়া যাহাতে আমার বলবৃদ্ধি হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।"

নবাব বাহাদুর নীরব হইলে দাওয়ানজী মহাশয় খুব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "হুজুর! আপনার কোন কথাই যুক্তিমার্গের বহির্ভূত নহে, আমি দর্প করিয়া বলিতে পারি যে, যদি আলিবর্দ্দি খাঁর পর নরকুলকলঙ্ক সিরাজ উদ্দৌলার পরিবর্ত্তে আপনি মসনদে বসিতেন, তাহা হইলে মুসলমানের রাজলক্ষ্মী কোন কালেই বিচলিত হইত না; কিন্তু এখন কালের ঢেউ অন্য দিকে ফিরিয়াছে, তাহা রুদ্ধ করা হীনবল মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত। সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ কৌশল করিয়া ভবিষ্যতের কথা ত কহিয়াছিলেন! বোধ হয় হুজুরের সে কথা স্মরণ আছে।"

নবাব বাহাদুর কহিলেন, "হাঁ—সেই মহাত্মার কোন কথাই আমি ভুলি নাই, হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। আর আমিও গতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, সমগ্র হিন্দুস্থান গ্রাস না করিলে ইংরাজের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না; কিন্তু আমি আমার কাজ করিব। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া অলস প্রকৃতি লোকের ন্যায় নিরুদ্যম অবস্থায় কালযাপন করিব না। যখন এক দিন মরিতেই হইবে, তখন কি জন্য পরের সেবক হইয়া ঘৃণিতভাবে জীবনযাপন করিব? তোমাদের শাস্ত্রে বলে যে, 'বরং শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় ভগ্ন হইবে, তবু লতার মতন নমিত হইবে না; ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাকে যখন রাজ্যেশ্বর করিয়াছেন, তখন যাহাতে আমার সেই রাজ্য রক্ষা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমি দেশের রাজা হইয়া কিছুতেই বিধর্ম্মী বণিকদের আধিপত্য সহ্য করিব না, কাজেই তাহাদের সঙ্গে বিবাদ একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে।

দাওয়ানজী মহাশয় কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি আপনার মহান্ উদ্দেশ্যও সৎ অভিপ্রায়ে আর বাধা দিব না। নশ্বর জীবনের বিনিময়ে অবিনশ্বর কীর্ত্তিলাভ করা উদ্যমশীল মনুষ্যের নিতান্ত কর্ত্তব্য। হুজুর, আপনি যে পথে পদার্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা যদিও বিপদ সঙ্কুল, কিন্তু বীর্য্যবান্ তেজস্বী বীরেদের পক্ষে তাহাই গন্তব্য সুপথ। আপনি আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির উপযুক্ত কথাই কহিয়াছেন; যদি বিধি প্রতিকুল না হন, তা হ'লে নিশ্চয়ই বিজয়লক্ষ্মী হুজুরের ন্যায় পুরুষ-সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। এক্ষণে নিবেদন যে, কত দিনের মধ্যে রাজধানী ত্যাগ করিবেন?" নবাব বাহাদুর উত্তর করিলেন, "বোধ হয় এক মাসের মধ্যে সসৈন্যে ও সপরিবারে মুঙ্গেরে যাত্রা করিব। আমি ইতিপূর্ব্বে দুর্গ সংস্কার করিতে আজ্ঞা দিয়াছি। তুমি ও রেজা খাঁ এই খানে থাকিয়া আমার প্রতিনিধি রূপে রাজকর্ম্ম করিবে ও ইংরাজদের উপর খর দৃষ্টি রাখিবে। আমি মুঙ্গেরে গিয়া সৈন্যদের রীতিমত ইউরোপীয় প্রণালীতে সুশিক্ষিত করিব ও প্রচুর পরিমাণে বন্দুক তরবারী বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধপোযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিব। এই এক মাস তুমি যুবককে তোমার বাটীতে রাখ, আমি মুঙ্গেরে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইব ও যাহাতে পরম সুখে থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব—সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।"

দাওয়ানজী মহাশয় মস্তক অবনত করিয়া নবাব বাহাদুরকে অভিবাদন করিলেন; তিনিও হাসি হাসি মুখে প্রত্যাভিবাদন করিয়া কহিলেন, "রায়জি! তোমাকে আমি অত্যন্ত বিশ্বাস করি বলিয়া অকপটে আমার প্রাণের কথা—আমার মনের অভিপ্রায় তোমাকে বলিলাম; কিন্তু তুমি এ সকল কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিও না। আমি জানি যে হাজার নিপীড়িত হলেও হিন্দুরা কখনই সহজে প্রভুদ্রোহী হইতে ইচ্ছা করে না। তার সাক্ষী দেখ আমার শ্বশুর নবাবের পরম আত্মীয় হয়ে অনায়াসে অমন ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে! আর বিধর্ম্মী মোহনলাল সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে, প্রভুর কার্য্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ কর্ত্তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না। আমি হিন্দুদের আন্তরিক বিশ্বাস করিয়া থাকি, তাহাদের সহায়তা ভিন্ন মুসলমানের রাজ্য কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। তুমি কাল খুব প্রত্যূষে, একবার দরবারে আসিবে, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে;

নমাজের সময় হইয়াছে, কাজেই আর অপেক্ষা করিতে পারির না। নবাব বাহাদুর এই কথা বলিয়া সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন, দাওয়ানজী মহাশয় ও আমি সেখান হইতে নীচে আসিলাম ও সেইরূপ গাড়ি চড়িয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম।

---

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

---

### ফুলমণি।

আমি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আর এক মাস আমাকে এই থানে থাকিতে হইবে। আমি নবাব বাহাদুরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম; কারণ তিনি যদিও মুসলমান, কিন্তু হিন্দুদের উপর তাঁহার তত্দূর দ্বেষ নাই। তিনি তো নিজেই কহিলেন, "যে সেই ব্রাহ্মণকে আমি গুরুর ন্যায় জ্ঞান করি, তাঁহার আজ্ঞা মান্য করিতে আমি বাধ্য; তা না হইলে আমাকে নিমক হারাম হইতে হইবে।" ইহাতে তো বেশ বোধ হইল যে, তিনি কোন ব্রাহ্মণের নিকট খুব কৃতজ্ঞ; আর সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আমার জন্য সুপারিস করিয়াছেন। তা হ'লে কে আমার জন্য নবাব বাহাদুরকে অনুরোধ করিল? নবাব বিধর্ম্মী হইয়াও যখন তাঁহাকে ওরূপ ভক্তির চক্ষে দেখেন, তখন তিনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ নিশ্চয় সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর, আর নয় তো ব্রহ্মচারী মহাশয় কোন অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া মুসলমান নবাবের ভক্তিভাজন হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় যখন সন্ন্যাসী ঠাকুরকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তীর্থযাত্রার জন্য অনুমতি চাহিলেন, তখন তিনি যে ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি, তাঁহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপর আমার অটল ভক্তি জন্মাইয়াছিল। তাঁহাকেই আমি ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিতাম; কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর ইহাঁকেও উপদেশ দিলেন; কাজেই তাঁহাকে আমি মনে মনে গুরুর গুরু বলিয়া জ্ঞান করিলাম।

আমি দাওয়ানজী বাহাদুরের সঙ্গে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কালী বাড়ী ত্যাগ করিবার সময়, তিনি আমাকে উপদেশের ছলে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহতে বেশ বোধ হয় যে, আমার মনের ভাব এই তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের অপরিজ্ঞাত নহে। অসীম যোগবলে আমার গোপনে সেই কথাবার্ত্তা শোনা ও জ্ঞাত হইয়াছেন; সেইজন্য আমাকে কহিলেন, "সময় উপস্থিত হইলে সকলের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে ও সকল কথা বুঝিতে পারিবে। এখন এই দাওয়ান বাহাদুরের আশ্রয়ে পরম সুখে বাস করগে।" ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দাওয়ানজী বাহাদুর নিশ্চয় আন্তরিক ভক্তি করেন; তা না হইলে আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে এতো যত্ন করিবেন কেন? এই মহাপুরুষদের অনন্যসাধারণ গুণগ্রামে মোহিত হইয়া নবাব বাহাদুর যে, আমার ন্যায় হীন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, আমাকে মুঙ্গেরে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাই হোক একবার ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব। সন্ন্যাসী মহাশয় কহিয়াছিলেন যে, "সাত দিনের মধ্যে আর একজন ব্রাহ্মণ আসিবে, তুমি তাঁহার হস্তে জগদম্বার পূজার ভার দিয়া তীর্থ যাত্রায় গমন কর।" সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিত নয়, তিনি মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিলে আমার মনের কথা মনেই রহিয়া যাইবে।

আমি মনে মনে এই স্থির করিয়া একদিন আহারাদির পর একাকী পদব্রজে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কালীবাড়ী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম ও যথাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, আর একজন ব্রাহ্মণ রকে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। আমি এই অপরিচিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমি মনে মনে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন যে, "আজ প্রাতে তিনি কামাখ্যায় যাত্রা করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া আমি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম, আমার অন্তরে যে আশার ক্ষীণ আলোক প্রজ্জলিত হইয়াছিল; তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে নির্ব্বাণ হইয়া গেল! আমি সেই রকের উপর বসিয়া পড়িলাম। সেই ব্রাহ্মণ আমার গতিক দেখিয়া একটু বিস্মিত ভাবে, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি প্রকৃত কথা না বলিয়া একটা বাজে ওজর করিলাম, কাজেই তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পুনরায়

গীতায় মনোনিবেশ করিলেন। আমি আমার মানসিক যাতনার নিদর্শন স্বরূপ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হৃদয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

আমি শূন্য মনে ভাবিতে ভাবিতে যাচ্চি, এমন সময় পাশের গলির মধ্য হইতে তাল গাছের ন্যায় ঢেঙ্গা, আল্কাতরার মতন কালো একটা স্ত্রীলোক মাথায় একটা বাক্সয়া নিয়ে, "চুড়ি মিশি মাজন নেবে গো" বলে হাঁক দিতে দিতে বেরুলো। এই অপরূপ রমণীরত্নের বিকট মুখকমল আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হইল; তার পর আমার স্মরণ হইল যে, এই রূপসীই মোহন লাল বক্সীর অবিদ্যা; নাম ফুলমণি, আমি বলরাম ঠাকুরের আখড়ায় দেখিয়াছিলাম। আমি ফুলমণিকে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা এখন অনেকটা কৃশ হইয়াছে। কাজেই একটু অধিক ঢেঙ্গা দেখাচ্চে, বাঁকারির ন্যায় হাত খানিতে আগেকার পিত্তলের বালার স্থান রূপোর বাতানা অধিকার করিয়াছে। লম্বা লম্বা আঙ্গুল গুলোতে মেদি পাতার রং শোভা পাচ্চে ও একখানি রংকরা কাপড় ফেরতা দিয়ে পরিয়াছে।

সহসা এই স্ত্রীলোককে দেখিয়া আমার মনে পূর্ব্ব কথা জাগরিত হইল; যদি ইহার দ্বারায় কোন সংবাদ পাই, এই আশয়ে আমি তাহাকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ফুলমণি আমার নিকটস্থ হইয়া একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ভাবে বোধ হইল যে, আমাকে চিনিতে পারিতেছে না; বিশেষ সে আমাকে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিল, এখন তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আমার বেশ ভূষা খুব বড়মানুষী ধরণের; পরিধের একখানি সূক্ষ্ম ধুতি, গায়ে উত্তম মসলিনের আলখাল্লা, তদুপর কালো মকমলের ফতুয়া, পায়ে এক জোড়া বুটো পাথর বসানো জরির জুতো আছে। কাজেই ফুলমণি অনেকটা অবাক্ হ'য়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে আমি কহিলাম, "ফুলমণি! আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না? আমি সেই হরকিশোর বাবুর পত্র লইয়া তোমাদের বাসায় গিয়াছিলাম।" আমার কথা শুনিয়া ফুলমণি আমাকে চিনিতে পারিল, কিন্তু মুখে কোন কথা না বলিয়া কেবল সেইরূপ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। আমি পুনরায় কহিলাম, "ফুলমণি তোমার কোন ভয় নাই, আমার দ্বারায়

তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। আমি তোমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য করিয়া তাহার উত্তর দাও—কোন কথা গোপন করিও না; আচ্ছা বল দেখি মোহন লাল বক্সী এখন কোথায়?" আমার কথা শুনিয়া ফুলমণি মাথার ঘাগরা নামাইয়া কহিল, "আর বাবু! সে বেয়োখায়াম ঘোঁচার কথা আর বলো না, বেটা আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে আমার হাতে খোলা দিয়াছে; এখন দিন পেয়ে পাঁচ বেটা জুটে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।"

আমি। দেশ ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে জান?

ফুল। শুনেছি তারা পিণ্ডির দলে মিশিবে।

আমি। পিণ্ডির দল কাকে বলে?

ফুল। পশ্চিমে খুব বড় একটা ডাকাতের দল আছে, তাদের পিণ্ডির দল বলে; তারা ঘোড়ায় চড়ে পাঁচ হাতিয়ার নিয়ে গাঁকে গাঁ লুট করে। তাদের দলে হিন্দু মুসলমান সব রকমের লোক আছে। অনেক রাজা লড়াই বাধ্‌লে তাদের টাকা খাইয়ে নিজের দলে নেয়, তাদের সকলেই ভয় করে; এই বাঙ্গলা দেশ হ'তে দিল্লী অবধি সকল জায়গায় তাদের ঘাঁটি আছে, চেতু খাঁ তাদের সর্দ্দারের নাম, তার সঙ্গে এদের কথাবার্ত্তা অনেক দিন হ'তে চ'লতেছিল; তার পর সব ঠিক্ ঠাক্ হওয়ায় তারা জন কয়েক গিয়ে দলে মিশেছে। এই বার এদের গোয়েন্দাগিরিতে তারা এদেশে ডাকাতি আরম্ভ ক'র্‌বে। বর্গির হাঙ্গামার মতন তাদের অত্যাচারও ভয়ানক; তারা সব লুটে নিয়ে শেষকালে গাঁ জালিয়ে দেয়।

আমি এই কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, মধ্য হিন্দুস্থানে পিণ্ডারি নামক যে বিখ্যাত দস্যুদল আছে, ফুলমণি তাহারই উল্লেখ করিতেছে; কিন্তু সে পাপাত্মাদের কি এতদূর অবধি গতিবিধি আছে, এদেশেরও বদমাইসরা কি তাহাদের সহিত মিশিয়া নিরীহ প্রজাদের সর্ব্বনাশ করে? দেশে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা রাজা থাক্‌তেও তাহাদের এতদূর প্রতাপ! যাই হোক এই ফুলমণির নিকট আরো দু' একটা সংবাদ লইতে হইবে। আমি মনে মনে এই স্থির করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বক্সীর সঙ্গে আর কে কে পিণ্ডির দলে মিশেছে?"

ফুল। তুমি বাবু যার চিঠি নিয়ে আমাদের ওখানে গিয়েছিলে, সেই হরকিশোর একজন পাকা বদমাইস; তার বাড়ীতে জোয়াখেলার আড্ডা ছিল,

আমাদের তিনি বড়মানুষের ছেলেদের লোভ দেখিয়ে ফাঁদে নিয়ে ফেল্‌তো ও তাদের কাছে যা থাক্‌তো সব যে কোন রকমে হউক নিতো। হরকিশোর বাবু আমাদের পোড়ার মুখোর একজন প্রধান মুরুব্বি, লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে বেশ সুখে ছিল, আজ প্রায় মাস আষ্টেক হ'লো বাবুর সব বিদ্যে বেরিয়ে পড়্‌লো; কাজেই বাবু এখান হ'তে সব ফেলে গা ভাসান দিয়ে ইজনে ডাকাতের দলে গোয়েন্দা হ'য়েছে।

আমি। হরকিশোর বাবুর কি বিদ্যে প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌লো, কিজন্য তিনি সব ফেলে দেশত্যাগী হ'লো, তার পরিবারেরা এখন কোথায়?

ফুল। আজ কাল বাবু মানুষকে চেনা ভার, হরকিশোর বাবু তার ভায়ের বৌকে বার ক'রে নাম ভাঁড়িয়ে এখানে এসে বাস করিতেছিল, সেই বৌয়ের ভায়েরা এতদিনের পর খুজে খুজে এসে ধরে, কাজেই বাবু প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল; শুন্‌লাম বাবুর নামে নাকি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল।

আমি। আচ্ছা তার একটী মেয়ে ছিল, তার কি হ'লো জান?

আমার কথা শুনিয়া ফুলমণি তাহার চোক মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবু, মেয়ে বটে, বাহাদুর মেয়ে! আমি অবধি তাকে কত বুঝুলুম, কত ভয় দেখালুম, কিন্তু কিছুতেই না ছাড়া হাঁ বলাতে পারলুম না। ঐ টুকুন মেয়ে—কথা শুনে আমি অবাক্ হ'য়ে ছিলুম! ছুঁড়ী নিজের জান খোয়াতে যায়, তবু রাজরাণীর মতন সুখে থাক্‌তে রাজি হলো না।" আমি যদিও ফুলমণির কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু মনের উৎকণ্ঠা ভয়ানক বৃদ্ধি হইল। কাজেই আমি নিতান্ত আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে মেয়েটির কি হইয়াছিল, তোমার সঙ্গে তার কোথায় দেখা হইয়াছিল?" ফুলমণি গলার স্বর একটু নরম করিয়া কহিল, "মনোহর সরকার নামে এক বেটা বড় মানুষের ছেলে আছে, আমাদের পোড়ারমুখো তাকে লোভ দেখায় যে, হরকিশোরের একটা সুন্দরী মেয়ে আছে, তাকে তোমার কায়দায় এনে দোবো; বোকা মনোহর বাবু এই কথা বিশ্বাস কোরে আজিমগঞ্জ থেকে দুজন লেঠেল আনে, তার পর এক দিন মেয়েটী গঙ্গাস্নান ক'রে আস্‌ছিল, এমন সময় সেই দুই বেটা লেঠেল মেয়েটিকে জোর কোরে ধরে নিয়ে নেকবিবি বোলে এক বেটী আছে, তার বাড়ীতে রাখে। আমি বজ্জী পোড়ারমুখোর কথায় মেয়েটাকে বশ কোরে দোবার জন্য গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।"

ফুলমণির কথা শুনিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, পাপিষ্ঠ মনোহর বাবু এইজন্যই আলি আখড়া হইতে দুইজন বদমাইসকে আনিয়াছিল, কাজেই নরাধম বক্সী ও মনোহর সরকারের উপর আমার ভয়ানক ক্রোধের উদয় হইল। আমি তখন মনের ক্রোধ মনে রাখিয়া, কথঞ্চিৎ প্রশান্তভাবে কহিলাম, "তার পর মেয়েটীর কি হইল ?"

ফুল। আমি তো বলেছি বাবু, মেয়েটা ত কিছুতেই বাগ মান্‌লে না; শেষকালে তার কপালক্রমে এক কাণ্ড উপস্থিত হইল।

আমি নিতান্ত বিস্ময়সহকারে কহিলাম, "কি কাণ্ড উপস্থিত হইল ?"

ফুলমণি। নেকবিবির একটা উপপতি ছিলো, সে বেটা একটা ডাকাতি মোকদ্দমায় ধরা পড়ে; সেই সময় কোতোয়ালির লোকজন নেক্‌বিবির বাড়ী খানাতাল্লাসী ক'ত্তে ঢোকে, তারা সেই মেয়েটীকে দেখিতে পায়, শুন্‌লাম, সেই লোকজনের মধ্যে তার মামা নাকি ছিল, সেই মেয়েটীকে নিয়ে গেছে।

আমি এই কথা শুনে মনে মনে ভাবতে লাগিলাম, কৈ কমলকুমারীর মামার কথা তো আমি একদিনের জন্য শুনি নাই; বিশেষ তিনি কি প্রকারে নেক্‌বিবির আস্তানায় আসিলেন। বোধ হয়, জগদম্বা কমলকুমারীকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত সময়ে পাঠাইয়া ছিলেন। যাহাহউক, কমল যে সেই সকল নীচাশয় পাপাত্মাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া মনে মনে নিতান্ত প্রীত হইলাম; এতদিনের পর আমার অন্তরের এক প্রধান চিন্তা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, যেখানে হোক, কমলকুমারী যে সুখে আছে, ইহাই যথেষ্ট, বোধ হয় সুসময় আসিলে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা। কমলকুমারীর বিপদোদ্ধারের কথা জ্ঞাত হইয়া আমার মন অনেকটা শান্ত হইল বটে, কিন্তু মনোহর ও পাপাত্মা বক্সীর উপর আমার বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার হইল। আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, যে কোন উপায়ে হউক, এই দুরাত্মাদের কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল দিতে সাধ্যমতে চেষ্টা কর্ব্বো।

আমি মনে মনে এই সব কথা ভাবছি, এমন সময় ফুলমণি যাইবার জন্য ঝাজরাটি মাথায় তুলিল; আমি তাহাকে বাধা দিয়া কহিলাম, "বলরাম ঠাকুর বলে যে লোকটা ছিল, সে এখন কোথায় ?"

ফুল। ঠাকুরের কোন খবর জানি নাই, প্রায় দু'মাস হলো কতকগুলো

বদ্‌মাইস লোক আকোচ্ করে, সেই উলুখড়ের আটচালায় আগুন ধরিয়ে দেয়; আমাদের ঘরও সেই সময় পুড়ে গিয়াছিল। তারপর বক্সী বেটা নেমোখারামি করে ফেলে পালিয়ে গেলে, আমি এখন নিজে দুঃখ করে খাচ্চি। আমি একবার তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে কহিলাম, "ফুলমণি! আগেকার অপেক্ষা তোমার যেন ঢঙ্ একটু বদ্‌লেচে, তুমি কি মুসলমান হয়েছে? আমার কথা শুনে ফুলমণি ঘাড় হেঁট করে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগলো, মুখে কোন উত্তর দিল না; কাজেই আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। আমি একটু পেড়াপিড়ি করিলে অবশেষে হাস্‌তে হাস্‌তে বলিল, "বাবু! মুসলমান আর হবো কি, বরং গরজে পড়ে বলরাম ঠাকুরের আখড়ায় হিন্দু হয়ে দিন কতক ছিলুম, তার পর যা ছিলুম, তাই হয়েচি।

পথিক এক মনে চলিতে চলিতে হঠাৎ পথে একটা কেউটা সাপ দেখিলে যেমন চমকিত হয়, ফুলমণির কথা শুনিয়া আমিও সেইরূপ চম্‌কে উঠে কহিলাম, "অ্যাঁ! তুমি মুসলমান, তাহলে বক্সী কে?" ফুলমণি সেইরূপ একটু মুচকে হেসে কহিল, "আজ্ঞে ও নেমোখারাম বেটাও তাই, কেবল বলরাম ঠাকুর কাজের সুবিধার জন্য আমাদের দু'জনাকে হিন্দু সাজালে।" যে আজীমোল্লা খুন হয়েছিলো, সে আমার চাচাতো ভাই। হরকিশোর বাবু আমাদের ভেতরকার খপর জান্‌তো, তোমাকে কেবল বলেনি।" আমি এই কথা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি জন্য বলরাম ঠাকুর তোমাদের হিন্দু সাজালেন, বক্সী লোকটা কে? কতদিন হলো, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েচে।" ফুলমণি ব্যস্তভাবে কহিল, "বাবু সে অনেক কথা, এখন বলবার সময় নয়; পোড়ার মুখোর গুণের কথা তিন দিন তিন রাত বল্লেও শেষ হয় না। আপনার যদি সব কথা শোন্‌বার সখ হয়, তা হলে সিয়ালদহগঞ্জে গুলজার বাড়ীওয়ালির বাড়ী খুঁজলে আমার সঙ্গে দেখা হবে; সেইখানে সব কথা বলবো।"

আমি ফুলমণির এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিলাম না; কারণ রাস্তার ধারে অধিক ক্ষণ একটা স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ হইতে পারে, বিশেষ আর অধিক ক্ষণ বিলম্ব করিতেও আমার ইচ্ছা নাই; কাজেই তাহার কথায় সম্মত হইলাম, ফুলমণি তাহার বাজরা মাথায়

নিরা মিহি স্বরে হাঁক দিতে দিতে অগ্রসর হইল; আমিও দাওয়ানজী মহাশয়ের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

### নীলমণি বসাক।

দাওয়ানজী মহাশয়ের বাটীতে আমি পরমসুখে বাস করিতে লাগিলাম বটে, কোন বিষয়ের বিন্দুমাত্র অপ্রতুল রহিল না সত্য, কিন্তু আমার মন কিছুতেই শান্ত হইল না; অন্তর রাত্র দিন রাবণের চিতার ন্যায় চিন্তানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; পার্থিব সুখভোগ রূপ শিশির-পাতে সে অনল নির্ব্বাপিত হইল না।

এই অনিত্য সংসারে সুখ যে কিরূপ বস্তু, তাহা আমি এক দিনের তরেও জানিতে পারিলাম না। যদি রসনার তৃপ্তিকর নানারূপ উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্যে উদর পূর্ণ করিলে, মহার্ঘ বসন ভূষণে সজ্জিত হইলে, দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলে সুখভোগের পরাকাষ্ঠা হয়, তা হ'লে দাওয়ানজী মহাশয়ের বাড়ীতে তো তাহার অভাব নাই; কর্ত্তা তো আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন ভৃত্যবর্গ তো আমাকে প্রভুর মতন জ্ঞান করে, তবু আমি যে দাওয়ানজী মহাশয়ের বাটীতে সুখে আছি, এ কথা বলিতে পারিতেছি না কেন? ফলতঃ মন সন্তোষের আনুগত্য স্বীকার না করিলে, শারদীয় আকাশের ন্যায় হৃদয় নির্ম্মল না হইলে, চিত্তকুসমে কোনরূপ চিন্তা কীট না থাকিলে তবে মানব সুখের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হয়। যেমন দুগ্ধের স্বাদ তক্রতে মেটে না, তেমনি আপাত-মধুর পরিণাম বিরস অনিত্য ভোগবিলাসে যথার্থ সুখ যে কি পদার্থ, তাহা উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব।

দাওয়ানজী মহাশয়ের বাটীতে আমার কোন বিষয়ের অভাব নাই, রাজপুত্রের ন্যায় পরম সুখে দিনপাত করিতেছি; কিন্তু তথাপি আমি অসুখী। অন্তরার্ণব রাত্রদিন চিন্তা পবনে উদ্বেলিত, প্রাণ একপ্রকার অভাবনীয় ভাবনায় বিব্রত। কমলকুমারী পাপাত্মাদের চাতুরীজাল ছিন্ন করে মুক্ত হইয়া তাহার

একজন আত্মীয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হওয়ায় আমার অন্তর অনেকটা শান্ত হইল সত্য, কিন্তু নিজের বিষয়ের চিন্তাই এখন আমার প্রবল হইল। আমি বেশ বুঝিয়া দেখিলাম যে, সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর কমলকুমারীর কথিত প্রেমানন্দ গিরি; তিনিই ছদ্মবেশী হরকিশোর বাবুকে আমার প্রতিপালনের ভার দিয়েছিলেন, সুতরাং তিনিই আমার সমস্ত বিষয় জানেন। আমি দাওয়ানজী মহাশয়ের আমলাদের মুখে শুনিয়াছি যে, কর্ত্তার গুরু আমার জন্য তাঁহাকে সুপারিস করিয়াছেন, আবার নবাব বাহাদুরও এক ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সেই মহাপুরুষই আমার জন্য দাওয়ানজী বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ও বিধর্ম্মী নবাব সাহেবকে নিজের অনন্যসাধারণ ক্ষমতার কোন পরিচয় দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন ত্রিকালজ্ঞ—ব্রহ্মচারী মহাশয়ের গুরু, তখন তিনি বড় সাধারণ ব্যক্তি নহেন, আমিও তাঁহার বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহার একটীও মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই; তিনি তো বলিয়াছেন, "আরো চারি বৎসর বিলম্ব আছে। বাইশ বৎসর বয়স না হইলে সে কার্য্য হইবে না।" এ কথার অর্থ কি? চারি বৎসর পর আমার কি হইবে? আবার বলিয়াছেন, "প্রভুর চরণে যখন ওর মস্তক বিক্রীত হইয়াছে, তখন ও কিছুতেই যথার্থ সংসারী হইতে পারিবে না।" এ কথারই বা অর্থ কি? আমি তো ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই দুটী কথা এখন আমার জপমালাস্বরূপ হইয়াছে। সকল সময়ে এই কথাই ভাবিতাম, সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী যতক্ষণ এ অধমকে স্বীয় শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় দিতেন, ততক্ষণ কেবল বিস্মৃত হইয়া থাকিতাম। এইজন্ত দাওয়ানজী মহাশয়ের এত আদর, এত যত্নেও মানসিক সুখে সুখী হইতে পারিলাম না। আমার এ প্রকার বিষণ্ণভাব দেখিয়া দাওয়ানজী মহাশয় দু একদিন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে আমার সাহসে কুলাইল না; কাজেই চুপ করিয়া থাকিলাম; তিনিও আর জেদ পেড়াপেড়ী করিলেন না।

এইরূপে তিন চারি দিন গত হইলে আমি একদিন কুলমণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলাম; কারণ হরকিশোর বাবুর সহিত তাদের যখন অতো খোলাখুলি ভাব, তখন সম্ভবতঃ তারও এ গুপ্ত বিষয় সকল জ্ঞাত আছে; যদি

তার নিকট হইতে কর্ত্তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়, কমলকুমারী তার ঔরসজাত কন্যা কি না জানিতে পারি, এই আশয়ে ফুলমণির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। আমি সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া সিরাজগঞ্জের দিকে যাত্রা করিলাম ও দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া গুলজার বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে ফুলমণি সে সময় বাড়ীতে ছিল, সুতরাং তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। ফুলমণি খুব সমাদরে একখানি মোড়া আমাকে বসিতে দিল ও নিজে একখানি খুরসি পিঁড়ার উপর বসিয়া আনুপূর্ব্বিক তাহার আত্মকাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিল। ফুলমণির প্রমুখাৎ সেই সকল ভয়ানক কথা শুনিয়া আমার চিত্ত বিস্ময় ও ক্রোধের যুগপৎ আক্রমণে আক্রান্ত হইল। এই মনুষ্য নীচ স্বার্থের অনুরোধে যে এতদূর কপটতা অবলম্বন করিতে পারে, চিত্তভূমি যে এত দূর নীরস ও কঠিন হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে কখন কল্পনায় ভাবি নাই; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মোহনলাল বক্সী জাতিতে মুসলমান, তাহার প্রকৃত নাম রহিমবক্স, ঢাকায় তার বাড়ী, ডাকাতি মামলায় ধরা পড়ে, তার পর জেল ভেঙ্গে পালিয়ে এই মুরশিদাবাদে বাস ক'চ্ছিল। বেটা বাংলা কথা ক'য়ে বাঙ্গালীদের সঙ্গে ঠিক মিশতে পার্ব্বেনা বোলে, হিন্দুস্থানী ঢঙ রেখেছিলো। ওঃ কি ভয়ানক কথা! বেটা কত হিন্দুর জাত মেরেছে!! আমিই তো বলরাম ঠাকুরের আখড়ায় এই ফুলমণির আনীত বাতাসা ও জল গ্রহণ করিয়াছিলাম। বেটা একজন পাকা প্রেমারা খেলোয়াড় ব'লে হরকিশোর বাবু জেনে শুনে দলে নিয়েছিলো; হরকিশোর বাবুর বাড়ী জোয়াখেলার একটা আড্ডা ছিল। সেইখানে বড় মানুষের ছেলেদের ভুলিয়ে এনে যে রকমে হোক সঙ্গে যা থাকতো, সব কেড়ে নিতো; বক্সী বেটা সেই কাজের দালাল ছিল। হতভাগ্য মনোহরকে এই বেটাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে খেলতে হবে ব'লে ডেকে আনে, তার পর যা যা ঘোটেছিল, তাতো আমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছিলাম। ফুলমণিকে বেটা দেশ থেকে নিয়ে আসে, কারণ তখন তার হাতে তিন চার হাজার টাকা ছিল; তার পর সর্ব্বস্ব নিয়ে এখন ফেলে পিণ্ডারি নামক বিখ্যাত দস্যুদলে মিশিয়াছে। হরকিশোরের বাড়ী যে বেটা খুন হ'য়েছিল, সেই আজিমোল্লা ফুলমণির সম্পর্কে ভাই হ'তো, কাজেই বক্সী তার মুরুব্বি হ'য়েছিল। সর্ব্বদা খুব গোপনে সাহায্য করিত; কিন্তু প্রকাশ্যে

কেহ কাহারও পরিচিত বলিয়া বোধ হইত না। পাপাত্মা নিজে যেমন মোহনলাল বক্‌সী নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তেমনি উল্লুক্ত বিবির নাম ফুলমণি রাখিয়াছিল।

আমি যদিও পাপাত্মা বক্‌সীর প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলাম, কিন্তু আমার আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। হরকিশোর বাবু প্রকৃত-পক্ষে লোকটা কে, তার নিবাস কোথায়, কমলকুমারী তাঁহার কন্যা কি না, এই সকল কথা জানিবার ইচ্ছা নিতান্ত প্রবল ছিল; কিন্তু ফুলমণি এই সকল কথার কোন সদুত্তর দিতে পারিল না, কারণ এই মুরশিদাবাদে তাহাদের সঙ্গে কর্ত্তার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বেকার কথা কিছুমাত্র জানে নাই। আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর বিনা কেহই আমার কৌতূহল তৃপ্তি করিতে পারিবেন না।

আমি আর অপেক্ষা করিলাম না; ফুলমণিকে দুটী টাকা পুরস্কারস্বরূপ দিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম ও যথাকালে দাওয়ানজী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

এইরূপে এক দিন, দুই দিন করিয়া ক্রমে কুড়ি দিন অতীত হইয়া গেল। আমি আমার চিরসহচরী চিন্তাকে লইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বাস করিতে লাগিলাম। আমার অদৃষ্ট মন্দ বলিয়া দাওয়ানজী বাহাদুরের এত আদর—এত যত্নে আমি পরম সুখে দিনপাত করিতে পারিলাম না।

একুশ দিনের দিন প্রাতঃকালে দাওয়ানজী বাহাদুর আমার ঘরে আসিয়া কহিলেন, "বৎস! কল্য মীর মহম্মদ নামক একজন সৈনিকপুরুষ কতকগুলি ফৌজ লইয়া নৌকাযোগে মুঙ্গেরে যাত্রা করিবে, তাহারা নবাব বাহাদুরের কোন কার্য্যের জন্য কলিকাতা হইয়া যাইবে; তোমাকে ইহাদের সঙ্গে যাইতে নবাব বাহাদুর আজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি স্থলপথে যাত্রা করিবেন। তুমি আপাততঃ নৌকাস্থ ফৌজদের রসদের হিসাব পত্র রাখিবে, তাহার পর মুঙ্গেরে পৌছিলে নবাব বাহাদুর তোমার জন্য বিশেষ বিবেচনা করিবেন। বৎস! তুমি মুঙ্গেরে পরম সুখে বাস করিবে; কারণ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সুবেদার তোমার মঙ্গলপ্রার্থী—তোমার উপকারের জন্য লালায়িত। আমি নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলাম, "আপনারই অনুগ্রহে আমার ন্যায় সামান্য লোককে নবাব বাহাদুর এত কৃপা করিতেছেন।" দাওয়ানজী আমার কথা শুনিয়া

হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "না বাপু, আমার দ্বারায় তোমার কোন বিশেষ উপকার হয় নাই; ইহার আরও একটু নিগূঢ় কারণ আছে। যে সময় সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার সুবেদার, সেই সময় আমার গুরুদেব মীরকাসিমের ভাগ্য গণনা করিয়া বলেন যে, চারি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে তুমি উপবিষ্ট হইবে। মীরকাসিমের সিংহাসন প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না; সেইজন্য তখন সে কথা তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। তার পর ঘটনা স্রোতে সেই অঘটন ঘটিলে পর, আমার গুরুদেবের উপর নবাব বাহাদুরের অচলা ভক্তি হয়; হিন্দুদের জ্যোতিষ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে নবাব বাহাদুর তোমার উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সুতরাং মুঙ্গেরে তোমার কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমার ব্যবহারোপযোগী কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া রাখিব, তুমি কল্য প্রভাতে দুর্গা বলিয়া যাত্রা কর; জগদম্বার কৃপায় তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হইবে।"

আমি দাওয়ানজী বাহাদুরের কথায় আর কোন প্রতিবাদ করিলাম না; তিনি আমার মৌনভাব দেখিয়া আমার সম্মতি বুঝিতে পারিলেন ও প্রসন্ন-চিত্তে সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পর দিন আমি মুঙ্গেরোদ্দেশে যাত্রা করিলাম, দাওয়ানজী মহাশয় আমাকে সঙ্গে করিয়া মীর মহম্মদের নিকট লইয়া গেলেন ও নবাবসাহেবের পরোয়ানা দেখাইলেন। মীর সাহেব অবনতমস্তকে নবাব বাহাদুরের অনুজ্ঞা প্রতি-পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দাওয়ানজী মহাশয় আমাকে সময়োচিত দুই একটী উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই মুসলমান ভদ্রলোকটির মুখখানি যেন আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল; যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল; কিন্তু ঠিক স্মরণ করিতে পারিলাম না; কেবল বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। মীর সাহেব আমার গতিক দেখিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, "কি হে, ভাল আছ ত? আমি তোমাকে সশরীরে পেয়ে নিতান্ত আন-ন্দিত হলুম। তুমি বড় বুদ্ধিমান্ ছোক্রা, আমি তোমার মুখের একটীমাত্র কথা শুনে তোমাকে ঠিক চিনে নিয়েছি। তুমি বেশ ভাল লোক, আমার সঙ্গে খুব সুখে থাক্‌বে।" আমি তাঁহার মুখে এরূপ অনুগ্রহসূচক মিষ্টবাক্য শুনিয়া নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলাম, "হুজুরের কৃপায় আমি কৃতার্থ হইলাম;

কিন্তু আর কোথায় যে হুজুরের সঙ্গে এ অধমের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ স্মরণ হইতেছে না।” মীর সাহেব আমার কথা শুনে হো হো ক’রে হাস্‌তে হাস্‌তে ব’ল্‌লেন, “অমন হুজুর হুজুর ক’রে চল্‌বে না, আমি ও সব তত পছন্দ করি না; দাওয়ানজী বাহাদুরের বাড়ী দিন কতক বাস ক’রে, তুমি আদব কায়দা দেখচি অনেকটা শিখেছ, মুসলমানমাত্রই যে একটু খোসামোদপ্রিয়, তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছো; কিন্তু আমাকে তুমি সেরূপ ভেবো না। আমাকে একজন তোমার বন্ধু ব’লে বোধ ক’রো; মুসলমান ভেবে ঘৃণা ক’রো না। তোমাকে একবারমাত্র দেখে, তোমার সহিত বন্ধুত্ব কর্ত্তে ইচ্ছা হ’য়েছে। তোমার কি স্মরণ হয় না যে, দিন নূতন নবাব বাহাদুরের মান্যের জন্য যে দিন সহর সুসজ্জিত হয়, সেইদিন রাস্তার ধারে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তুমি আমাকে এইরূপ উৎসবপ্রকাশের কারণ জিজ্ঞাসা কর ও শেষকালে বল যে, ইংরাজ আজ মীরজাফরকে সরাইয়া মীরকাসিমকে নবাব করিল; কাল হয় ত তাঁহাকে উঠাইয়া নিজেরা নবাব হইবে।”

মীর সাহেবের এই কথা শুনিয়াই আমার স্মরণ হইল যে, কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে যাইবার সময় পথিমধ্যে এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমার সেই প্রথম দর্শনে ইহার বিনয় সনম্র অমায়িক ভাব দেখিয়া ও ভদ্রতাসূচক মিষ্টবাক্য শুনিয়া ইহাকে একজন উদারহৃদয় ভদ্রলোক বলিয়া ধারণা হইয়াছিল; এখন আমার প্রতি এরূপ সদয়ভাব ও কৃপা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, মীর সাহেবের বিমল অন্তর যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার ও দয়া ধর্ম্মের নিকেতন। কণ্টকময় বৃক্ষে যেমন গোলাপ জন্মায়, ক্রূর সর্পের মস্তকে যেমন বহুমূল্য মণি থাকে, তেমনই তিনি সে সময়কার বিলাসপরায়ণ ইন্দ্রিয়ের দাস, ম্লেচ্ছকুলের যে গৌরবস্বরূপ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার সৌভাগ্যবশতঃ এইরূপ উদারহৃদয় মহাত্মার অধীনে কর্ম্ম পাইয়াছি; কিন্তু মনে একটু সন্দেহ হইল, বোধ হয় ও কথাটা বলা আমার ভাল হয় নাই। তাইতেই তিনি কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন, বোধ হয় আমাকে বিদ্রূপ করিয়াই কহিলেন, “আমি তোমার এক কথায় বুঝিয়াছি যে, তুমি বড় বুদ্ধিমান্ ছোক্‌রা।” যাইহোক্ মীরসাহেব যে একজন মহাশয় ব্যক্তি, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি মনে মনে এই সব কথা ভাবতেছি, এমন সময় মীর সাহেব সেইরূপ একটু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তুমি মনে ক'রো না যে, তোমার ও কথা শুনে আমি কোনরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, গতিক দেখিয়া বোধ হয় তোমার কথাই সত্য হইবে; কিন্তু আমাদের নবাব বাহাদুর উদ্যোগী পুরুষ, সিরাজউদ্দৌলা বা মীরজাফরের ন্যায় তিনি লঘুচেতা কাপুরুষ নন, তাঁর ন্যায় তেজস্বী বীরপুরুষই মসনদের উপযুক্ত পাত্র; তিনি চেষ্টা ও যত্ন দ্বারায় অসাধ্যসাধনে কৃতসংকল্প হ'য়েছেন, তার পর বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহা ঘটিবে।"

মীর সাহেবের কথা শুনিয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইলাম। আমার মনে যা সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি আমার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অকপটে আগাগোড়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া কহিলাম; শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও আমার উপর যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। ভাবে বোধ হইল যে, আমার কোন কথাই অবিশ্বাস করিলেন না; আমিও কথায় কথায় জানিতে পারিলাম যে, মীরসাহেব এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁর পিতা আলিবর্দ্দি খাঁর সময় প্রধান সেনাপতি ছিলেন, এক্ষণে তিনি পাঁচ শত হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক, সম্প্রতি নবাব বাহাদুরের দূতস্বরূপ হইয়া কলিকাতার ডিরেক্টারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন ও তাহার পর মুঙ্গের যাত্রা করিবেন; সঙ্গে কেবলমাত্র দুইশত সিপাহী যাইবে।

মীর সাহেবের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তির সহিত নূতন নূতন সহর দেখিব, এই আশায় আমার মন অনেকটা প্রফুল্লিত হইল। বেলা আন্দাজ একটার সময় আমরা গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ভৃত্যেরা আমাদের জিনিষ পত্র লইয়া আসিল; পাঁচ খানি প্রকাণ্ড নৌকায় ক্রমে ক্রমে দুইশত সেপাহী উঠিল। আর দুই খানি নৌকায় রসদ বোঝাই হইল, আমি ও মীর সাহেব তাহার মধ্যে একখানি নৌকায় উঠিলাম। বেলা আন্দাজ ৪টার সময় আমাদের নৌকা ছাড়িয়া দিল, যথারূপ দাঁড়ের শব্দ হইতে লাগিল ও ভাগীরথীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মন্থর গমনে আমাদের নৌকা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মীর সাহেব আমাকে একখানা খাতা দিয়া কহিলেন, "এই খাতায় প্রত্যহ

যে রসদ ব্যয় হইবে, তাহার হিসাব রাখিবে। ছয় জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ তোমার অধীনে কর্ম্ম করিবে, তাহারাই প্রত্যেক সৈন্যকে রসদ বিলি করিয়া দিবে ও তাহাদের মধ্যে একজন তোমার জন্য রসুই করিবে। আমি মীর সাহেবের নিকট এইরূপ আশাতীত অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম ও তাঁহার আদেশানুসারে কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। ফলতঃ যাহাতে আমার কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমাদের সাত খানি নৌকা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল; গঙ্গার ধারে বৃহৎ চড়া দেখিলে সেই খানে নৌকা লাগাইয়া সৈন্যদের রসুই হইত ও সকলে আহারাদি করিত। এইরূপে আট দিনের দিন প্রাতঃকালে আমাদের নৌকা কলিকাতায় উপস্থিত হইল।

মীর মহম্মদ সাহেব নবাব বাহাদুরের প্রদত্ত উপহার দ্রব্যাদি ও পরোয়ানা সহ ষোলজন মাত্র সেপাহী লইয়া সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। আমিও তাঁহার অনুমতি লইয়া সহর দেখিবার জন্য নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম। আমি এই অপরিচিত স্থানের পথ ঘাট জানি নাই, কাজেই অন্য দিকে না গিয়া গঙ্গার ধারের সোজা পথ ধরিয়া যাইতে লাগিলাম। সেই মুসলমান রাজত্বের অন্তিম সময়ে অত্যাচারে পীড়িত হইয়া অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ইংরাজদের শরণাপন্ন হইয়াছিল, অনেক ধনী মহাজন বড় বড় কুটী করিয়া নিরুদ্বেগে নিজেদের ব্যবসা চালাইতেছিল; কাজেই ইংরাজ [illegible] হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারি মুসলমান প্রভৃতি নানা রকম লোক আমা[illegible] পতিত হইতে লাগিল। সকলেই শশব্যস্ত ভাবে [illegible]নে যাইতেছে, কাহারও একটী কথা কহিবার অবকাশ [illegible] এই নগরীর জাঁকজমক ও লোক সংখ্যা দেখিয়া মনে মনে স্থির [illegible], অল্প দিনের মধ্যে ইহা অমরাবতীতে পরিণত হইবে ও সমগ্র [illegible] রাজধানী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইবে।

আমি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে রাস্তার দু'ধার [illegible] দেখিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখি যে, একজন লোক গঙ্গাস্নান [illegible] আর্দ্র বসনে যাইতেছেন। এই লোকটী আমার দৃষ্টিপথে পতিত [illegible] তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা নিতান্ত প্রবল হইল। কাজে[illegible] দ্রুত পদসঞ্চারে তাঁহার

নিকটস্থ হইয়া কহিলাম, "কেমন মহাশয়! আমাকে কি চিনিতে পারেন?" আমার কথা শুনিয়া সেই লোকটী খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর করিলেন, "না মহাশয়! আমি তো আপনাকে চিনিতে পারিলাম না, মহাশয়ের নিবাস কোথায়?" আমি তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিলাম, "আপনি তো রামসদয় বসাকের পৌত্র, আপনার নাম তো নীলমণি বসাক!" আমার কথা শুনিয়া তাঁহার মুখখানি ভয়ে শুকাইয়া গেল, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; কেবল ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলাম, "আপনার কোন ভয় নাই, আমার দ্বারায় মহাশয়ের উপকার ভিন্ন বিন্দুমাত্র অপকার হইবে না।" মুরশিদাবাদের রামেশ্বর ব্রহ্মচারীকে আমি গুরুর স্থায় জ্ঞান করি, মহাশয়ের স্থায় আমিও সেই মহাপুরুষের নিকট আপনার বিষয়ের সকল কথা শুনিয়াছি। আহা! পাপিষ্ঠদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া অসহনীয় কষ্টরাশি ভোগ করিয়াছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। মহাশয়ের সেই শোচনীয় অবস্থায় আমার সঙ্গে দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা আপনার আদৌ স্মরণ নাই। মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় রাজ্যে কেহ যে চিরকাল পাপ করিয়া পরিত্রাণ পায় না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো দেখিলেন? স্বার্থপর অর্থপিশাচদের পরিণাম প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। যাই হোক, আপনি যে পুনরায় স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, ইহাই কৃপাময়ের কৃপার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও আপনার ভাগ্যের সুধাময় ফল।

আমার কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তরের ত্রাস অপনীত হইয়া গেল! তিনি একটু লজ্জিতভাবে আমাকে কহিলেন, "মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিয়ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া স্বজাতি মনুষ্যের উপর এতদূর সন্দিগ্ধ হইয়াছি যে, আর আমার কাহাকেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; সেই জন্য প্রথমে মহাশয়ের কথায় আমার সন্দেহ হইয়াছিল। তজ্জন্য আমি মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি যে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা কহিলেন, তাঁহার চরণে আমার মস্তক বিক্রীত হইয়াছে; তাঁহার ঋণ এ জন্মে আমি কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিব না। তাঁহারই অনুকম্পায় আমার পতিপ্রাণা পত্নীকে পাইয়াছি ও এক দয়ার সাগর মহাত্মার আশ্রয়ে

পরম সুখে প্রতিপালিত হইতেছি। সেই পরম কারুণিক দেবপ্রতিম ব্রহ্মচারী মহাশয়কে, আপনি যখন গুরু বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন আমি আপনাকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিব। আমি বেশ বলিতে পারি যে, মহাশয়ের দ্বারায় আমার ন্যায় শোকতাপে পীড়িত হতভাগ্যের কখনই কোন অপকার হইবে না। যাইহোক, আপনি কি জন্য এই কলিকাতায় আসিয়াছেন, মহাশয়ের পূর্ব্ব নিবাস কোথায়? আমার আসিবার যাহা উদ্দেশ্য তাহা অকপটে বলিলাম বটে, কিন্তু পূর্ব্ব নিবাসের সব কথা একেবারে খুলে বলা যুক্তিযুক্ত বলে বোধ কল্লাম না; কেবল মুরশিদাবাদে দাওয়ানজী বাহাদুরের বাড়ী থাকিতাম। তিনি চাকরী করিয়া দিয়াছেন, এইমাত্র বলিলাম। নীলমণি বসাক আমার এই পরিচয় পাইয়া পূর্ব্বেকার অপেক্ষা সম্ভ্রমের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কহিলেন যে, একজন দয়ারসাগর মহাত্মার আশ্রয়ে আছেন, সেই মহাত্মা কে? নীলমণি বাবু কহিলেন, "সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার নাম গৌরদাস সেন। এই ঘোর কলিকালে তাঁহার ন্যায় দাতা এই ধরাধামে বিরল। তাঁহার নিকট অভাব জানাইয়া কেহ কখন রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসে নাই। তিনি শত শত দেনদারকে অর্থ দিয়া কারাগার হইতে রক্ষা করিয়াছেন; ক্ষুধার্ত্ত অতিথির জন্য তাঁহার ঠাকুর বাড়ীর দ্বার রাত্রদিন উন্মুক্ত আছে। এ ছাড়া আমার ন্যায় শত শত উপায়হীন ভদ্র সন্তানদের সম্মানের সহিত প্রতিপালন করিতেছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় একখানি পত্র এই মহাত্মার নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন, তার পর আমার মুখে আমার সমস্ত অবস্থা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও তাঁহার বাড়ীর পাশে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন, সেইখানে আমরা স্ত্রীপুরুষে বাস করিতেছি; সমস্ত খরচ পত্র তিনি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কলিতে দাতাকর্ণ সদৃশ সেই মহাত্মাকে যদি দেখিবার সাধ থাকে, তাহ'লে আমার সঙ্গে আসুন।" আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন ও স্নানাদি করিতে অনুরোধ করিলেন; অগত্যা আমি স্বীকৃত হইলাম। স্নানের পর তিনি সঙ্গে করিয়া ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া গেলেন; তথায় গিয়া দেখিলাম যে, দলে দলে লোক আহার করিতেছে, কেহ কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না; যে পাতা লইয়া বসিতেছে, সেই প্রসাদ পাইয়া আসিতেছে।

আমার এই ব্যাপার দেখিয়া মনে একটু আনন্দের উদয় হইল। মনে মনে স্থির করিলাম যে, এইরূপে ব্যয় করা অপেক্ষা এই সংসারে অসার অর্থের সদ্ব্যবহার আর কিছুই হইতে পারে না। যে মহাত্মা স্বার্থপরায়ণ না হইয়া প্রত্যহ ক্ষুধাতুরদের তৃপ্তির জন্য এইরূপ অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারই মানবজন্ম ধারণ করা সার্থক; মরণশীল জগতে তিনিই যথার্থ অমর। দীপ্ত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার যশঃপ্রভা চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে থাকিবে।

নীলমণি বাবুর অনুরোধ মত একজন ব্রাহ্মণ আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল ও স্বতন্ত্র একটী কক্ষে আমাকে একখানি কুশাসন পাতিয়া পাতা করিয়া দিল, আমি পরিতোষমত লক্ষ্মীনারায়ণজীউর নিরামিষ প্রসাদ উদর পুরিয়া আহার করিলাম।

আহারান্তে নীলমণি বাবুর বাসায় আসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বেলা আন্দাজ তিনটের সময় তিনি মহাত্মা গৌরদাস সেনের বাটীতে লইয়া গেলেন।

আমরা সদর দরজা পার হইয়াই কর্ত্তাকে দেখিতে পাইলাম; কারণ তিনি দেউড়ীর উপর বসিয়া কুঁড়োজালি জপ করিতেছেন ও আর একজন বৃদ্ধব্রাহ্মণ তাঁহার পাশে বসিয়া আছেন। আমরা উভয়ে অভিবাদন করিলাম; তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া আমাদের বসিতে বলিলেন ও আমাকে কিছু না বলিয়া আমার সঙ্গী নীলমণি বাবুকে কহিলেন, "বসাক মহাশয়! এ বাবুটী কে? নিশ্চয় কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে হবে; কি হ'য়েছে বল, যদি আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় কুলায়, তাহা হ'লে আমি তার প্রতিবিধানের চেষ্টা কোর্ব্বো।" আমি এই কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, বিপন্নের বিপদোদ্ধার করা এই মহাত্মার পুণ্যময় জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। আতপ-তাপে তাপিত ব্যক্তি যেমন ছায়ার দিকে ধাবিত হয়, তেমনি কোনরূপ বিপদে পড়িলেই সকলে এই বদান্যবর মহাত্মার শরণাপন্ন হইয়া থাকে; সেইজন্য তিনি বসাক মহাশয়কে ওরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই ঘোর কলি-কালে ম্লেচ্ছদের আধিপত্য সময়ে আত্মসুখপরায়ণ স্বার্থপর মনুষ্যকুলে দাতা-কর্ণবিশেষ মহাত্মা সেনজা যে দেবতাস্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই মহাত্মার কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে; কাজেই আমি নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলাম, "আমি বসাক

মহাশয়ের নিকট মহাশয়ের নাম শুনিয়া একবার দেখা করিতে আসিলাম; কারণ আপনার দর্শনেও পুণ্য আছে। এই পাপতাপময় সংসারে আপনি কখনই সামান্য ব্যক্তি নন, আমাদের চক্ষে আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ।" সেনজা মহাশয় আমার কথা শুনিয়া কহিলেন, "রাধে মাধব, বল কি বাপু! আমি অতি হীনজন, প্রভুর একজন সামান্য সেবকমাত্র; আমাকে অমন কথা বোলো না, ওতে আমার মনে গর্ব্বের উদয় হইতে পারে। আমি এ জীবনে এমন কোন কার্য্য করিনি যে, যার জন্য লোকে আমাকে সুখ্যাতি করিতে পারে।" আমি কহিলাম, "জগতে মহাত্মামাত্রেই মহাশয়ের ন্যায় বিনয়ী ও অমায়িক হইয়া থাকেন; কারণ বৃক্ষের যে শাখায় অধিক ফল জন্মায়, তাহা স্বভাবতঃ নমিত হইয়া পড়ে।"

সেনজা মহাশয় আমার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বসাক মহাশয়ের কাছে যাহা বলিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই বলিলাম। এই উদারস্বভাব মহাত্মার নিকট মিথ্যা কথা বলিতে আমি মনে মনে একটু কুণ্ঠিত হইলাম বটে, কিন্তু কি করি সত্য কথা বলিলে বসাক মহাশয় আমাকে একজন মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির করিবেন; কাজেই অকপটে সব সত্য কথা বলিতে পারিলাম না।

সেনজা মহাশয় আমার সহিত সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন; প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথাই উঠিল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমি বিদায় প্রার্থনা করিলাম; তিনি পুনরায় আসিতে অনুরোধ করিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। নীলমণি বসাক মহাশয় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

পথিমধ্যে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা হইল; তিনি কহিলেন যে, কল্পতরু বিশেষ মহাত্মা সেনজা আমাকে দুই হাজার টাকা মূলধন দিয়া একটা ব্যবসা করিয়া দিবেন। যদি কখন অবস্থার উন্নতি হয়, তাহা হইলে মহাশয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব। আমি কহিলাম, "মহাশয়! যখন আমাকে কৃপা করিয়া ভাই বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয় জানিবেন যে, যত কাল আমি বাঁচিব, আপনাকে দাদার ন্যায় জ্ঞান করিব। আপনার কথা আমার হৃদয়ে রাত্র দিন জাগরিত থাকিবে। আহা! এ সংসারে বোধ হয় আপনার ন্যায় কষ্ট কেহ কখন পাইয়াছে কি না সন্দেহ;

কিন্তু মনে ঠিক জান্‌বেন যে, পাপের যখন দণ্ড হয়েছে, তখন পুণ্যের পুরস্কার নিশ্চয়ই হইবে। আমার কথা শুনিয়া বসাক মহাশয় ছল ছল নেত্রে কহিলেন, "ভাই হরিদাস! বড় রাগে আমি হলধর সরকারকে খুন করেছি; তুমি যদি সব কথা শোন, তা হ'লে কখনই তোমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না; সাধ করে কি আমি খেপে গিয়েছিলুম? আমার ন্যায়—" আমি কথায় বাধা দিয়া কহিলাম, "আর সেই পুরাতন কথা মনে করিয়া সন্তাপিত হইবার আবশ্যক নাই; আমি সব কথা জানি, আমাকে আর অধিক পরিচয় দিতে হইবে না। জগদম্বার কৃপায় মহাশয় যে আরোগ্য হইয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। বিশেষ আপনি যখন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন, তখন এ জগতে নিশ্চয় সুখী হইবেন।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় আমরা নৌকার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; 'যদি থাকা হয়, তাহা হইলে কল্য সাক্ষাৎ করিব' এই কথা বসাক মহাশয়কে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি একটু বিষণ্নমুখে বাটীর দিকে চলিলেন; আমি লম্বা তক্তার উপর দিয়া নৌকাতে উঠিলাম।

আমি নৌকায় উঠিয়া দেখিলাম যে, সকলে শশব্যস্ত ভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, মীর সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, এখনই যাত্রা করিতে হইবে; আমি এই কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম ও কারণ জানিবার জন্য মীর সাহেবের নিকট গমন করিলাম; এ দিকে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

### আমার চাকরী।

আমি মীর সাহেবের কক্ষে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন। আমার পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; তিনি মুখে কিছু না বলিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি উপবিষ্ট হইয়া প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত শীঘ্র কি জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিবার অনুমতি দিলেন?" মীরকাসেম সেইরূপ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আর এখানে

অনর্থক কালহরণ করিবার আবশ্যক নাই; যে কার্য্যের জন্য আসিলাম, তাহার কিছুই হইল না—সম্ভবতঃ উপায়ান্তর না দেখিলে কিছু হবে বলিয়া বোধ হয় না।"

আমি। নবাব বাহাদুরের কি কার্য্যের জন্য আপনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন?

মীর। বাদশা সাহাজানের আমলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একখানি সনন্দ পায়; তাহার জোরে কোম্পানী সর্ব্বত্র বিনা মাশুলে মাল আমদানী রপ্তানী করিতেছিল। এখন প্রত্যেক ইংরাজ লাভের জন্য নিজেরা গোপনে ব্যবসা করিতেছে ও নবাবের মাশুল ফাঁকি দিবার জন্য কোম্পানীর নিশান তুলিয়া মাল লইয়া আসে। আমরা এ প্রকার জুয়াচুরী অনেক ধরিয়াছি। যাহাতে এ প্রকার গর্হিত কার্য্য না হয়, তাহারই প্রতিবিধানের জন্য নবাব বাহাদুর আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। আমি ডিরেক্টর সভায় নবাবের আবেদন পেশ করিলাম, কিন্তু সাহেবেরা সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল; আমাকে বলিল যে, ইংরাজেরা কখন মিথ্যা কথা কয় না, জুয়াচুরি আদৌ জানে না, ও সব এদেশবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি, সুতরাং নবাব বাহাদুরের ভ্রম হইয়া থাকিবে" যখন এরূপ উত্তর পাইলাম, তখন আর এখানে থাকিবার কোন আবশ্যক নাই; সেই জন্যই এই রাত্রেই রওনা হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা হলে এখন কি কর্ত্তব্য স্থির ক'রলেন?"

মীর। স্বয়ং নবাব বাহাদুর কর্ত্তব্য স্থির করিবেন; আমি মুঙ্গেরে গিয়া তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিব, তার পর তিনি যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। আমি সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র, আমার কোনরূপ স্বাধীনমত প্রকাশ করা উচিত নয়! নবাব বাহাদুরের আজ্ঞা অবিচার্য্যভাবে প্রতিপালন করাই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ফল কথা, গতিক কিছুতেই শুভফলপ্রদ নহে! ইংরাজেরা কিছুতেই নিজেদের স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে না; কারণ তাহা হইলে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এ দেশে আসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এদিকে মীরকাশিমের ন্যায় তেজস্বী নবাব কখনই নীরবে বিদেশী বণিক্‌দের এতো আধিপত্য সহ্য করিবেন না, সুতরাং একটা ভয়ানক যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দূরদর্শী নবাব বাহাদুর অনেকটা বুঝিতে পারিয়া বল বৃদ্ধির জন্য মুরশিদাবাদ হইতে

মুঙ্গেরে আসিলেন; আমাকে কেবল ডিরেক্টার সাহেবদের মন বুঝিবার জন্য দূত স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। আমি এখানে আসিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাতে যুদ্ধ অনিবার্য্য; জানি না বিজয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ আশ্রয় করিবেন।

মীর সাহেব নীরব হইলেন; আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না—মনে একটু উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলাম। কারণ নবাব বাহাদুরের বীরোচিত বাক্য শুনিয়া ও আমার প্রতি নিতান্ত সদয় ব্যবহার দেখিয়া তাহার উপর আমার আন্তরিক ভক্তি জন্মাইয়াছিল, পাছে তাহার কোনরূপ বিপদ হয়, এইজন্য একটু ভাবনা হইল। আমি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে মীর সাহেবের কক্ষ হইতে চলিয়া আসিলাম; তিনি পুনরায় গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে মাঝিরা অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া দিলে নৌকাগুলি গঙ্গাবক্ষ ভেদ করিয়া তীরগতিতে ছুটিতে লাগিল; আমি আসিয়া আমার স্থানে শয়ন করিলাম ও সকল কথা মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে নিদ্রাদেবী তাহার শান্তিময় কোলে আমাকে আশ্রয় দিলেন।

মীর সাহেবের যত্নে নৌকায় আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নাই, প্রত্যহ সৈন্যদের যে রসদ বিলি হইত, আমি তাহার হিসাব রাখিতাম; সকলেই আমাকে সম্মানের চক্ষে দেখিত, আমিও সকলের সহিত সদয় ব্যবহার করিতাম; এইরূপে চৌদ্দ দিনের দিন আমরা মুঙ্গেরে পৌঁছিলাম।

আমাদের নৌকাগুলি একেবারে দুর্গের ধারে নোঙ্গর করিল; একখানি লম্বা তক্তা পড়িল, তাহার উপর দিয়া আমরা সকলে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

আমরা দুর্গের মধ্যে গিয়া শুনিলাম যে, নবাব বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; আমি একটু বিস্মিত হইয়া মীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত শীঘ্র নবাব বাহাদুর কি করিয়া আসিলেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "নবাব বাহাদুর উটে করিয়া চারিদিনে মুঙ্গেরে পৌঁছিয়াছেন, চল অগ্রে আমরা নবাব সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসি।" আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম ও নবাব বাহাদুরের প্রাসাদের দিকে যাত্রা করিলাম।

দুর্গের ঠিক মধ্যস্থলে রাজবাটী অবস্থিত। সম্প্রতি নবাব বাহাদুরের আজ্ঞায় সমগ্র দুর্গ ও প্রাসাদের সম্পূর্ণরূপ জীর্ণসংস্কার হইয়াছে, কাজেই

নূতনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। আমরা প্রহরীর দ্বারায় সংবাদ পাঠাইয়া দ্বিতলের একটী সুসজ্জিত কক্ষে নবাব বাহাদুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম।

যথাবিধি কুর্ণিসের পর নবাব সাহেব আমাদের উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন ও আমাদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বিনীতভাবে তাঁহার সকল কথার যথাযথ উত্তর দিলাম। দুই একটা বাজে কথার পর নবাব সাহেব মীর মহম্মদকে কলিকাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আমার কাছে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, অবিকল তাহাই কহিলেন। মীরসাহেবের প্রমুখাৎ ইংরাজদের এরূপ উদ্ধত অবজ্ঞাসূচক উত্তর শুনিয়া নবাব বাহাদুর রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন, "ইংরাজেরা বাঙ্গলার সুবেদারকে মাটীর পুতুলের ন্যায় জ্ঞান করিতেছে; আমার অকর্ম্মণ্য শ্বশুর তাহাদের প্রশ্রয় দিয়া এতদূর দুর্ব্বিনীত করিয়াছে। তাহারা ধনলোভে মত্ত হইয়া ন্যায়ের সীমা ইচ্ছা করিয়া লঙ্ঘন করিতেছে। সহজে তারা কিছুতেই নিরস্ত হইবে না; তাহারা সামান্য বণিক্ হইয়া যখন দেশের শাসন কর্ত্তাকে অবমাননা করিতেছে, তখন তারা কখনই ক্ষমার পাত্র নয়। আমি আজ হ'তে তাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিব। সেইজন্য মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে আসিয়াছি। আপাততঃ তুমি ঘোষণা করিয়া দাও যে, আজ হইতে সকলেই বিনা মাশুলে বাণিজ্য করিতে পারিবে, আর কাহাকেও এক পয়সা মাশুল দিতে হইবে না। যদিও ইহাতে আমার কিঞ্চিৎ লোকসান হইবে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ হৃদয় ইংরাজদের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে বিফল হইবার সম্ভাবনা। আমি যখন ইংরাজদের এই অবৈধ অত্যাচার প্রতিবিধানে অক্ষম হইলাম, তখন আমার নিরীহ প্রজারা কিজন্য নির্যাতন সহ্য করিবে? তাহারাও বিনামাশুলে বাণিজ্য করুক, তাহা হইলে প্রতিযোগিতায় তাহারা পরাস্ত হইবে না। তুমি অদ্যই সহর মধ্যে আমার আজ্ঞা প্রচার করিয়া দাও ও প্রত্যেক ফৌজদারের নিকট পরোয়ানা পাঠাও, তাহারা যেন পত্রপাঠ তাহাদের অধীনস্থ জেলার মধ্যে মাশুল বন্ধ করিয়া দেয়।

মীর সাহেব "যে আজ্ঞে" বলিয়া তখনই সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। নবাব বাহাদুর নিজে আমার সঙ্গে আসিয়া আমার বাসের জন্য সেই প্রাসাদের নিম্নতলে একটী কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ও যাহাতে আমার আহা-

য়াদির বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দুই জন ভৃত্য কেবলমাত্র আমার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইল।

আমি পরম সুখে মুঙ্গেরের দুর্গে বাস করিতে লাগিলাম। নবাব বাহাদুর আমাকে একটু অধিক অনুগ্রহ করেন বলিয়া দুর্গস্থ সকলেই আমাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে; আমি বাহিরে আসিলে দুই ধার হইতে সেলামের ধুম পড়িয়া যায়। আমি দুর্গের চারিদিক বেড়াইয়া দেখিলাম যে, সকল স্থানেই ভাবী যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন হইতেছে; শিল্পীগণ রাত্রদিন পরিশ্রম করিয়া তলোয়ার বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে; প্রায় প্রত্যহই নূতন সৈন্য সৈনিকশ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইতেছে। দুর্গ অবরোধ হইলে পাছে ফৌজদের কষ্ট হয়, এইজন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্যে বড় বড় গুদাম পূর্ণ করা হইতেছে। গুলি গোলা ছোট ছোট পাহাড়ের ন্যায় শোভা পাইতেছে ও স্থানে স্থানে সৈন্যগণ পরস্পর কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া সমরের প্রথা ও শস্ত্র-চালনা শিক্ষা করিতেছে। ফলতঃ অশ্বের হ্রেষারব ও খুরধ্বনিতে বন্দুকের গড়্ গড়্ শব্দে, অসির ঝনঝনায় ও মনুষ্যের কোলাহলে সেই দুর্গটীকে অসংখ্য পক্ষীসমাকুল বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় বোধ হইত।

তখন আমার উপর কোন বিশেষ ভার অর্পিত হয় নাই। আমি কেবল এক এক বার নবাব বাহাদুরের দরবারে গিয়া বসিতাম। তাহার পর আহা-রাদি করিয়া দুর্গের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ক্রমে আমার সহিত প্রধান প্রধান সেনানীদের আলাপ হইল, তাহারা সকলেই আমার যথেষ্ট সম্মান করিতেন; দুই একজনের সহিত বেশ বন্ধুত্ব হইল। তাহাদের সহবাসে অনেকটা প্রফুল্ল ভাবে দিনপাত করিতে লাগিলাম, এইরূপে তিন মাস অতীত হইয়া গেল।

এখন শরৎকাল! ঈশ্বর পরায়ণ পরোপকারী মহাত্মাদের অন্তরের ন্যায়, আকাশ এখন নির্ম্মল ও নীরদ-পরিশূন্য, ক্ষেত্রচয় নয়নমন-মুগ্ধকর হরিৎবর্ণে শোভিত, ভাগীরথি পূর্ণ যৌবনে মাতোয়ারা ও প্রকৃতি দেবী বর্ষান্তে স্নাতা যুবতীর ন্যায় এক অভিনব সুষমায় পরিশোভিতা।

আজ পূর্ণিমা তিথি, কলানিধি আজ ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া আকাশপটে উদয় হইয়াছেন ও জগতে নিজের কিরণরূপ সুধা বিতরণ করিতেছেন। শোভার ভাণ্ডার, সৌন্দর্য্যের আধার সুধাকরের এই অপরূপ রূপ দেখিয়া কত

ভাবুকের অন্তর ভক্তিরসে উচ্ছ্বলিত হইতেছে, কত বিয়োগীর নির্ব্বাপিত অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, আবার কত অলীক আমোদ প্রিয় ব্যক্তি সংসারের সার স্বীয় প্রিয়তমাকে লইয়া প্রণয় সাগরে সন্তরণ দিতেছে।

আমি আমার কক্ষে বসিয়া উন্মুক্ত বাতায়ন পথে পূর্ণচন্দ্রের অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিতেছি। মনে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইতেছে; ঐহিক চিন্তা অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়াছে। এমন সময় একজন আরদালী আসিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, 'নবাব বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।' আমি একটু বিস্মিত হইয়া এমন অসময়ে ডাকি-বার কারণ সেই আরদালীকে জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু তাহার নিকট হইতে কোন সদুত্তর পাইলাম না। সুতরাং কাপড় চোপড় পরিয়া নবাব বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। আরদালী আমাকে নবাব বাহাদুরের কক্ষ দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল; আমি রীতিমত কুর্ণিস করিতে করিতে সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

আমি সেই কক্ষমধ্যে গিয়া দেখিলাম যে, জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় নবাব বাহাদুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর; তিনি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন ও তাঁহার হস্তে পত্রের ন্যায় এক খণ্ড কাগজ রহিয়াছে। আমার পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল ও আমাকে নিকটে বসিতে বলিয়া কহিলেন, "দেখ হরিদাস! তুমি নিতান্ত ধর্ম্মভীরু ও সুবোধ বলিয়া তোমাকে আমি আন্তরিক বিশ্বাস করিয়া থাকি; এখন তোমাকে তোমার উপযুক্ত একটী কর্ম্মের ভার দিব। ইংরাজদের নিকট হইতে এইমাত্র পত্র পাইয়া জ্ঞাত হইলাম যে, তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে; আমিও পূর্ব্ব হইতে তাহার উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছি। শীঘ্রই অযোধ্যার নবাব আমার সাহায্যের জন্য এক দল সৈন্য পাঠাইবেন; মুরশিদাবাদ হইতেও বাকী সৈন্য এই মুঙ্গেরে আসিবে। তোমাকে এই ভাণ্ডারের চাবি দিতেছি, তুমি এই সকল সৈন্যের রসদ বিলি করিয়া দিবে ও যাহা আবশ্যক হইবে, বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিবে। ফর্দ্দে তোমার দস্তখত থাকিলেই টাকা দেওয়া হইবে; তোমার অধীনের ভৃত্যগণ সকল কার্য্য করিবে—মুহুরীরা হিসাবপত্র রাখিবে; কেবল তুমি স্বচক্ষে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবে। অধিক দিন যুদ্ধ করিতে হইলে অগ্রে রসদের সুবন্দোবস্ত করা উচিত; লোভী লোকেদের হস্তে এই কার্য্যের

ভার থাকিলে অধিক অর্থ ব্যয় হয়, অথচ আসল কার্য্য তত দূর সুফলপ্রদ হয় না। সেই জন্য তোমাকে এই বিষয়ের অধ্যক্ষ করিলাম; যাহাতে সৈন্যদের কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র অভাব না হয়, তাহার তদ্বির করিবে ও অধীন ভৃত্যদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

নবাব বাহাদুর বিরত হইলে আমি মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম ও গুদামের চাবীগুলি লইয়া প্রস্থান করিলাম।

পর দিন হইতে আমি নবাব বাহাদুরের আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইলাম; মীরসাহেব সকল বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। ছয় সাত জন মুহুরী আমার অধীনে কার্য্য করিতে লাগিল; এ ছাড়া রসদ ওজন ও বিলি করিবার জন্য প্রায় চল্লিশ জন ভৃত্য নিযুক্ত হইল। পূর্ব্ব হইতে দুর্গস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সহিত আমার বেশ আলাপ হইয়াছিল; কাজেই আমার নিয়োগে কেহই অসন্তুষ্ট হইলেন না। আমি সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া অতি সাবধানের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলাম।

মাসখানেকের মধ্যে অযোধ্যার নবাবের প্রেরিত এক দল সৈন্য আমাদের দুর্গে আসিল ও তাহার দিন কয়েক পরে ভকতসিংহ নামক সেনানীর অধীনে আড়াই হাজার হিন্দু সৈন্য মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়া পৌছিল; কাজেই আমার কাজ ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল—রাত্রদিনের মধ্যে নিশ্বাস ফেলিবার সাবকাশ রহিল না। প্রত্যহ রাত্রি একটা অবধি কাছারী করিতে হইত; তার পর সমস্ত দিন সুবন্দোবস্তমত কার্য্য হইতেছে কি না, তাহা পরিদর্শন করিতাম। ফলতঃ এক আহারের সময় ব্যতীত আর আমার বিন্দুমাত্র অবকাশ রহিল না।

এখন সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দশ হাজার সৈন্য আমাদের দুর্গে সমবেত হইয়াছে। এই দশ হাজার লোকের আবশ্যকীয় প্রত্যেক দ্রব্য ও ঘোড়া উট বয়েলের খোরাক আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে বিলি হইতে লাগিল। আমি স্বয়ং বাজার হইতে যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তাহা ক্রয় করিয়া আনিতাম। অনেক ব্যবসাদার আমাকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইত, কিন্তু আমি সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া যাহাতে নবাব বাহাদুরের অর্থের অপব্যয় না হয়, অথচ বিশ্বস্ত সৈন্যেরা পরম সুখে থাকে প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতাম। অর্থসঞ্চয়ের আমার দিকে আদৌ স্পৃহা হইত না। আজকাল যদিও আমি সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকিতাম,

কিন্তু সেই দেবপ্রতিম সন্ন্যাসী মহাশয়ের রহস্যপূর্ণ বাক্যগুলি, প্রস্তরে অঙ্কিত রেখার ন্যায় আমার হৃদয়ে রাত্রি দিন জাগরুক ছিল; একটু অবসর পাইলেই সেই সব কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিতাম। বিশেষ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া আমার মনে বিলক্ষণ বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। চারি বৎসর পরে, আমার জীবনের যে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কোনরূপে এই চারি বৎসর গত করাই এখন আমার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় অনিত্য অর্থের উপর আমি যে মমতাশূন্য হইব, তাহার আর বিচিত্র কি? ফলতঃ আমি সম্পূর্ণরূপে সঞ্চয় পরাঙ্মুখ হইয়া, কেবল মাত্র কর্ত্তব্য বোধে, নবাব বাহাদুরের কার্য্যের সুবন্দোবস্তের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কাজেই অল্প দিনের মধ্যে সামান্য সেপাহী হইতে প্রধান সেনাপতি অবধি সকলেরই নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইলাম, সকলেই আমাকে আদর যত্ন করিত, কেহই আমার উপর রুষ্ট ছিল না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আরো এক বৎসর বিস্মৃতির অগাধ জলে গড়াইয়া পড়িল।

## চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

### আশা ফুরাইল।

এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ বিপুল বাহিনীর ভরণপোষণের জন্য বিপুল ব্যয় হইতে লাগিল। নবাব বাহাদুর সেই ব্যয় সঙ্কুলান করিবার আশয়ে তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক জমিদার ও রাজার নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, যাঁহারা দিতে অক্ষম হইলেন, তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া দুর্গ মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শুনিলাম যে, বারো লক্ষ টাকার জন্য কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সপুত্র বন্দী অবস্থায় এই মুঙ্গেরের দুর্গে আছেন।

আমি হরকিশোর বাবুর বাড়ী জাল কৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়াছিলাম। এখন আসল মহারাজকে দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলাম। সে সময় দুর্গ মধ্যে আমার প্রভূত ক্ষমতা, সকল সেপাহীই আমার বিশেষ অনুগত, কাজেই

অনায়াসেই আমার ইচ্ছা ফলে পরিণত হইল। যদিও সুদারুণ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মহারাজ অনেকটা মলিন ও কৃশ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি বসন্ত কালের সূর্য্যসম বিভূতি আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়, তাঁহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য রাশি অনতিপ্রভায় প্রভাবিত রহিয়াছে। আমি মহারাজের জ্ঞানগর্ব্বিত স্নিগ্ধোজ্জল আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগল, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, অজানুলম্বিত বাহু প্রভৃতি সুলক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে একজন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ বলিয়া আমার বোধ হইল।

আমি সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া মহারাজকে অভিবাদন করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া হাসি হাসি মুখে যেন পরিচিতের ন্যায় বসিতে অনুমতি করিলেন; আমি রাজা বাহাদুরের ব্যবহার দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। তিনি প্রথমে আমার নাম ও পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কলিকাতায় বাবু নীলমণি বসাককে যেরূপ বলিয়াছিলাম, রাজা বাহাদুরের নিকট অবিকল তাহাই বলিলাম। রাজা বাহাদুর সেইরূপ সহাস্য আস্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামেশ্বর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত তোমার কতদিন আলাপ হইয়াছে।" আমি রাজা বাহাদুরের এই প্রশ্ন শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। কারণ আমি যে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পরিচিত, তাহা ইনি কিরূপে জানিলেন? আমিও তো তাহা প্রকাশ করিয়া বলি নাই, বোধ হয় আমার সম্বন্ধের আরো সব কথা জানেন। আমি গোপন করিয়া ভাল করি নাই, হয়তো আমার উত্তর শুনিয়া মনে মনে হাসিতেছেন। আমি এই সব কথা মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কাজেই রাজা বাহাদুরের প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।—আমাকে নীরব দেখিয়া রাজা বাহাদুর সেইরূপ হাসি হাসি মুখে কহিলেন, "আমি সেই ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে অনেক দিন হইতে জানি ও অন্তরের সহিত ভক্তি করিয়া থাকি। আমি এই বিপদে পড়িয়া মনে মনে তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছিলাম, তিনি স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই! তুমি এই বিপদ হইতে রক্ষা হইবে, এই দুর্গে হরিদাস নামক একটী যুবক বাস করিতেছে, যে দিন তাহার কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইবে, সেই দিন তোমারও এ বন্দী অবস্থা থাকিবে না, সেইজন্য প্রথমে তোমাকে দেখিয়া একটু হাসিয়াছিলাম। তুমি যখন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ন্যায় মহাত্মার

কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছ, তখন তোমার ন্যায় ভাগ্যবান্ পুরুষ এই অবনীতলে খুব বিরল। আমাদের দুই জনের মনের আশা এক দিনেই পূর্ণ হইবে; কাজেই আমাদের পরস্পর বন্ধুত্ব হওয়া আবশ্যক।

দেবপ্রতিম ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতার এই নূতন পরিচয় পাইয়া আমার চিত্তভূমি সন্তোষ ও বিস্ময়ের যুগপৎ আক্রমণে আক্রান্ত হইল। আমি অতি বিনীত ভাবে রাজা বাহাদুরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অনন্যসাধারণ গুণগ্রামের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলাম। ফলতঃ প্রথমে যে সূত্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল, কেবল সেই কথাটি গোপন করিয়া আর সকল কথা রাজা বাহাদুরের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলাম ও তাঁহার ন্যায় পুরুষ-সিংহের ওরূপ বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিলাম। ভাবে বোধ হইল যে, মহারাজ আমার সহিত আলাপ করিয়া মনে মনে প্রীত হইলেন। আমিও মহারাজের মিষ্ট বচন ও আন্তরিক ভাব দেখিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলাম।

আমি সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম; অবসর পাইলেই প্রায় রাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। এক দিন কথায় কথায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ! প্রথম দিনেই আপনি আমাকে কহিয়াছিলেন যে, যে দিন তোমার কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইবে, সেই দিন আমিও এই বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিব।" এ কথার মানে কি? আপনি সেই দিন এই কারা-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, আমি এ কথা বেশ বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু আমার কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইবে, এ কথার অর্থ কি? রাজা বাহাদুর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এ কথার অর্থ আর কিছুই নয়, বোধ হয় সেই দিন হইতে তুমি কর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে; বহু জন্মের সুকৃতি না হইলে জীবের তেমন সুসময় উপস্থিত হয় না।"

আমি রাজা বাহাদুরের কথার ঠিক অর্থ বুঝিতে পারিলাম না; কাজেই ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মহারাজ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "বৎস! তুমি অকপটে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের যেরূপ সুখ্যাতি করিলে তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে যে, সেই মহাত্মার উপর তোমার অচলা ভক্তি জন্মিয়াছে; তুমি

যখন সেই মহাপুরুষকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান কর, তখন অবিচলিতচিত্তে তাঁহারই আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া চল; তাহা হইলে পরিণামে তুমি অনন্তসুখের অধিকারী হইবে। ব্রহ্মচারী মহাশয় বড় সাধারণ ব্যক্তি নন। এই পাপতাপ-ময় সংসারে উহাঁরাই আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রতিরূপ। তুমি উপযুক্ত ব্যক্তিকে গুরু নিরূপণ করিয়াছ। আমি তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সেই মহাপুরুষ তোমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন, তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। বোধ হয় আর অধিক বিলম্ব নাই, অল্প দিনের মধ্যে তুমি সকল কথা জানিতে পারিবে ও তোমার মনের কৌতূহল তৃপ্ত হইবে। আমি মহারাজকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, সে দিনকার মত বিদায়গ্রহণ করিলাম ও আহারাদির পর নিজের কক্ষে শয়ন করিয়া এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে যে রকম ভাবের কথা বলেছিলেন, রাজা বাহাদুর ঠিক সেই রকমের কথাই বল্লেন; কেহ আর পরিষ্কার করিয়া কিছু বল্লেন না, দুজনে এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু সেই সময় আসিতে যে আরো আড়াই বৎসর বাকী আছে, তাহা আমি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম; কারণ সেই তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী কালীবাড়ীতে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বলেছিলেন যে, আরো চারি বৎসর বাকী আছে। এই চারি বৎসর সংসার মধ্যে অবস্থান করুক, তাহার পর আমি আসিয়া সাক্ষাৎ করিব। তাহা হইলে এই আড়াই বৎসর পরে আমার জীবনের যাহা হউক একটা নূতন কাণ্ড ত ঘটিবে। সেই সময় আমার মনের সমস্ত সন্দেহ নিশ্চয় মিটিবে। সুতরাং এখন আর উৎকণ্ঠিত হইবার আবশ্যক নাই; কোনরূপে এই সময়টা অতিবাহিত করাই কর্ত্তব্য।

আমি এই মনে করিয়া অনেকটা প্রফুল্লিত ভাবে ও উৎসাহের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। অবসর পাইলেই রাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম ও তাঁহার সহিত সদালাপে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। এইরূপে মুঙ্গেরের দুর্গে আমার প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল, সুচতুর ইংরাজেরা দূত দ্বারায় সংবাদ দিয়াছে যে, বিলাতে কোর্ট অফ কণ্ট্রোলর নামে যে সভা আছে, সেই সভায় আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা জানাইয়াছি; সুতরাং যত দিন না সেই সভা হইতে স্পষ্ট উত্তর আসে, ততদিন

কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইবে না। মুখে এইরূপ ওজর করিয়া গোপনে উভয় পক্ষই যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিতেছে।

নবাব মীর কাসিম, স্বভাবতঃ সুশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের বিপুল ব্যয় সংকুলানের জন্য, তিনি ধনী রাজা ও জমিদারদের নিপীড়িত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এমন কি দেশের কোন ধনী মহাজন অবধি পরিত্রাণ পান নাই! সকলকেই নগদ টাকা, ছোলা গম ইত্যাদি শস্য দিয়া সে যাত্রা নবাবের কোপ হইতে রক্ষা পাইতে হইয়াছিল। ফল কথা চারি দিক্ হইতে যেমন টাকার আমদানী হইতে লাগিল, আবার তেমনই এই দশ হাজার ফৌজের বেতন ও রসদ বাবদে হুহু করিয়া খরচ হইতে লাগিল; আমি সাধ্যমত সুবন্দোবস্তের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলাম।

এক দিন মধ্যাহ্নকালে আহারাদির পর নিজের কক্ষে শয়ন করিয়া আছি, অন্তর সাগরে নানারূপ চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "একজন অপরিচিত ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।" আমি তখনই সেই অপরিচিত ভদ্রলোককে আমার নিকটে আনিতে অনুমতি দিলাম। ভৃত্য যে আজ্ঞে বলিয়া প্রস্থান করিল ও তাহার অল্পক্ষণ পরে বাঙ্গালীর ন্যায় কাপড় চোপড় পরিয়া একজন ভদ্রলোক আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই ভদ্র লোকটীকে দেখিবামাত্র আমি চিনিতে পারিলাম বটে, কিন্তু সহসা কোন কথা বলিতে পারিলাম না। কারণ পূর্ব্বে আমি ইঁহাকে যেরূপ বেশ ভূষায় দেখিয়াছি, এখন সে বেশ নাই; কাজেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আগন্তুক ভদ্রলোকটী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "হরিদাস বাবু কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, আমাকে কোথায় দেখিয়াছেন কি না? আমি তাঁহাকে সম্মান পুরঃসর উপবেশন করিতে বলিলাম ও আর একবার তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলাম, "আপনার নাম নয় লছমীপ্রসাদ? কিন্তু তখন ত অনেকটা হিন্দুস্থানীর সাজে আপনাকে দেখিয়াছিলাম; আপনি সেই বিপদের সময় আমায় যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য—" আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি কহিলেন, "যা'ক্, সে কথার আর উল্লেখ

করিবার প্রয়োজন নাই। এখন এই মাত্র জানুন যে, যাঁহাকে লছমীপ্রসাদ বলিয়া জানিতেন, তাঁর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী; তাঁর বাড়ী ত্রিহুতে নয়, নবদ্বীপের সন্নিকট মায়াপুর গ্রামে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রায় দশ বৎসর আমি এইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলাম।”

আমি এই কথা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম ও কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার ন্যায় ধর্ম্মভীরু সদাশয় ব্যক্তি কি জন্য এরূপ কপটতা অবলম্বন করিয়াছিল? সচরাচর ঘোরতর অপরাধী পাপাত্মারা ধরা পড়িবার ভয়ে এই প্রকার আত্মগোপন করিয়া থাকে; আপনি নির্দ্দোষী হইয়া কেন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন?”

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু এক গাল হাসিয়া কহিলেন, আবশ্যক হইলে সকলকেই ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়; স্বয়ং ভগবান্ ভীমার্জ্জুনকে লইয়া ছদ্মবেশে জরাসন্ধ-পুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তুমি আমার নিকট আগাগোড়া সমস্ত কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবে যে, আমি কি জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, নবদ্বীপের সন্নিকট মায়াপুরে আমার নিবাস; নাম লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী। অল্প বয়সে আমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল ও আমার এক খুল্লপিতামহ অভিভাবক স্বরূপ হইয়া আমাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। আমার কোন সহোদর ছিল না, কেবল নাগিনী স্বরূপা এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিল; তার নাম ভবতারিণী দেবী। আমাদের স্বগ্রামে চন্দ্রকান্ত আচার্য্য নামক এক জন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত ঐ ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল।

বিবাহের এক বৎসর পরেই পাপীয়সী বিধবা হয় ও কখন শ্বশুরালয়, কখন বা আমাদের বাড়ী বাস করিতে আরম্ভ করে। ঐ সময় আমার খুল্ল পিতামহ মহাশয় প্রবল গ্রহনী রোগাক্রান্ত হন। আমার খুল্ল পিতামহের নাম রাম-লোচন চক্রবর্তী, নদীয়ার ফৌজদার তাঁহার গুণগ্রামে মোহিত হইয়া বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দান করিয়া ঐ গ্রহনী রোগেই লোকান্তরে গমন করেন। আমি সেই সময়ে বালক থাকায় সেই দানপত্রখানি আমার ঐ কালনাগিণী ভগ্নীর কাছে ছিল। কিছু দিন পরে অর্থাৎ আজ প্রায় আঠারো বৎসর গত হইল, আমার ঐ পাপীষ্ঠা জেষ্ঠ্যা ভগ্নী তাহার ভাসুরের সহিত সেই দানপত্রখানি ও

আর আর আবশুকীয় দলিল সকল ও টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করে। নবীয়ার নূতন ফৌজদারকে ৺রামলোচন চক্রবর্তীর দানপত্র দেখাইতে না পারায়, সেই সকল ভূসম্পত্তি খাস করিয়া লেন ও বলেন যে, যদি কখন তোমার দারা সাব্যস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার সমস্ত সম্পত্তি সায় মুনফা ফিরাইয়া দিব। আমি আর কোন উপায়ন্তর না দেখিয়া পাপীষ্ঠার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি পাপীষ্ঠার দাসীদের প্রমুখাৎ অনেকটা আঁচে শুনিয়াছিলাম যে, মুরশিদাবাদে যাইবার পরামর্শ হইয়াছিল। কারণ তথাকার অনেক বদমাইসদের সঙ্গে সেই পাপাত্মার জানা শুনা আছে। কাজেই আমি মুরশিদাবাদে আসিলাম ও সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিলাম। খাঁটী হিন্দুস্থানী হইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বলিয়া ত্রিহুতবাসী হইলাম। আমি বেশ জানি, সেই নরাধমের নিশ্চয় বদমাইসদের সঙ্গে সংস্রব থাকিবে। বদমাইসদের নিকট সন্ধান করিলে শীঘ্র ধরিতে পারিব, এই আশা করিয়া কোতোয়ালিতে দারোগাগিরি চাকরী গ্রহণ করিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ কাজিজেহান কাদের বাহাদুরের সুনজরে পড়িলাম, তিনি অল্প দিনের মধ্যে আমাকে হারুজখানার অধ্যক্ষের পদে উন্নীত করিয়া দিলেন। এইরূপে প্রায় আট বৎসরের পর আমার উদ্দেশ্য একপ্রকার সিদ্ধ হইল। কাজেই এখন লছমীপ্রসাদ নাম ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ হইয়াছি আমি এই সকল কথা শুনিয়া নিতান্ত সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আপনার ভগ্নীর সেই নরপ্রেত সদৃশ ভাসুরের নাম কি ?" লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "সেই নরাধমের প্রকৃত নাম জহরলাল আচার্য্য, মুরশিদাবাদে এসে হরকিশোর আগরওয়ালা এই কাল্পনিক নাম গ্রহণ করিয়াছিল ; সেই জন্য ধরা পড়্‌তে এত বিলম্ব হইল।"

আমার মনের সন্দেহটুকুন জহরলাল নাম শুনিয়াই মিটিয়াছিল ; কারণ সন্ন্যাসী ঠাকুরের মুখে ঐ নাম শুনিয়াছিলাম, তাহার উপর লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু স্পষ্ট হরকিশোর আগরওয়ালা যে সেই লোক, তাহা কহিলেন ; কাজেই আমি সকল কথা বুঝিতে পারিলাম—অনেক দিন হইতে আমার অন্তরে যে ঘোর সন্দেহের ছায়া নিপতিত হইয়াছিল, তাহা আজ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়া গেল ! ছদ্মবেশধারী হরকিশোর যে, স্বীয় ভ্রাতৃবধূকে লইয়া দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, তাহা আমি অনেক দিন হইতে জানিতে পারি-

য়াছিলাম ; কিন্তু সেই হরকিশোর যে জহরলাল আশ্চর্য্য, গিন্নীর নাম যে ভবতারিণী ও লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর ভগিনী, তাহা আমি জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। ফুলমণি আমাকে কহিয়াছিল যে, কমলকুমারীকে তাহার মামা লইয়া গিয়াছে ; তাহা হইলে বোধ হয় ইনিই তাহার রক্ষাকর্ত্তা। আজ নিশ্চয় এই ভদ্রলোকটির নিকট কমলকুমারীর প্রকৃত পরিচয় ও কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইব। আমি মনে মনে এই স্থির করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "তার পর কিরূপে মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ?"

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু কহিলেন, "প্রায় চারি বৎসর হইল, আজিমগঞ্জে ইংরাজদের অনুগত এক ব্যক্তির বাড়ী ডাকাতী হইয়াছিল ; কুঠির অধ্যক্ষ সাহেব ডাকাত ধরিবার জন্য নবাব বাহাদুরকে পত্র লেখেন, কাজেই খুব তদারক আরম্ভ হয় ও শেষকালে ডাকাত ধরা পড়ে। নেকবিবি ব'লে সেই ডাকাতের একটা বেশ্যা ছিল, কোতোয়ালির লোক জন তার বাড়ী খানা-তল্লাসী করিতে যায়, আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম ; সেই নেকবিবির বাড়ীতে ঐ নরাধমের কন্যা আবদ্ধ ছিল। আমি যদিও তাহাকে খুব শৈশবকালে দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। তোমাকেও প্রথমে দেখিয়া আমার মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল ; কিন্তু তখন তত দূর বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই কন্যাটির মুখে সব কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, হরকিশোর পাপাত্মা জহরলালের জাল নাম ! আমি কোতোয়ালির লোক জন লইয়া সেই জঘন্য পল্লির মধ্যে পাপাত্মার আবাসস্থানে গিয়াছিলাম ; কিন্তু নরাধম ইতিপূর্ব্বে কোন গতিকে সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিয়াছিল, কাজেই ধরিতে পারিলাম না।"

আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের ভগিনীর কি হইল ?"

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু উত্তর করিলেন, "পাপিয়সী আমার আগমন সংবাদ পাইয়া দুই ছত্রে একখানি পত্র শয্যার উপর রাখিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে। আমি সেই কক্ষে গিয়া দেখিলাম যে, তখন পাপিনীর পাপ প্রাণ বহির্গত হয় নাই—আমি অনেক শুশ্রূষা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না ; অল্পক্ষণ পরেই মহানিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িল ! শয্যার উপর যে পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইলাম

যে, আমার আবশ্যকীয় দলিলাদি ও দানপত্র লোহার সিন্দুকের মধ্যে আছে। আমি অনতিবিলম্বে সিন্দুকের মধ্য হইতে আমার প্রয়োজনীয় দলিলাদি পাইলাম; ঘরের তৈজসপত্র সরকারে জমা হইল, পাপিনীর মৃতদেহ দুই জন ডোমে লইয়া গেল। আমি কাজী বাহাদুরের আজ্ঞা লইয়া সেই পুরাতন বাড়ীটা ভূমিসাৎ করিয়া দিলাম ও কিছু দিন পর চাকরীতে এস্তোফা দিয়া কমলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া দেশে আসিলাম।"

আমি গিন্নীর ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম; কারণ তাঁহার চরিত্র যেমনই হউক না কেন, তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় যত্ন করিতেন,—বাল্যকালে তাঁহাকেই মা বলিয়া জানিতাম। আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা হ'লে মহাশয়! কমলকুমারী কি জহরলালের ঔরসজাত কন্যা?"

লক্ষ্মী। হাঁ—কমলকুমারী ঐ পাপাত্মার কন্যা বটে; কমলের দেড় বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, কাজেই পাপিনী নিজের কন্যার ন্যায় লালনপালন করিত। তাহার এক বৎসর পর পাপাত্মা জহরলালের পিতার গুরু তোমাকে আনিয়া নরাধমের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন ও তোমার ভরণপোষণের জন্য এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। এই ঘটনার বৎসরখানেক পরে কলঙ্ক দেশময় প্রচার হওয়ায় তোমাকে ও কমলকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। আমি কমলকে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীতে আনি; কারণ তার পৈতৃক ভিটা এক প্রকার জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কমল আমার বাড়ীতে বাস করিতেছিল, সম্প্রতি তোমার সহিত এক বার সাক্ষাৎ করাইবার জন্য আমি সঙ্গে করিয়া এই মুঙ্গেরে আনিয়াছি। যদি তোমার কমলকুমারীকে দেখিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে আইস; কমল আর অধিক দিন এই পাপতাপময় সংসারে থাকিবে না!

আমি এই কথা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম; আমার যেন হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। আমি নিতান্ত আগ্রহের সহিত কহিলাম, "কমলকুমারীর কি কোন পীড়া হইয়াছে?"

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু কহিলেন, "কমল পীড়িতা কি সুস্থা, তাহা তুমি দেখিলেই জানিতে পারিবে ও তাহার প্রমুখাৎ সকল কথা শুনিতে পাইবে। তাহা হইলে কখন তোমার যাইবার অবসর হইবে?"

আমি কহিলাম, "আমি এখনই মহাশয়ের সহিত যাইতে প্রস্তুত আছি; যেহেতু আর আমার বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।" তিনি একটু হাসিয়া আমার কথায় সম্মত হইলেন; আমি আমার সহকারীদের সময়োচিত কাজকর্মের উপদেশ দিয়া কাপড়চোপড় পরিলাম ও তাঁহার সঙ্গে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া কমলকুমারীকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর কথা শুনিয়া আমার মনে একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, না জানি কমলকে আজ কিরূপ অবস্থায় দেখিব? এই প্রায় চারি বৎসর মনে মনে যাহার কথা ভাবিতাম, আলি আখড়ায় মনোহর বাবুর চক্রান্ত জাত হইয়া যার জন্য কাতর হইয়াছিলাম, যার মোহিনীমূর্ত্তি আমার হৃদয়ফলকে রাত্রদিন অঙ্কিত রহিয়াছে, সেই কমলকুমারীকে আজ এত দিনের পর দেখিতে পাইব! কাজেই অন্তরে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব হইল বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা একেবারে তিরোহিত হইল না। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু যেরূপ ভাবের কথা বলিলেন, তাহাতে কমলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এত দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তখন অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবার সম্ভাবনা।

আমি এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর সহিত যাইতে লাগিলাম ও প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলেন ও পাশের একটা কক্ষ দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, ঐ কক্ষে কমলকুমারী শয়ন করিয়া আছে, তুমি ঐ খানে গিয়া সাক্ষাৎ কর।" আমি তাঁহার নির্দেশানুসারে সেই দিকে গমন করিলাম, তিনিও পুনরায় নীচে নামিয়া গেলেন।

আমি সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম যে, একখানি খাটিয়ার উপর কমলকুমারী শয়ন করিয়া আছে; তাহার সেই পূর্ব্বেকার লাবণ্যের আর নামমাত্র নাই! সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে ও সুকুমার দেহ যষ্টিপ্রায় কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নিকট ইতি-পূর্ব্বে কমলকুমারীর বিবরণ না শুনিলে আমি সহসা চিনিতে পারিতাম কি না সন্দেহ! কারণ তাহার দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও মৃত্যুর নৈশময় ছায়া তাহার উপর নিপতিত হইয়াছে।

আমাকে দেখিয়া কমলকুমারী অতি কষ্টে সেই খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিল ও সেই ম্লান মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যের রেখা প্রকটিত হইয়া আবার তখনই বিলীন হইয়া গেল। আমি তখন কমলকুমারীর এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কিছুতেই রোদন সম্বরণ করিতে পারিলাম না, কাজেই শ্রাবণের ধারা সম আমার চক্ষু দিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। আমাকে রোদন পরায়ণ দেখিয়া কমলকুমারী ক্ষীণ কণ্ঠে আমায় কহিল, "তুমি কাঁদ কেন?" তোমার কি ইচ্ছা যে, আমি চিরকাল মনের কষ্টে এই দুর্ভর জীবন ভার বহন করি?"

আমি উচ্ছ্বলিত শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া কহিলাম, "কমল! আমি ত তোমার কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলাম না! তোমার শরীরের অবস্থা দেখিয়াই আমি অবাক্ হইয়াছি। আমার মুখে আর বাক্য সরিতেছে না, আমি—" আমার কথায় বাধা দিয়া কমলকুমারী কহিল, "থাক্ ও বাজে কথায় আর কাজ নাই, তুমি এইখানে বসিয়া আমার গোটাকতক কথা শোন, তা হ'লে সব বুঝতে পারবে। আমি নিজের মুখে সেই কথাগুলি বলবো বলে ও এ জন্মের মত তোমাকে দেখিবার আশয়ে এই মুঙ্গেরে আসিয়াছি।"

আমি কলের পুতুলের ন্যায় সেই খাটিয়ার একধারে বসিলাম ও একদৃষ্টে কমলকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কমলকুমারী বলিতে আরম্ভ করিল, "বোধ হয় আমার নিকট আমার বাপের এদিককার সকল কথা শুনিয়াছ; চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদিও আমার সেই কলঙ্কিনী খুড়ির সহোদর, কিন্তু আমাকে নিজের ভাগিনেয়ীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে সেই নরাধমদের কবল হইতে রক্ষা না করিলে নিশ্চয় আত্মহত্যা করিতে হইত। আমার মাতুলালয় হুগলির নিকট, কিন্তু কখন আমি সেইখানে যাই নাই ও কাহাকেও চিনি না। কাজেই এই মামার সঙ্গে মায়াপুরে আসিয়া ইহার বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে যে দেবানন্দগিরি নামক একজন সন্ন্যাসীর নাম তোমার নিকট করিয়াছিলাম, যিনি আমার পিতার হস্তে তোমার প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, যিনি আমার পূজ্যপাদ পিতামহের ইষ্টদেব, তিনি একদা মায়াপুরে আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে বাবার মুখে তাঁহার নাম মাত্র শুনিয়া-ছিলাম, কখন স্বচক্ষে দেখি নাই। তিনি আমার মামার নিকট নিজে আত্ম-

পরিচয় দিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও আমাকে গোপনে ডাকিয়া যে সকল কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি স্থির করিলাম যে, এই সংসারে মৃত্যুই আমার শান্তির স্থল, প্রাণ পরিত্যাগই প্রয়োজন। সেই কৃপানিদান মহাপুরুষ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া 'শীঘ্রই মৃত্যু হইবে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তার আর বোধ হয় অধিক দিন বিলম্ব নাই, সেই জন্য এই মুঙ্গেরে তোমার সহিত একবার শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম।"

আমি নিতান্ত ম্লানমুখে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই মহাপুরুষ তোমায় এমন কি কথা কহিয়াছেন, যে যার জন্য তুমি জীবনে এতদূর হতাশ হইয়াছ। তোমার সহিত যখন সেই মহাত্মার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তুমি নিশ্চয় আমার সম্বন্ধেও সমস্ত কথা শুনিয়াছ।"

কমলকুমারী সেইরূপ ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "তোমার কথা তুমি তাঁহারই প্রমুখাৎ শুনিতে পাইবে। তবে আমি তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আর অধিক বিলম্ব নাই, শীঘ্রই তোমার মনের সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। এখন কেবল আমার কথা শোন; তিনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি স্নিগ্ধ সলিল ভেবে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে অবগাহন ক'র্ত্তে মনস্থ করিয়াছ, যে বাতাসের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে, তুমি তাকে মায়াজালে আবদ্ধ করিতে মনে মনে কৃতসঙ্কল্প করিয়াছ। সুতরাং পরশ্রী-কাতর নীচাশয় ব্যক্তির স্বর্গগমনের ন্যায় তোমার মনের বাসনা কিছুতেই ফলবতী হইবে না। তুমি যাহাকে জীবনের প্রভু করিতে মনস্থ করিয়াছ, সে মহাপ্রভুর চিহ্নিত দাস, তার এ জন্ম জগৎস্বামীর সেবায় পর্য্যবসিত হইবে, সে আর অন্যের স্বামী হইতে কিছুতেই পারিবে না। তুমি মনের আবেগ বশতঃ যে অকুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছ, এ জীবনে আর তাহার কুল পাইবে না। অৰ্দ্ধপথেই তোমার তনুর তরী নিশ্চয় নিমজ্জিত হইবে! তবে মনের ভাব যদি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে, জাগতিক প্রলোভন যদি তোমাকে বিচলিত করিতে অক্ষম হয়, সর্ব্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বরের উপর যদি অকপটে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর, তা হ'লে পুনর্জন্মে তোমার সাধনার সিদ্ধ হইতে পারে।" আমি সেই মহাপুরুষের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালই এই তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মার জ্ঞানদৃষ্টির আয়ত্তাধীন। কারণ আমি যে কথা এই সংসারে কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করি নাই; সযতনে

আমার হৃদয় কন্দরের নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি, তাহা ইনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ?

আমি বুঝিয়া দেখিলাম যে, এই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের শ্রীমুখ নিসৃত বাক্য কিছুতেই মিথ্যা হইবার নহে। ইনি যে আমার ন্যায় জন্মদুঃখিনীকে প্রতারণা পূর্ব্বক নিরাশ করিবেন, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কাজেই আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অন্তরে আশার যে ক্ষীণ আলোক টুকুন প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, তাহা জন্মের মতন নির্ব্বাণ হইল। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিলাম, "প্রভো! আমার ন্যায় হীন মতি অবলার দুর্ব্বল হৃদয় যে জগতের সুদারুণ প্রলোভন জয় করিতে সক্ষম হইবে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং দাসীর কি উপায় হইবে আজ্ঞা করুন।' সেই দেবপ্রতিম সন্ন্যাসী মহাশয় আমার কথা শুনিয়া কহিলেন, 'বৎসে! আমি পূর্ব্বেই তো তোমাকে বলিয়াছি, যে অর্দ্ধ পথে তরী নিমজ্জিত হইবে, অর্থাৎ কালের শান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ঐহিক সকল প্রকার সুখ দুঃখের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবে।" আমি পুনরায় সকাতরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভো! দাসীর প্রতি কৃপা করিয়া যদি এত কথা বলিলেন, তাহ'লে এখন স্পষ্ট করিয়া বলুন, আর কত দিন আমাকে এই ধরাধামে থাকিয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে। যখন এ জন্মে আমার মনের আশা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না তখন যত শীঘ্র আমার মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল।' সন্ন্যাসী মহাশয় প্রথমতঃ আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু ইতঃস্তত করিলেন; আমি নিতান্ত পেড়াপিড়ী করায় শেষে কহিলেন, 'বৎসে! অধিক দিন তোমাকে এই কষ্টভোগ করিতে হইবে না। তোমার পূর্ব্বজন্মের একটু পাপের জন্য এ জন্মে তোমার আশা অপূর্ণ অবস্থায় রহিল। কিন্তু পরজন্মে তুমি তোমার মনোমত ধনকে পাইয়া সুখী হইবে।' তোমার সতেরো বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই তোমাকে কালকবলে পতিত হইতে হইবে। আমি যে দিন এই কথা শুনিলাম, সেই দিন হইতে নিজের শরীরের প্রতি নিতান্ত অযত্ন করিতে আরম্ভ করিলাম। সময়ে স্নানাহার করিতাম না, ফল কথা যত শীঘ্র কৃতান্তালয়ে যাইতে পারি, অথচ আত্মঘাতিনী না হই, প্রাণপণে তাহারই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার দেহ কৃশ হইতে লাগিল, আহারে তত রুচি রহিল না; শেষে প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হইলাম।

আমার দেহের অবস্থা দেখিয়া ক্রমে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সেই মহা-পুরুষের আশীর্ব্বাদ ফলিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। বিশেষ আমার বয়স সতেরো বৎসর পূর্ণ হইতে আর তিন মাস বাকী আছে। কাজেই জন্মের শেষে তোমাকে দেখিবার জন্য আসিলাম।" কমলকুমারী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল ও মুক্তার ন্যায় দুই ফোঁটা অশ্রুজল তাহার কোটরগত চক্ষুর দুই দিকে দেখা দিল।

কমল যদিও একবারও আমার নাম করে নাই, তথাপি তাহার কথা বুঝিতে আমার বাকি রহিল না; কমল যে আমার উপর অনুরাগিণী, তাহা আমি অনেক দিন হইতেই তাহার কথার আভাবে জানিতে পারিয়াছিলাম। সেই জন্য কুহকিনী আশার আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস করিয়া শূন্যপথে প্রাসাদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মনের সুখে বাস করিতেছিলাম; কিন্তু আজ স্পষ্ট বুঝিলাম যে, আমার সে দুরাশামাত্র! এ জন্মে তাহা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না; আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম, কমল-কুমারীর কথিত দেবানন্দ গিরি যে সেই ব্যক্তি, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি গোপনে থাকিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, কমলকুমারীর মুখেও আমি সেইরূপ ভাবের কথা শুনিলাম। তিনি বলিয়া-ছিলেন যে, 'প্রভুর চরণে যখন ওর মস্তক বিক্রীত হইয়াছে, তখন ও কিছুতেই সংসারী হইতে পারিবে না।' কমলকুমারী আমাকেও আজ ঠিক সেই রকম ভাবের কথাই বলিল; তাহা হইলে নিশ্চয় কমলকুমারী মনে মনে আমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিল,—তার পর আশায় নিরাশ হইয়া এখন প্রাণ পরি-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত এমন গুণবতী রমণীরত্ন লাভ করিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী মহাশয় আমাকে যে চারি বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহারও ত আর অধিক বিলম্ব নাই! তিনি সেই সময় সাক্ষাৎ করিবেন; সুতরাং সেই সময় হইতে যে আমার জীবনস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইবে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু প্রভুর দাস বলিয়া সংসারী হইতে পারিব না, এ কথার অর্থ কি? বোধ হয় সেই ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী মহাশয় ব্যতীত কেহই আমার মনের এই সন্দেহটুকুন নষ্ট করিতে পারিবেন না।

কমল কেবলমাত্র নিজের কথাই বলিল, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোন কথাই

বলিল না; আহা! এই স্বর্ণলতিকা যদি এই কণ্টকময় নীরস বৃক্ষের আশ্রয় না লইত, তাহা হইলে বোধ হয় কখনই এরূপ অকালে কালকবলে পতিত হইত না! নব তৃণের লোভে মুগ্ধা হরিণী যেমন কূপে পতিতা হইয়া প্রাণ হারায়, তেমনই সরলা গুণবতী কমলকুমারী এই অভাগারে অকপটে ভালবাসিয়া অসময়ে ইহধাম পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ক্ষুদ্র পারিজাত কোরকের যোজনব্যাপী সুগন্ধের ন্যায় কমলকুমারীর হৃদয় যে এত উচ্চ ধর্ম্মভাবে মণ্ডিত, অন্তরের প্রেম যে এত দূর গভীর, আমার উপর অনুরাগ যে এত দূর অটল, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, আমিই এই সুশীলার অকালমৃত্যুর প্রকৃত কারণ। যদি এই অভাগাকে কমল প্রেমচক্ষে না দেখিত, তাহা হইলে বোধ হয় কখনই তাহার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইত না; এই ভাগ্যহীনকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া এই কিশোরবয়সে কমলকে রমণীয় সংসার পরিত্যাগ করিতে হইল।

আমি মনে মনে এই সব কথা ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু মুখে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না—কেবল দুই চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। এমন সময় লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন; আমি তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষের জল মুছিলাম ও কমলকে কহিলাম, "কমল! আর বেলা নাই, এখন আমি আসি—আবার আর একদিন আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।"

কমল ক্ষীণস্বরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এস,—কিন্তু এ পৃথিবীতে আর দেখা হওয়া অসম্ভব! আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন দাসীকে এরূপ হতাশ হইতে না হয়।"

আমি এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না; সে সময় আমার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল! কেবল দুই চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

## নবীন সন্ন্যাসী।

দুর্গে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত! আমি এক জন সেপাহীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইলাম যে, ইংরাজেরা বক্‌সারের ক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে; সেই জন্য নবাব সাহেব দুই হাজার সৈন্য লইয়া রওনা হইয়াছেন ও আরও আড়াই হাজার সৈন্য ভকত-সিংহের অধীনে এই রাত্রিতেই যাত্রা করিতেছে, সেই জন্য দুর্গমধ্যে এই গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। নবাব বাহাদুর আজ্ঞা দিয়াছেন যে, তিন দিনের মধ্যে আরও পাঁচ হাজার সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিবে ও সেই সঙ্গে আপনিই রসদ লইয়া যাইবেন।

আমি আর কোন কথা না কহিয়া নিজের কক্ষের দিকে গমন করিতে লাগিলাম ও পথিমধ্যে আমার ভৃত্যের নিকট শুনিলাম যে, একজন সন্ন্যাসী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম ও দ্রুতপদ সঞ্চারে আমার কক্ষে গিয়া দেখি যে রামেশ্বর ব্রহ্ম-চারী মহাশয় বসিয়া আছেন। আমি কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন, আমি তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় সহাস্য আস্যে আমাকে কহিলেন "বৎস হরিদাস! এইবার তোমার সুসময় আসিয়াছে, তুমি কল্যই আমার সহিত কাশীতে যাত্রা করিবে। সেইখানে তোমার মনের সন্দেহ মিটিবে ও তুমি যে কে তাহা জানিতে পারিবে। এত দিন যে সকল কথা জানিবার ইচ্ছা তোমার মনোমধ্যে প্রবল ছিল, এইবার আমার গুরুদেবের শ্রীমুখাৎ সেই সকল কথা শুনিবে ও তোমার অন্তর বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তুমি নবাব বাহাদুরের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, কারণ আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না; যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার রাজমুকুট মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া পড়িবে ও তিনি প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া অযো-ধ্যার নবাবের শরণাপন্ন হইবেন। ফলতঃ এই সমগ্র হিন্দুস্থান ইংরাজদের

করতলগত হইবে, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। তুমি এখন হইতে সমস্ত অনিত্য পার্থিব চিন্তাকে অন্তর হইতে অন্তরিত কর, কারণ তোমার দ্বারায় জগতে কোন মহত্তর কার্য্য সমাধা হইবে।

আমি অবাক্ হইয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সহসা কোন কথার উত্তর করিতে পারিলাম না, বিশেষ নবাব বাহাদুরের স্থায় পুরুষ সিংহের এপ্রকার শোচনীয় পরিণাম শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইলাম।

খানিকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলাম, "প্রভু! এই দুর্গের মধ্যে এক মহারাজের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার প্রমুখাৎ প্রভুর অলৌকীকি ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলাম।"

ব্রহ্মচারী মহাশয় একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বৎস! হস্তী যেমন নিজের বল না বুঝিয়া দুর্ব্বল মাহুতের আনুগত্য স্বীকার করে, তেমনই তুমি যে কে, তাহা না জানায় তুমি আমার ন্যায় ভজনহীন দীনহীনকে ভ্রমবশতঃ সুখ্যাতি করিতেছ। বৎস! আমার অবস্থা তোমার অপেক্ষা অনেক নিম্নে অবস্থিত; দরিদ্র যেমন অমূল্য নিধি পথমধ্যে কুড়াইয়া পায়, তেমনই তুমি বিনাপুণ্যে স্বর্গলাভ করিবে। তোমার ভাগ্য অন্যের অপেক্ষা ভিন্ন উপকরণে গঠিত হইয়াছে; যাহাহউক, তুমি যে মহারাজার কথা কহিলে, সেই গুণগ্রাহী কৃষ্ণনগরাধিপ অদ্য এই গোলমালের সময় কিছু অর্থ উৎকোচ দিয়া সপুত্র পলায়ন করিয়াছেন; আর কলিকাতার যে নালমণি বসাকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এখন তাহার অবস্থা খুব উন্নত হইয়াছে। কলিকাতার সাহেবদের নিকট মামলা করিয়া তাহার পৈতৃক বাটীখানি ফিরিয়া পাইয়াছে। বদান্যবর গৌরদাস সেন বিস্তর টাকা মূলধন দিয়া এক কারবার করিয়া দিয়াছেন; তাহার আয়ে সচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছে ও স্ত্রী লইয়া আজিমগঞ্জের বাটীতে বাস করিতেছে। ধর্ম্মপথে মতি থাকিলে পরিণামে নিশ্চয় সে এইরূপ সুখভোগ করিয়া থাকে।"

আমি এই কথা শুনিয়া মনে মনে নিতান্ত আনন্দিত হইলাম; কমলকুমারীর কথা শুনিয়া আমার অন্তরে যে অগ্নিশিখা জলিতেছিল, তাহা এই মহাত্মার সদুপদেশরূপ সলিলসিঞ্চনে অনেকটা নির্ব্বাপিত হইল।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত অনেক রকম কথা বার্ত্তায় সে রাত্রি যাপন

করিলাম ও তার পর দিন প্রত্যুষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে কাশী যাত্রা করিলাম।

যথাকালে আমরা ৺ কাশীধামে উপনীত হইলাম, ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে লইয়া গণেশ মহলার মধ্যে এক শিষ্যের বাটীতে গেলেন, তথায় আমরা প্রায় ১৫।১৬ দিন বাস করিলাম।

এই কয়েক দিন আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কাটাইলাম। কারণ দেবানন্দ গিরির চরণ দর্শন করিবার সাধ আমার মনে একান্ত প্রবল হইয়াছিল।

সন ১১৭১ সালের মাঘিপূর্ণিমার দিন খুব প্রত্যুষে ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে কহিলেন, "বৎস হরিদাস! অদ্যকার দিন তোমার জীবনের মধ্যে একটী গণনীয় দিন, কারণ অদ্য তুমি সেই মহাপুরুষের চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে ও দারুণ ভববন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবে, এখন আমার সহিত শীঘ্র চল সেই শুভমূহূর্ত্ত সমাগত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।" এই কথা শুনিয়া আমার মন পুলকে পূর্ণিত হইল, আমি আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে সঙ্গে করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া গেলেন, তথায় গিয়া দেখি, যে কালীবাড়িতে যে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই একখানি কুশাসন পাতিয়া বসিয়া আছেন ও সম্মুখে একখানি শূন্য কুশাসন পাতা রহিয়াছে। আমি সেই মহাপুরুষের পদতলে প্রণত হইলাম, তিনি আমাকে সেই আসনে উপবেশন করিতে আজ্ঞা করিলেন। আমি উপবিষ্ট হইলে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে আমাকে বলিলেন, "বৎস! আজ আমি তোমাকে সন্ন্যাসের মহামন্ত্র দিব, কারণ তুমি এই পবিত্র ব্রত পালন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। প্রায় চব্বিশ বৎসর গত হইল বৈদ্যনাথ ঘোষাল নামে একজন ভদ্রলোক কর্ম্মোপলক্ষে লাহোরে গিয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া জগৎগুরু নানকের মঠে গিয়া মানসিক করেন যে যদি আমার দুইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে আমি জ্যেষ্ঠটী প্রভুর পাদপদ্মে দান করিব। প্রভুর কৃপায় তাঁহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল, তিনি পত্নী ও পুত্র লইয়া কানপুরে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার কিছুদিন পরে আমার গুরুদেব স্বর্গে গমন

করিলে আমি মঠের অধ্যক্ষ হইলাম ও কানপুরে আসিয়া বৈদ্যনাথ বাবুর নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুত জ্যেষ্ঠ পুত্রটী প্রার্থনা করিলাম, সত্যবাদী ঘোষাল তখনি আড়াই বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্রটী আমাকে সমর্পণ করিল। "বৎস! তুমিই সেই বৈদ্যনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমাকে আমি মায়াপুরের জহরলাল আচার্য্যের বাটীতে রাখিয়া তীর্থ যাত্রায় গমন করিয়াছিলাম। তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা তুমি সমস্তই শুনিয়াছ। কাজেই তোমার পিতৃ ঋণ পরিশোধের জন্য নবীন সন্ন্যাসী সাজিতে হইবে ও আমার মৃত্যুর পর মহাপ্রভু নানকের মঠের অধ্যক্ষ হইবে। তুমি এই হরিদাস নামে বিখ্যাত হইবে বলিয়া আমি তোমার এই নাম রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আইস। আমি তখনি তাহার আদেশ পালন করিলাম একজন ক্ষৌরকার আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল। আমি সন্ন্যাসী মহাশয়ের প্রদত্ত গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া সেই কুশাসনের উপর উপবেশন করিলাম। তখন সেই মহাপুরুষ সন্ন্যাসের মহামন্ত্র আমার কর্ণকুহরে দিলেন, সেই সময় আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল ও এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব অনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।

আমাকে দীক্ষিত করিয়া সেই মহাপুরুষ কহিলেন, "বৎস! তুমি অদ্যই কাশী হইতে যাত্রা কর ও কানপুরে তোমার পিতা মাতা, ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লাহোরের দিকে অগ্রসর হও; সেই স্থানে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। পার্থিব আর কোন প্রকার চিন্তাকে অন্তরে স্থান দিও না, তাহা হইলে প্রভুর নিকট অপরাধী হইবে। অদ্য এই মাঘীপূর্ণিমার দিন তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আর ও দিকে কমলকুমারীর প্রাণপক্ষী অদ্য তাহার দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। যে সমস্ত পাপাত্মারা তোমাকে ও তাহাকে কষ্ট দিয়াছিল, তাহারা পিণ্ডারী নামক দস্যুদলে মিশিয়াছিল; আজ দিন কয়েক হইল, নর্ম্মদার তীরে ইংরাজদের গুলিতে তাহারা পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের কাহারও জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি একমাত্র অগতির গতি শ্রীপতির শ্রীচরণ চিন্তা করিতে করিতে লাহোরের দিকে গমন কর, তথায় আমি তোমাকে যোগশিক্ষা দিব; তুমি পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে বটে কিন্তু তাহাদের আবাসে কিছুতেই রাত্রিবাস করিবে না।

সন্ন্যাসী মহাশয় বিরত হইলে আমি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইলাম; তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি সেই দিনে তাঁহার অনুমতি লইয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক কাশী হইতে যাত্রা করিলাম।

সমাপ্ত।

